সখরিয়ের দর্শনসমূহ

ভিডিও বক্তৃতার পাঠক্রম

শ্রদ্ধেয় উইলিয়াম ম্যাকলাউড কর্তৃক

সখরিয় পুস্তকের উপর ভিত্তি করে

১০টি বক্তৃতা

জন নক্স ইনস্টিটিউট অফ হায়ার এডুকেশন

আমাদের সংস্কারধর্মী ঐতিহ্যকে বিশ্বব্যাপী মন্ডলীর কাছে অর্পণ

© ২০২৩ জন নক্স ইনস্টিটিউট অফ হায়ার এডুকেশন

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। এই প্রকাশনার কোনো অংশই মুনাফার উদ্দেশ্যে কোনো রূপে বা কোনো পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না, পর্যালোচনা, মন্তব্য বা পাণ্ডিত্যমূলক কাজের জন্য সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি ব্যতীত, জন নক্স ইনস্টিটিউটের লিখিত অনুমতি ছাড়া, পি.ও. বক্স ১৯৩৯৮, কালামাজু, এমআই ৪৯০১৯–১৯৩৯৮, ইউএসএ।

যদি না ভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়, তবে সমস্ত পবিত্র শাস্ত্র উদ্ধৃতি অধিকৃত কিং জেমস সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে।

আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন: www.johnknoxinstitute.org

রেভ. উইলিয়াম ম্যাকলিয়ড হলেন স্কটল্যান্ডের ফ্রি চার্চ (কন্টিনিউইং) এর একজন অবসরপ্রাপ্ত সেবক।

www.freechurchcontinuing.com

সখরিয়ের দর্শনসমূহ

ভিডিও বক্তৃতার পাঠক্রম

শ্রদ্ধেয় উইলিয়াম ম্যাকলাউড কর্তৃক

আমিও তোমাদের প্রতি ফিরিব 1

রক্তবর্ণ অশ্বে আরোহী এক পুরুষ 7

দ্বিতীয় দর্শন: চারি শৃঙ্গ 13

মাপের দড়ি হাতে এক ব্যক্তি – মন্ডলীর বৃদ্ধি 17

মহাযাজক যিহোশূয় 22

সোনার বাতিদান 27

ষষ্ঠ দর্শন: উড়ন্ত পুঁথি 32

সপ্তম দর্শন: ঐফাপাত্র 36

অষ্টম দর্শন: ঈশ্বর রাজত্ব করেন 40

দর্শনগুলির চূড়ান্ত মুহূর্তঃ যিহোশূয়ের রাজ্যাভিষেক 44

সখরিয়ের দর্শনসমূহ

ভিডিও বক্তৃতার পাঠক্রম

শ্রদ্ধেয় উইলিয়াম ম্যাকলাউড কর্তৃক

বক্তৃতা #১ — সখরিয় ১:১–৬

ভূমিকা: তোমরা আমার প্রতি ফির, আমিও তোমাদের প্রতি ফিরিব

এই ধারাবাহিক বক্তৃতা সখরিয়ের দর্শনসমূহ নিয়ে। এই দর্শনসমূহ সখরিয়ের ভাববাণীতে পাওয়া যায়, অধ্যায় ১ থেকে ৬ পর্যন্ত। আমাদের আজকের প্রথম বক্তৃতার শিরোনাম “তোমরা আমার প্রতি ফির, আমিও তোমাদের প্রতি ফিরিব”, যা সখরিয় ১ অধ্যায়, ১ থেকে ৬ পদের উপর ভিত্তি করে।

সম্প্রতি কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, বাইবেল থেকে প্রচার করার জন্য আমার প্রিয় পুস্তক কোনটি। আমি উত্তর দিয়েছিলাম যে সখরিয়ের ভাববাণী। কেন এমন হবে? সখরিয় বাইবেলের একটি সুপরিচিত পুস্তক নয়। এতে কিছু অংশ রয়েছে যা ব্যাখ্যা করা কঠিন। এতে রয়েছে অদ্ভুত সব দর্শন। তবে, এই পুস্তকে এমন অনেক বিষয় রয়েছে যা স্পষ্ট এবং সহজেই বোধগম্য। এছাড়াও, সখরিয়ের এই ভাববাণী খ্রীষ্টকে নিয়ে পূর্ণ। খ্রীষ্ট বিশ্বাসীর জন্য খ্রীষ্টের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই নেই - তাঁকে জানা, তাঁর উপর বিশ্বাস করা এবং তাঁকে ভালোবাসাই হল পরিত্রান লাভের উপায়। এবং একবার আমরা পরিত্রাণ পেয়ে গেলে, এটিই আমাদের জীবনের আবেগ হয়ে ওঠে।

আমাদের সমস্ত প্রচারে, পালকেরা বিশেষভাবে খ্রীষ্টের প্রচার করেন। বাইবেলে উভয়েই পুরাতন নিয়মে এবং সাথে নতুন নিয়মে সমস্ত কিছু তাঁর বিষয়। পুরাতন নিয়ম খ্রীষ্টের আগমনের জন্য প্রস্তুতি নেয়। আদিপুস্তকের তৃতীয় অধ্যায় থেকে, আসন্ন মশীহের ভাববাণী রয়েছে। যাজকবর্গ, সমাগম-তাম্বু, উৎসর্গিত বলি ছিল এই আসন্ন পরিত্রাতার প্রতীক। সুসমাচারগুলি আমাদের তাঁর প্রকৃত আগমন, মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের কথা বলে। প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে তাঁর মন্ডলীর বৃদ্ধি এবং বিস্তারের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। পত্রগুলি কে খ্রীষ্ট এবং তাঁর পাপার্থক প্রায়শ্চিত্তমূলক মৃত্যুর প্রতি আমাদের প্রতিক্রিয়া কী হওয়া উচিত তা ব্যাখ্যা করে। এবং তারপর প্রকাশিত বাক্য পুস্তকটি ভবিষ্যৎ এবং খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের বিষয় বর্ণনা করে।

সখরিয়ের ভাববাণী পুরাতন নিয়মের বিধানের শেষের দিকে পাওয়া যায়। এটি পুরাতন নিয়মের শেষ দ্বিতীয় পুস্তক এবং মশীহের আগমনের প্রতীক্ষা করছে। ঈশ্বরের লোকেদের জন্য এটি ছিল এক অন্ধকার ও কঠিন সময়। তারা আত্মিকভাবে খুবই খারাপ অবস্থায় ছিল। সখরিয়ের দর্শন ও বাক্য ঈশ্বরের লোকদের এই অন্ধকার সময়ের মধ্য দিয়ে দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করার জন্য দেওয়া হয়েছিল। ঈশ্বর, সখরিয়ের মাধ্যমে, ভবিষ্যতের একটি আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেন, যা কেবল দুই হাজার পাঁচশ বছর আগে ইহুদিদের কাছেই নয়, আজকের আমাদের কাছেও মূল্যবান। এই পুস্তকটি ইহুদিদেরকে ঈশ্বরের কাছে ফিরে যেতে আহ্বান জানায়, এবং ঈশ্বর তাদের কাছে ফিরে আসবেন। এটি ঘোষণা করে যে ঈশ্বর সর্বকিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন। তিনি জাতিগুলিকে শাসন করছেন এবং তাঁর মন্ডলীর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ও উৎসাহব্যঞ্জক। প্রথম ছয়টি অধ্যায়ে আমাদের আটটি চমৎকার দর্শন দেওয়া হয়েছে। এই ধারাবাহিক বক্তৃতায় আমি আপনাদের সাথে এই দর্শনগুলি নিয়ে আলোচনা করতে চাই। আমার বিশ্বাস এগুলি যেমন আমার জন্য, তেমন আপনার জন্যও, এক বিরাট উৎসাহ এবং আশীর্বাদ হবে। এই বক্তৃতাটি তাহলে এই দর্শনগুলির একটি ভূমিকা হবে।

এই বইটি যিনি লিখেছেন, তাঁর নামটিই তাৎপর্যপূর্ণ। “সখরিয়” নামের অর্থ “যিহোবা স্মরণে রাখেন।” এটি অসাধারণ। আমরা ভাবতে প্রলুব্ধ হই যে ঈশ্বর অনেক দূরে। আমরা মাঝে মাঝে অনুভব করি যে তিনি আমাদের ভুলে গেছেন। আমাদের অবিশ্বাসের কারণে, আমরা দেখতে পাই না যে তিনি সক্রিয়ভাবে তাঁর মণ্ডলীকে উদ্ধার করছেন। কিছু কিছু জায়গায় ঈশ্বরের কার্যকারণ খুবই হালকা। আমরা হয়তো প্রায় অনুভব করি যে ঈশ্বর ঘুমিয়ে আছেন। কিন্তু না! ভাববাদীর নামটি ভাবুন— “চুক্তি রক্ষাকারী ঈশ্বর যিহোবা স্মরণে রাখেন।” সে কীভাবে

ভুলতে পারেন? তিনি এমন ঈশ্বর যিনি মিথ্যা বলতে পারেন না। তিনি তাঁর লোকেদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন এবং তাদের রক্ষা করতে এবং আশীর্বাদ করতে বাধ্য। যিশাইয় ৪৯:১৫ বলা হয়েছে – "স্ত্রীলোক কি আপন স্তন্যপায়ী শিশুকে ভুলিয়া যাইতে পারে? আপন গর্ভজাত বালকের প্রতি কি স্নেহ করিবে না?" বরং তাহারা ভুলিয়া যাইতে পারে, তথাপি আমি তোমাকে ভুলিয়া যাইব না। "যিনি ইস্রায়েলের রক্ষক, তিনি ঢুলিয়া পড়েন না, নিদ্রা যান না" (গীতসংহিতা ১২১:৪)। তাঁর পরিকল্পনা আছে, এবং সে তা বাস্তবায়ন করছেন।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে পুরাতন নিয়ম এবং নতুন নিয়মের সময়ে, পরিত্রাণের শুধু একটিই উপায় রয়েছে। কেবলমাত্র ঈশ্বরের মেষশাবক খ্রীষ্টের বলিদানের মাধ্যমেই যে কোনও পাপীকে উদ্ধার করা যেতে পারে অথবা কখনও উদ্ধার করা যেতে পারতো। অনুগ্রহের একটি মাত্র চুক্তি আছে এবং যদিও পুরাতন নিয়মে সেই চুক্তির পরিচালন প্রক্রিয়া কিছুটা ভিন্ন ছিল, তবুও মূলত, পাপীরা একইভাবে পরিত্রাণ পায়। অনুগ্রহের চুক্তির একটি শর্ত হল বিশ্বাস। মানুষকে অনুতপ্ত হতে এবং সুসমাচারে বিশ্বাস করতে বলা হয়েছে। পুরাতন নিয়মের সময়েও পুরুষ ও নারীদের নতুন করে জন্ম নেওয়ার প্রয়োজন ছিল ঠিক যেমন নতুন নিয়মের সময়ে ছিল। ব্যবস্থা পালনে বা আচার অনুষ্ঠান করে কেউ পরিত্রান পায়নি। পৌল রোমীয় খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের রোমীয় ৩, ২০ পদে বলেন, "যেহেতু ব্যবস্থার কার্য দ্বারা কোন প্রাণী তাঁহার সাক্ষাতে ধার্মিক গণিত হইবে না, কেননা ব্যবস্থা দ্বারা পাপের জ্ঞান জন্মে।" ব্যবস্থা কেবল আমাদের পাপ দেখাতে পারে এবং আমাদের দোষী সাব্যস্ত করতে পারে। এই অর্থে, আমাদের স্কুল শিক্ষকই আমাদের মতন দোষী পাপীদের জন্য একমাত্র আশা হিসেবে খ্রীষ্টের দিকে পরিচালিত করছেন—গালাতীয় ৩, ২৪ পদ। পুরাতন নিয়মে এবং নতুন নিয়মে ঈশ্বরের মন্ডলী একই, মনোনীত পাপীদের দ্বারা গঠিত যারা খ্রীষ্টে বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং অনুগ্রহের দ্বারা পরিত্রাণ লাভ করেছে। স্তিফান আমাদের এই কথা মনে করিয়ে দেন যখন তিনি মিশর থেকে প্রতিশ্রুত দেশে যাত্রা করা ঈশ্বরের লোকেদের "প্রান্তরে মণ্ডলী" হিসেবে নামকরণ করেন - প্রেরিত ৭, ৩৮ পদ।

সখরিয়ের দিনটি আমাদের দিনের মতোই ছিল। ঈশ্বরের লোকেদের জন্য এটি হতাশাজনক সময় ছিল। মন্ডলী খুবই দুর্বল এবং বিষণ্ণ অবস্থায় ছিল। যিহূদা ৭০ বছর ধরে ব্যাবিলনে বন্দী ছিল কিন্তু ৫৩৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, মাদীয় ও পারস্যেদের নেতা কোরস বাবিল জয় করেন। পরের বছর, নতুন রাজা হিসেবে, তিনি আদেশ জারি করেন যে ইহুদিরা তাদের নিজস্ব ভূমিতে ফিরে যেতে পারে এবং পুনরায় মন্দির নির্মাণ করতে পারে। অনেকেই সমৃদ্ধ হয়েছিল এবং তারা যেখানে ছিল সেখানেই আরামে বসতি স্থাপন করেছিল, যার ফলে তুলনামূলকভাবে খুব কম সংখ্যকই আসলে ফিরে এসেছিল। খুব শীঘ্রই জেরুশালেমে প্রভুর বেদী পুনরায় স্থাপন করা হয় এবং ঈশ্বরের জনসাধারণের উপাসনা পুনরায় শুরু হয়। তারা মন্দির পুনর্নির্মাণ শুরু করেছিল, কিন্তু এটি ছিল একটি বিশাল কাজ। তাদের সংখ্যা ছিল কম, এবং তাদের সম্পদও ছিল কম। তারা তাদের আশেপাশের লোকদের, বিশেষ করে শমরীয়দের, বিরোধিতার মুখোমুখি হয়েছিল। ইহুদিরা শীঘ্রই নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে এবং মন্দির নির্মাণের কাজ ছেড়ে দেয়। তারা নিজেদের বাড়ি তৈরি ও সৌন্দর্যবর্ধন এবং নিজস্ব জমির উন্নয়নে বেশি আগ্রহী হয়ে পরে।

কুড়ি বছর পর, রাজা দারিয়াবসের দ্বিতীয়বর্ষের রাজত্বকালে ষষ্ঠ মাসের প্রথম দিনে খ্রিস্টপূর্ব ২১৯ সালে, ঈশ্বর ভাববাদী হগয়ের মাধ্যমে তাদের সাথে কথা বলেন। ঈশ্বর ভাববাদী হগয়ের মাধ্যমে তাদের সম্বোধন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "এই লোকেরা বলিতেছে, সময়, সদাপ্রভুর গৃহ নির্মাণের সময়, উপস্থিত হয় নাই" —হগয় ১ অধ্যায়, ২ পদ। আমরা কতবারই না গড়িমসি করি! আমরা জানি আমাদের কী করা উচিত, কিন্তু আমরা বলি, "এখনই নয়।" আমরা বলি, "যখন আমার আরও সময় হবে তখন আমি পরে করব।" ঈশ্বর ৪ পদে শক্তিশালী বাক্যের মাধ্যমে ইহুদি মন্ডলীকে প্রত্যাঘাতমূলক আহ্বান করেছেন, "এই কি তোমাদের আপন আপন ছাদ আঁটা গৃহে বাস করিবার সময়? এই গৃহ ত উৎসন্ন রহিয়াছে"—হগয় অধ্যায় ১, পদ ৪। তারা সুসজ্জিত, শোভাময় ঘরে বাস করছিল, অথচ প্রভুর মন্দির ছিল পাথরের স্তূপ। ঈশ্বর তাদেরকে আহ্বান জানালেন, "তোমরা আপন আপন পথ আলোচনা কর। তোমরা অনেক বীজ বপন করিয়াও অল্প সঞ্চয় করিতেছ, আহার করিয়াও তৃপ্ত হইতেছ না, পান করিয়াও আপ্যায়িত হইতেছ না, পরিচ্ছদ পরিয়াও উষ্ণ হইতেছ না, এবং বেতনজীবী লোক ছেঁড়া থলিতে বেতন রাখে" ৫ এবং ৬ পদ। এগুলো খুবই শক্তিশালী কথা। ইহুদিরা ঈশ্বরের আশীর্বাদ উপভোগ করছিল না। অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে, তাদের ফসল কম ছিল। তারা যখন অর্থ উপার্জন করত এবং তা তাদের থলিতে রাখত, তখন মনে হতো যেন সেই থলির নিচে একটি ছিদ্র আছে। অর্থ হঠাৎ উধাও হয়ে যাচ্ছিলো, এবং তারা যতই পরিশ্রম করুক না কেন, তারা ধনী হওয়ার পরিবর্তে, বরং আরও দরিদ্র হয়ে পড়ছিলো। সৌভাগ্যক্রমে তারা প্রভুর বাক্য শুনেছিল, এবং সেই মাসের ২৪তম দিনে, অর্থাৎ ষষ্ঠ মাসে, তারা পুনরায় ঈশ্বরের গৃহ নির্মাণ শুরু করেছিল।

দুই মাস পরে, সখরিয়র কাছে প্রভুর বাক্য এলো। হগয়ের মতোই, তাকেও ঈশ্বরের গৃহ, মন্দির নির্মাণে উৎসাহ দেওয়ার একটি পরিচর্যা দেওয়া হয়েছিল। মন্দিরটি নির্মাণ করতে আরও চার বছর সময় লেগেছিল। হগয় এবং সখরিয়ের সময়ে তাদের আর্থিক সম্পদ শলোমনের তুলনায় খুবই সীমিত ছিল। তারা সংখ্যায় কম ছিল। তাদের জন্য নিরুৎসাহিত হওয়া সহজ ছিল, কিন্তু ঈশ্বর হগয়ের মাধ্যমে তাদের বললেন, "সোনা আমার ও রুপোও আমার, ভবনের বর্তমানের শোভা অতীতের শোভার চেয়ে মহান হবে।' সর্বশক্তিমান সদাপ্রভু এই কথা বলেন। 'আর এখানেই আমি শান্তি প্রদান করব,' সর্বশক্তিমান সদাপ্রভু এই কথা ঘোষণা করেন"—হগয় ২, পদ ৮ এবং ৯। "দ্বিতীয় মন্দিরের মহিমা প্রথমটির চেয়ে বেশি হবে, কারণ সকল জাতির আকাঙ্ক্ষা," হগয় ২:৭, মশীহ, আসবেন এবং এই মন্দিরে প্রচার করবেন এবং তাঁর মহিমায় এটি পূর্ণ করবেন।

এখন সখরিয় উৎসাহের এই পরিচর্যায় হগয়ের সাথে যোগ দেন, কিন্তু তিনি আরও এগিয়ে যান। তাকে এমন দর্শন দেওয়া হয় যা আরও অনেক কিছু প্রকাশ করে। কেবল ৫১৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দের ইহুদিদের উদ্দেশ্যেই নয়, আজকের আমাদের উদ্দেশ্যেও তাঁর অনেক কিছু বলার আছে। এই দর্শনগুলি অধ্যয়ন করলে আমরা আশাবাদী খ্রীষ্ট বিশ্বাসী হয়ে উঠব যারা আমাদের দিনে প্রভুর জন্য পরিশ্রম করব, বিশ্বজুড়ে সুসমাচারের প্রসার, ইহুদিদের খ্রীষ্টে পরিবর্তন এবং এর পরে, মৃতদের মধ্য থেকে প্রতিশ্রুত জীবনের অ-ইহুদি মণ্ডলীতে আগমনের সন্ধান করব - যার কথা পৌল রোমীয় ১১:১৫ পদে বলেছেন। এটা কেবল সাধারণ মানুষের কাজ হবে না। ঈশ্বর এটি করবেন। আত্মিক মন্দির, নতুন জেরুশালেম, নির্মিত হবে, "পরাক্রম দ্বারা নয়, বল দ্বারাও নয়, কিন্তু আমার আত্মা দ্বারা,' ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন"—সখরিয় ৪, পদ ৬। খ্রীষ্ট লৌহদণ্ড দিয়ে জাতিগণকে রাজত্ব করবেন, এবং সকলেই তাঁর সামনে মাথা নত করবে: "সমুদয় রাজা তাঁহার কাছে প্রণিপাত করিবেন; সমুদয় জাতি তাঁহার দাস হইবে "—গীতসংহিতা ৭২, ১১ পদ। তাহলে, আসুন এখন আমরা দর্শনের ভূমিকা এবং প্রকৃতপক্ষে, এই পুরো পুস্তকটির ভূমিকা আলোচনা করি।

১ পদে ঈশ্বর বলেন: "দারিয়াবসের দ্বিতীয় বৎসরের অষ্টম মাসে সদাপ্রভুর এই বাক্য ইদ্দোর পৌত্র বেরিখিয়ের পুত্র সখরিয় ভাববাদীর নিকটে উপস্থিত হইল।" এখানে ১ পদে, আমাদের "সখরিয়ের কাছে প্রভুর বাক্য" আসার কথা বলা হয়েছে। অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের মতো, সখরিয়ের পুস্তকে আমাদের যা আছে তা কেবল একজন সাধারণ ভাববাদীর স্বপ্ন, কল্পনা এবং প্রতিচ্ছবি নয়। এটা ঐশ্বরিক প্রকাশ। আজকাল অনেকেই, এমনকি মন্ডলীর নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও, বাইবেলকে কেবল একটি মানবিক পণ্য হিসেবে মনে করেন। না, যেমনটি আমরা ১ পদে দেখতে পাই, এটি "প্রভুর বাক্য" যা সখরিয়ের কাছে এসেছিল। পিতর আমাদের বলেন, "কারণ ভাববাণী কখনও মনুষ্যের ইচ্ছাক্রমে উপনীত হয় নাই, কিন্তু মনুষ্যেরা পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত হইয়া ঈশ্বর হইতে যাহা পাইয়াছেন, তাহাই বলিয়াছেন"—২ পিতর ১, ২১ পদ। এই ভাববাদীরা ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন, যাতে তারা যা লিখেছিলেন তা হল ঈশ্বরের প্রকৃত বাক্য। এটি উপলব্ধি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্য সকল ধর্মই মানুষের প্রতিচ্ছবি মাত্র। তারা কল্পনা করে ঈশ্বর কেমন এবং ঈশ্বর কী চান। তবে, বাইবেলে, সত্য ঈশ্বর সত্যিই কথা বলেন।

পৌল বাইবেলে আমাদের যা আছে তা ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন: "ঈশ্বর-নিশ্বসিত প্রত্যেক শাস্ত্রলিপি আবার শিক্ষার, অনুযোগের, সংশোধনের, ধার্মিকতা সম্বন্ধীয় শাসনের নিমিত্ত উপকারী, যেন ঈশ্বরের লোক পরিপক্ক, সমস্ত সৎকর্মের জন্য সুসজ্জিভূত হয়" ২ তীমথিয় ৩, ১৬ এবং ১৭। "নিশ্বসিত" এর অর্থ হল সমস্ত শাস্ত্রলিপি আক্ষরিক অর্থেই ঈশ্বর-নিঃশ্বাসিত। *থিওপনিউস্টোস,* যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তা ঠিক সেটাই—এটি ঈশ্বরের শ্বাস থেকে নির্গত শাস্ত্র। আমাদের এখানে যা আছে তা সখরিয়ের চিন্তাভাবনা নয়, বরং ঈশ্বরের কাছ থেকে আসা একটি বার্তা। এটি ৫১৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে জেরুশালেমের লোকেদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছিল, কিন্তু এটি আজ আমাদেরকেও বলা হয়। এটি আমাদের জন্য একটি ঐশ্বরিক প্রকাশ। তদতিরিক্ত, এর সমস্তকিছুই আমাদের জন্য লাভজনক। এটি আমাদের শিক্ষা দেয়, তিরস্কার করে, সংশোধন করে এবং নির্দেশ দেয়। যীশু প্রায়শই বলতেন, "যাহার শুনিতে কান থাকে সে শুনুক।" যীশুর জন্য, "এটা লেখা আছে"—উদাহরণস্বরূপ, মথি ৪:৪ পদে— "ঈশ্বর বললেন," এর সমতুল্য ছিল, এবং ঈশ্বরের সমস্ত কর্তৃত্ব নিয়ে এসেছিলেন, এবং তাই চূড়ান্ত ছিল। খ্রীষ্ট শাস্ত্রের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন, এবং আমাদেরও তাই করা উচিত। যীশু যোহন ১০:৩৬ পদে জোর দিয়ে বলেছেন, "শাস্ত্রের খণ্ডন ত হইতে পারে না।" এটি চিরকাল স্থায়ী থাকবে। বাইবেল হল ঈশ্বরের বাক্য, এবং এটি অচ্যুত ও নির্ভুল।

আসলে, ঈশ্বর আজও আমাদের সাথে কথা বলেন, কিন্তু তিনি তা শাস্ত্রের মাধ্যমে করেন। তাঁর আত্মা আমাদের হৃদয়কে আলোকিত করেন। তিনি আমাদের মনে সত্যকে গেঁথে দেন। আমাদের পরিত্রাণের জন্য যা কিছু জানা দরকার তা বাইবেলে রয়েছে। এটি আমাদের কাছে ঘোষণা করে, যেমন ওয়েস্টমিনস্টার সংক্ষিপ্ত ক্যাটেকিজম প্রশ্নের উত্তরে বলেছে #৩: "ঈশ্বরের বিষয়ে মানুষের কী বিশ্বাস করা উচিত, এবং ঈশ্বর মানুষের কাছ থেকে কী কর্তব্য চান।" আমাদের বাইবেলের প্রতি ঈশ্বরের প্রাপ্য সম্মানের সাথে আচরণ করতে হবে। এটি আমাদেরকে আমাদের পাপের জন্য অনুতপ্ত হতে, যীশু খ্রীষ্টকে আমাদের ত্রাণকর্তা হিসেবে বিশ্বাস করতে এবং ঈশ্বরের ক্রোধ থেকে বাঁচতে আহ্বান জানায়, যা অবিশ্বাসে অবিচল থাকা সকলের উপর করুণা ছাড়াই নেমে আসবে। আমাদের অবশ্যই বাধ্য হতে হবে এবং আসন্ন ক্রোধ থেকে বাঁচতে, একমাত্র ত্রাণকর্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাছে যেতে হবে। এছাড়াও, সুসমাচারের বিশ্বস্ত প্রচারের ক্ষেত্রে, আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে যীশু তাঁর অনুসারীদের কী বলেছিলেন, "যে তোমাদিগকে মানে, সে আমাকেই মানে; এবং যে তোমাদিগকে অগ্রাহ্য করে, সে আমাকেই অগ্রাহ্য করে; আর যে আমাকে অগ্রাহ্য করে, সে তাঁহাকেই অগ্রাহ্য করে, যিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন" —লূক ১০, পদ ১৬। আজ যখন প্রচারক প্রভুর বাক্য প্রচার করেন, তখন তা এমনভাবে শুনতে হবে যেন এটি স্বয়ং ঈশ্বরই বলেছেন। অতএব সর্বপ্রথম, ১ পদে, আমরা লক্ষ্য করি যে স্বর্গের ঈশ্বর কথা বলছেন এবং আমাদের মনোযোগ দিতে হবে।

পদ ২, ঈশ্বর তোমাদের পূর্বপুরুষদের উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন "সদাপ্রভু তোমাদের পিতৃপুরুষদের প্রতি অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছিলেন।" সুতরাং ২ পদে আমরা দেখতে পাই যে ঈশ্বর আমাদের পূর্বপুরুষদের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ছিলেন। এটি সত্যিই স্পষ্ট ছিল। সর্বত্র, ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ির পুড়ে যাওয়া ধ্বংসাবশেষ। জেরুসালেমের দেয়াল ভেঙে ফেলা হয়েছে, তাঁর প্রাসাদগুলি আগুনে পুড়ে গেছে। তাঁর মন্দির ধ্বংসস্তূপে। দেশটা মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। কাঁটা আর কাঁটাঝোপ গ্রাস করেছে।"

প্রাচীন ভাববাদীরা সতর্ক করেছিলেন যে যদি জনগণ অনুতাপ না করে, তবে আসন্ন বিচার আসবে। কিন্তু তাদের উপেক্ষা করা হয়েছিল। তবে, তাদের কথাগুলো খালি হুমকি ছিল না। যিরমিয় ইহুদিদের বলেছিলেন যে তারা সত্তর বছর ব্যাবিলনে কাটাবে, এবং তার কথা পূর্ণ হয়েছিল। ঈশ্বর মূর্তিপূজা, অপরাধ, বিশ্রামবার লঙ্ঘন এবং নিপীড়ন দেখেছিলেন। তিনি একজন পবিত্র ঈশ্বর, এবং তিনি পাপকে ঘৃণা করেন। তিনি চান তাঁর লোকেরা পবিত্র হোক, তাঁকে ভালোবাসুক এবং তাঁর বাধ্য থাকুক। তারা তাঁর আজ্ঞা পালন করে দেখায় যে তারা তাঁকে সত্যিই ভালোবাসে। ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসার অভাবের ফলেই অবাধ্যতা হয়।

আজও একই অবস্থা। মন্ডলী এত দুর্বল যে আমরা দুঃখিত। এখানে ব্রিটেনে, বিগত বছরের তুলনায়, খুব কম মানুষই মণ্ডলীতে যায়। অনেক বড় বড় মন্ডলী ভবন পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। অন্যগুলি গুদাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিছু স্থান পাবলিক হাউস এবং নাইট ক্লাবে পরিবর্তন হয়েছে। কিছু স্থান ফ্ল্যাটে রূপান্তরিত হয়েছে। বেশিদিন আগের কথা নয়, তখন বেশিরভাগ মানুষ মণ্ডলীতে যেত। অতীতে খ্রীষ্ট বিশ্বাস সমাজে সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয় ছিল, কিন্তু আজ দুঃখের বিষয় হল, এটিকে অবজ্ঞা করা হচ্ছে। ঈশ্বরের মন্ডলী পরিত্যক্ত। শুধুমাত্র যে মন্ডলীগুলি জাগতিক সঙ্গীত এবং বিনোদন প্রদান করে, সেগুলোই বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। জগৎ এই মণ্ডলীগুলি আক্রমণ করেছে এবং তাদের দখলে নিয়েছে। এই উপাসনা ঈশ্বরের গৌরবের জন্য নয়, বরং মানুষের আনন্দের জন্য। ঈশ্বর আমাদের মণ্ডলীগুলি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। বাক্য প্রচারের কোন শক্তি নেই। খুব কম মানুষই সত্য অর্থে নতুন করে জন্ম হচ্ছে। মনে হচ্ছে, ঈশ্বর মণ্ডলীকে পরিত্যাগ করেছেন। এটিকে মৃত্যুর জন্য রেখে দেওয়া হয়েছে। এটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। আপনি কি এটি অনুভব করছেন? মন্ডলীর নিম্নমানের অবস্থা নিয়ে আপনি কি চিন্তিত? এটি কি আপনার জন্য বোঝা? আপনি কি মন্ডলীর ভবিষ্যতের জন্য চিন্তিত?

৩ পদ, <u>আমার দিকে ফির</u>— "তোমরা আমার প্রতি ফির, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন, আমিও তোমাদের প্রতি ফিরিব, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন।" এখানে ৩ পদে, আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে একটি মহান আহ্বান পেয়েছি, "তোমরা আমার প্রতি ফির, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন।" মূলত, ঈশ্বর ইহুদিদের বলছেন যে তারা ভুল পথে আছে। তারা হারানো মেষের মতো। তারা ঈশ্বর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তারা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অবস্থায় রয়েছে। তারা পথভ্রষ্ট মেষের মতো, যারা প্রত্যেকে নিজের পথে ফিরে যাচ্ছে। ঈশ্বরের পরিবর্তে তারা নিজেদের সন্তুষ্ট করে। তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে পিছিয়ে যাচ্ছে। দুঃখের বিষয়, সেই সময়ও ইহুদিদের মধ্যে এই সমস্যাটি অব্যাহত ছিল। পুরাতন নিয়মের শেষ পুস্তক, মালাখির ভাববাণীতেও ঠিক একই বার্তা ঘোষণা করা হয়েছে, যা প্রায় সত্তর বছর পরে লেখা হয়েছিল, ৩ অধ্যায়ের ৭ পদে মালাখি বলেন, "আমার কাছে ফিরিয়া আইস, আমিও তোমাদের কাছে ফিরিয়া আসিব, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন।" সুতরাং, এটি একই বার্তা।

আর এটা কি আজকের দিনে আমাদের জন্যও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বার্তা নয়? আমাদের দেশ থেকে এবং এমনকি আমাদের মন্ডলীগুলি থেকেও ঈশ্বরের প্রতি ভয় যেন হারিয়ে গেছে। ঈশ্বরের প্রতি কোনো ভক্তি নেই। তার প্রতি ভালোবাসাও কম। আমরা ঈশ্বরের প্রেমিকের পরিবর্তে ভোগ-বিলাসের প্রেমিক হয়ে গেছি। আমরা আমাদের চাকরি, পরিবার, ঘরবাড়ি, বন্ধুবান্ধব এবং বিনোদন নিয়েই অনেক বেশি ব্যস্ত। ঈশ্বর আমাদের হৃদয় এবং জীবনের কেন্দ্রে নেই। চারপাশে প্রচুর পরিমাণে ভণ্ডামি রয়েছে। আমরা আমাদের ঠোঁট দিয়ে ঈশ্বরের নিকটবর্তী হই, অথচ আমাদের হৃদয় তাঁর থেকে দূরে থাকে। আমরা বলি যে আমরা খ্রীষ্ট বিশ্বাসী, কিন্তু আমরা যতটা আন্তরিক এবং সত্যনিষ্ঠ হওয়া উচিত, ততটা নই। আমরা ভালো, সত্য খ্রীষ্ট বিশ্বাসী হওয়ার ভান করি, কিন্তু সবকিছু খুবই উপর-উপর। আমরা ভুলে যাই যে ঈশ্বরের দৃষ্টি আমাদের উপর রয়েছে। ঈশ্বর বাহ্যিক চেহারা দেখে বিচার করেন না। তিনি আমাদের হৃদয় দেখেন। তিনি আমাদের চিন্তাভাবনা সম্পর্কে অবগত। তিনি আমাদের ভিতরের পচন দেখেন।

সুতরাং এখানে, এটি হলো একটি অনুতাপের আহ্বান। ইহুদিদের প্রভুর কাছে ফিরে যেতে হয়েছিল। আমাদেরও ঈশ্বরের কাছে ফিরে যেতে হবে। আপনার হৃদয় অনুসন্ধান করুন। আপনার পথ বিবেচনা করুন। ঈশ্বরের বাক্যের আলোতে নিজেকে মূল্যায়ন করুন। ঈশ্বরের ব্যবস্থা ও তার অনুসন্ধানমূলক দাবির দ্বারা নিজেকে পরীক্ষা করুন। কালভেরী এবং আমাদের পাপের জন্য খ্রীষ্ট যে কষ্ট ভোগ করেছিলেন তার কথা ভাবুন। খ্রীষ্টের অপূর্ব প্রেম দেখুন। মনে রাখবেন যে আপনার পাপই খ্রীষ্টকে গাছে পেরেক দিয়ে ঝুলিয়েছিল। পাপ কত ভয়াবহ!

ঈশ্বর বলেন, আমার প্রতি ফির। আপনার পাপের জন্য অনুতপ্ত হোন। আপনার পাপকে ঘৃণা করুন। দুঃখে সেগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। ঈশ্বরের সেবা করতে ব্যর্থ হয়েছেন বলে শোক করুন। খ্রীষ্টের প্রেম আপনাকে নতুন আনুগত্যের জন্য উদ্বুদ্ধ করুক। খ্রীষ্টকে আপনার প্রভু হিসেবে গ্রহণ করুন। আপনার অনুতাপের মাধ্যমে তাঁর প্রতি আপনার ভালোবাসা প্রকাশ করুন। তাঁর অনুগ্রহের সাহায্য প্রার্থনা করুন। কিছু মানুষ মনে করেন যে মন ফেরানো এমন একটি জিনিস যা তারা কেবল তখনই করেন যখন তারা তাদের খ্রীষ্টীয় জীবনের শুরুতে পরিবর্তন হয়। আসলে, মন ফেরানো এমন একটি কাজ যা আমাদের প্রতিদিন করা উচিত। প্রতিদিন আমাদের পাপের জন্য অনুতপ্ত হতে হবে এবং নতুন করে যীশুতে বিশ্বাস করতে হবে।

৩ পদের কথায় আমাদের এখানে আছে, একটি প্রতিশ্রুতি— "তোমরা আমার প্রতি ফির, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন।" সুতরাং এখানে, ৩ পদে , একটি প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, "তোমরা আমার প্রতি ফির, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন, আমিও তোমাদের প্রতি ফিরিব।" এটি একটি মহান প্রতিশ্রুতি। আমরা ঈশ্বরের উপস্থিতি এবং আশীর্বাদ চাই, তাই নয় কি? কেন বন্দিত্ব হয়েছিল? কারণ ঈশ্বর তাদের ছেড়ে দিয়েছিলেন। আর যখন ঈশ্বর তাদের ছেড়ে দিয়েছিলেন, তখন তারা তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সফলভাবে যুদ্ধ করতে অক্ষম ছিল। চুল ছাড়া শিম্‌শোন যেমন, তেমনি তারাও দুর্বল ছিলেন অন্যান্য মানুষদের মতো। যখন ঈশ্বর তাদের সাথে ছিলেন, তখন কেউ এক হাজারকে তাড়া করতে পারত এবং দুজন দশ হাজারকে তাড়াতে পারত—দ্বিতীয় বিবরণ ৩২, ৩০ পদ।

এখন, তারা যিহূদাতে ফিরে এসেছে। ঈশ্বর তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। তাদের আবার তাদের নিজস্ব ভূমিতে ফিরে যেতে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মনে হচ্ছে তারা বন্দিত্বের শিক্ষা গ্রহণ করেনি। ঈশ্বর তাদের শাস্তি দিয়েছেন কিন্তু তারা তাঁর শাসনের লাঠি উপেক্ষা করেছে। এটি ঠিক যে তারা আর বাল দেবতার আরাধনা করে না। তারা তাদের দৈহিক মূর্তি ত্যাগ করেছে কিন্তু তারা তাদের পরিবার, ঘরবাড়ি, জমি এবং অর্থকে নিজেদের জন্য দেবতা তৈরি করেছে। ঈশ্বরের উপর মনোযোগ দেওয়ার, তাঁর সেবা করার এবং তাঁর মন্দির নির্মাণের পরিবর্তে, তারা তাদের নিজস্ব ঘরবাড়ি, খামার, ব্যবসা এবং আনন্দ নিয়ে ব্যস্ত ছিল। তারা অর্থ উপার্জন করছিলো ছিদ্রযুক্ত থলিতে রাখার জন্য। তারা যত দ্রুত টাকা আয় করছিল, তত দ্রুত টাকা উধাও হয়ে যাচ্ছিল। তাদের পরিশ্রমে কোন আশীর্বাদ নেই।

আরও, তাদের শত্রুরা চারদিকে তাদের হুমকি দিচ্ছে। যখন ঈশ্বর ইস্রায়েলের সাথে ছিলেন, মিশরীয়রা তাদের দাসত্বে আটকে রাখতে পারলো না। তাদের বিরুদ্ধে আসা মিশরের সেনাবাহিনী লোহিত সাগরে নিমজ্জিত হয়েছিল। ঈশ্বর যখন তাদের সাথে ছিলেন, তখন জেরিকোর প্রাচীর তাদের সামনে ভেঙে পড়েছিল। তাদের শুধু সাত দিন শহরের চারপাশে ঘুরতে, তূরী বাজাতে এবং চিৎকার করতে হয়েছিল। ঈশ্বরের সাহায্যে, তরুণ দাউদ কেবল একটি ফিঙ্গা এবং একটি পাথরের সাহায্যে শক্তিশালী দৈত্যাকার গলিয়াতকে পরাজিত করতে পেরেছিলেন।

আজ মন্ডলী দুর্বল এবং অবজ্ঞার পাত্র হয়ে উঠেছে। এটির কোন এর কোনো শক্তি নেই। এতে প্রকৃত পরিবর্তিতদেড় সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু এখানে একটা দারুন প্রতিশ্রুতি আছে। আমার প্রতি ফির, আমিও তোমাদের প্রতি ফিরিব। ঈশ্বর ফিরে আসবেন। যদি আমরা অনুতপ্ত হই, তাহলে আমরা অনেক আশীর্বাদপ্রাপ্ত হব। ঈশ্বর ফিরে আসলে পরিস্থিতি কত ভিন্ন হত! এটা নিজের চোখে দেখার চেষ্টা করুন। তাকে প্রমাণ করুন, দেখবেন সে কীভাবে তার প্রতিশ্রুতি রাখেন।

তোমাদের পূর্বপুরুষদের মতো হোয়ো না, ৪ পদ— "তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষদের সদৃশ হইও না, তাহাদিগকে পূর্বকালীন ভাববাদীগণ উচ্চৈঃস্বরে বলিত, বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন,তোমরা আপন আপন কুপথ হইতে ও আপন আপন কুকার্য হইতে ফির; কিন্তু তাহারা শুনিত না, আমার কথায় কর্ণপাত করিত না, ইহা সদাপ্রভু বলেন।" ৪ পদে, আমরা দেখি, "তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষদের সদৃশ হইও না, তাহাদিগকে পূর্বকালীন ভাববাদীগণ উচ্চৈঃস্বরে বলিত।" পুরানো ভাববাদীরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের অনুতাপ করতে আহ্বান করছিলেন কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। তোমাদের পূর্বপুরুষরা ভাববাদীদের উপেক্ষা করেছিলো এবং তাদের পাপ চালিয়ে গিয়েছিল। তারা যিরমিয়ের কাছে ঈশ্বরের কাছ থেকে একটি বাক্য চাইতে এসেছিল। তারা বলেছিল যে ঈশ্বর যা বলবেন তা তারা মেনে চলবে। কিন্তু যখন যিরমিয় তাদের ঈশ্বরের বাক্য দিলেন, তখন তারা মান্য করতে অস্বীকার করেছিল। তারা তাদের নিজস্ব মন স্থির করেছিল—যিরমিয় ৪২। তাদের পিতৃপুরুষরা যিহিস্কেলের কথা শুনতে এসেছিলেন। কিন্তু তারা তাকে একজন মনোরঞ্জক হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। তিনি তাদের কাছে ছিলেন একজন সঙ্গীতকারের মতো - তার কথা তাদের কানে সুড়সুড়ি দিচ্ছিল। আবার, তারা শুনেছিল কিন্তু তারা মান্য করেনি - যিহিস্কেল ৩৩, পদ ৩১ থেকে ৩৩।

আপনি আর আমি আমাদের পূর্বপুরুষদের মতো হবো না। নিঃসন্দেহে আজ আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের পাপের জন্য কষ্ট পাচ্ছি। অন্তত আংশিকভাবে তাদের পাপের কারণেই আমরা পীড়িত এবং দুর্বল। ঈশ্বর তাদের পাপের জন্য দুঃখিত হয়েছিলেন, তাদের বিশ্বাসের বাহ্যিক ঘোষণা কিন্তু তাদের অভ্যন্তরীণ লালসা। তাদের ভণ্ডামি ঈশ্বরকে ক্রুদ্ধ করেছিল। তিনি তাদের অহংকার, লোভ, হিংসা, কলহ এবং অধার্মিকতা দেখেছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে তারা তাদের সন্তানদের ঈশ্বরের পথে শিক্ষা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি লক্ষ করেছেন যে তারা সেই উদার পণ্ডিতদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছে যারা শাস্ত্রের পূর্ণ প্রেরণাকে অস্বীকার করেছে। তারা বুদ্ধিমান কিন্তু অবিশ্বাসী মানুষদের ঈশ্বরতাত্ত্বিক কলেজগুলো দখল করতে এবং পরিচর্যার কাজের জন্য মানুষদের প্রশিক্ষণ দিতে দিল। কিন্তু তারা তাদেরকে বাইবেল সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতে এবং সম্পূর্ণ সুসমাচারকে অবমূল্যায়ন করতে প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। তাদের অনুকরণ করবেন না।

তোমার পিতৃপুরুষেরা আর নেই, ৫ পদ— "তোমাদের পিতৃপুরুষেরা কোথায়? এবং ভাববাদিগণ কি নিত্যজীবী?" অতএব এখানে, ৫ পদে, ভাববাদী জিজ্ঞাসা করেন যে তাদের পূর্বপুরুষরা কোথায়? এই পিতৃপুরুষরা ভাববাদীদের সতর্কবাণী উপেক্ষা করেছিল, এবং তাই তাদের উপর বিচার এসেছিল এবং তারা আর নেই। তাদের মধ্যে কিছুজনকে তরবারি গ্রাস করেছিল। জেরুশালেম অবরোধের সময় দুর্ভিক্ষ ও রোগে আরও অনেকের মৃত্যু হয়েছিল। যারা অবশিষ্ট ছিল তাদের বন্দীদশায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পাপের বেতন মৃত্যু।

আমাদের পিতৃপুরুষেরাও মারা গেছেন। তারা পুলপিটে উদারপন্থাকে স্থান দিয়েছিলেন এবং মন্ডলীর আসনগুলিতে জাগতিকতা প্রবেশ করতে দিয়েছিলেন। ঈশ্বরের বাক্যের উপর সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছিল। পরিচারকদের সত্যের সমালোচনা করার, সৃষ্টিকে অস্বীকার করার এবং খ্রীষ্টের বিকল্প প্রায়শ্চিত্তকে প্রত্যাখ্যান করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, এবং তারপরও তারা পরিচারক হিসেবেই রয়ে গিয়েছিলো। শাস্ত্রে

উপাসনার নির্দেশ অনুসরণ করার পরিবর্তে— যা আরাধনার নিয়ন্ত্রণমূলক নীতি, তারা আরাধনাকে এমন কিছুতে পরিবর্তন করে যা মানুষের কাছে আনন্দদায়ক। মন্ডলীগুলি ঈশ্বরের প্রতি সংবেদনশীল না হয়ে অনুসন্ধানকারীদের প্রতি সংবেদনশীল হয়ে উঠেছিল। তারা চিন্তিত ছিলেন কেউ যেন অসন্তুষ্ট না হোক, কিন্তু তারা ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করেছিলেন। আপনাদের পিতৃপুরুষেরা বিচারকের সাথে দেখা করতে এবং তাদের হিসাব দিতে গেছেন।

যে ভাববাদীরা তাদের সতর্ক করেছিলেন তারাও গেছেন। যে বিশ্বস্ত প্রচারকরা অবিশ্বাসের জোয়ারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন, তারা গেছেন। সেই ধার্মিক ব্যক্তিরা যারা মন্ডলী যে আত্মিক বিপদের মধ্যে ছিল সে সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন, তারা এখন তাদের পুরস্কার গ্রহণ করেছেন। তারা পাপের বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিলেন কিন্তু তাদের উপেক্ষা করা হয়েছিল এবং অবজ্ঞা করা হয়েছিল। জীবন ছোট। একটি বিচার দিবস আসছে।

পদ ৬, ঈশ্বরের বাক্য থাকে যায়— "কিন্তু আমি আপন দাস ভাববাদিগণকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলাম, আমার সেই সকল বাক্য ও বিধান কি তোমাদের পিতৃপুরুষদের নাগাল পায় নাই? তখন তাহারা ফিরিয়া আসিয়া কহিল, বাহিনীগণের সদাপ্রভু আমাদের আচার ও ক্রিয়ানুসারে আমাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, আমাদের প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার করিয়াছেন।" সুতরাং ৬ পদ সবকিছু স্পষ্ট করে দেয়: "বাহিনীগণের সদাপ্রভু আমাদের আচার ও ক্রিয়ানুসারে আমাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, আমাদের প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার করিয়াছেন।" ঈশ্বরের বাক্য সত্য এবং বারংবার তা প্রমাণিত হয়েছে। ঈশ্বরের প্রতিটি বাক্য স্থির থাকবে। শাস্ত্র ভঙ্গ করা যায় না। ইহুদিরা যিরমিয়কে ঘৃণা করত এবং তাকে উপহাস করত, কিন্তু এখন তাদের স্বীকার করতে হবে যে তিনি যা বলেছিলেন তা সত্য ছিল এবং বাস্তবায়িত হয়েছিল। তারা ভেবেছিল যে জেরুসালেম কখনও ধ্বংস হবে না। তারা নিশ্চিত ছিল যে ঈশ্বর কখনও তাঁর মন্দির পুড়তে দেবেন না। কিন্তু যিরমিয় এবং অন্যান্য ভাববাদীরা যেমন সতর্ক করেছিলেন ঠিক তেমনই ঘটেছিল।

ঈশ্বরের হুমকিগুলি ফাঁকা শব্দ নয়। তিনি যা বলেন তা আমাদের শুনতে হবে। ঈশ্বরের দিকে ফিরে যান। আপনার মূর্তিগুলি ফেলে দিন। তাঁর সামনে নিজেকে নম্র করুন। "হে পাপিগণ, হস্ত শুচি কর; হে দ্বিমনা লোক সকল, হৃদয় বিশুদ্ধ কর"—যাকোব ৪, ৮ পদ। প্রভুর কাছে ফিরে আসো, তিনিও তোমাদের কাছে ফিরবেন।

আজ আমি আপনাদের ঈশ্বরের পক্ষ থেকে সতর্ক করছি। প্রাচীন যুগে যা ঘটেছিল তা স্মরণে রাখুন। একশো কুড়ি বছর ধরে, নোহ ছিল ধার্মিকতার প্রচারক, যে পাপীদের মন ফেরাতে আহ্বান জানিয়েছিল, কিন্তু তার সময়ের মানুষরা তা শোনেনি। জাহাজটি তৈরি করা হয়েছিল, কিন্তু তারা তাতে প্রবেশ করতে রাজি হয়নি। তারা তাদের ঈশ্বরবিহীন জীবন চালিয়ে গিয়েছিলো। তারপর বন্যা এসে তাদের ধ্বংস করে দিল। জাহাজের দরজায় তখন কড়া নাড়ানোর জন্য অনেক দেরি হয়েগেছিলো। ঈশ্বর দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন, আর কেউ তা খুলতে পারত না। যখন লোট তার জামাতাদের আসন্ন আগুন এবং গন্ধক সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন, তখন তাদের কাছে তাকে উপহাসকারী বলে মনে হয়েছিল। সবকিছুই ঠাট্টা বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু পরের দিন সকালে আগুন এসে তাদের ধ্বংস করে দিল।

যীশুকে বলা হয়েছিল যে সিলোয়ামের মিনার আঠারো জনের উপর পড়েছিল এবং তাদের মৃত্যু হয়েছিল। তিনি জনগণকে সতর্ক করে বললেন, তোমরা কি মনে করো যাদের উপর মিনারটি ভেঙে পড়েছে তারা অন্যদের চেয়ে বেশি পাপী ছিল? না, তিনি বললেন, কিন্তু মন পরিবর্তন না করলে তোমরা সেরকমই বিনষ্ট হবে—লূক ১৩, ৫ পদ। আমরা যা কিছু দুর্ঘটনা এবং বিপর্যয় সাক্ষী হই না কেন, তা ঈশ্বরের কাছ থেকে আসা বলে মনে করা উচিত—এটা তাঁর পক্ষ থেকে আসা শূন্যতা। এমন নয় যে যারা কষ্ট পেয়েছে তারা যারা কষ্ট পায়নি তাদের চেয়ে বেশি পাপী ছিল। বরং আমরা সকলেই কষ্ট পাওয়ার যোগ্য এবং যদি আমরা মন পরিবর্তন না করি তবে আমাদের আরও খারাপ কিছু ভোগ করতে হবে। আমরা অনন্তকাল ধরে নরকে কষ্ট ভোগ করব।

আজ কি আপনি কি উদ্ধার পেয়েছেন? যদি আপনি উদ্ধার পেয়েছেন, তাহলে আপনি সত্যিই নিরাপদ অবস্থানে আছেন। কিন্তু যদি আপনি উদ্ধারপ্রাপ্ত নন, তাহলে আপনি একটি বিপজ্জনক অবস্থানে আছেন। আপনার জন্য মন পরিবর্তন করা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ! এই জগৎ ধ্বংসের দিকে। নরক বাস্তব। ঈশ্বরের সাথে শান্তি স্থাপন করুন। আপনার পাপ থেকে মন ফিরান এবং যীশুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করুন। আসন্ন ক্রোধ থেকে পালিয়ে যান এবং করুণার জন্য করুণার জন্য নিজেকে খ্রীষ্টের উপর ন্যস্ত করুন। সহ-খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা, আসুন আমরা প্রত্যেকে আমাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত পাপের জন্য অনুতপ্ত হই। আসুন আমরা ঈশ্বরের দিকে ফিরে যাই। তিনি আমাদের দিকে ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যদি আমরা অনুতপ্ত হই, তাহলে আমরা তাঁর আশীর্বাদ উপভোগ করব। ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরকে আমাদের সাথে দরকার।

মন্ডলী হিসেবে আসুন আমরা শাস্ত্রের আলোতে আমাদের পথগুলি পরীক্ষা করি। আসুন আমরা প্রভুর কাছে ফিরে আসি। আসুন আমরা আমাদের পাপের থেকে মন পরিবর্তন করি । আসুন আমরা আমাদের মণ্ডলীতে পবিত্রতার উচ্চ মান বজায় রাখি। আসুন আমরা ঈশ্বরের সম্পূর্ণ বাক্য শিক্ষা দেই। আসুন আমরা মন্ডলীর যথাযথ শৃঙ্খলা অনুশীলন করি। ঈশ্বরের উপাসনা ঠিক সেইভাবে করি যেমন তিনি আমাদের জন্য শাস্ত্রে নির্দেশ করেছেন। আমরা পুনরারম্ভের জন্য আকুল। যদি আমরা মন পরিবর্তন করি, তাহলে প্রভু আমাদের কাছে ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমেন।

সখরিয়ের দর্শনসমূহ

ভিডিও বক্তৃতার পাঠক্রম

শ্রদ্ধেয় উইলিয়াম ম্যাকলাউড কর্তৃক

বক্তৃতা #২ — সখরিয় ১:৭–১৭

রক্তবর্ণ অশ্বে আরোহী এক পুরুষ

এবার আমরা আসি আমাদের দ্বিতীয় বক্তৃতায়, "রক্তবর্ণ অশ্বে আরোহী এক পুরুষ।" আমরা এটি সখরিয় ১ অধ্যায়, ৭ পদ থেকে ১৭ পদে পাই। তাই এখানে আমরা সখরিয় প্রথম দর্শনের নিয়ে আলোচনা করছি।

এই সময়গুলি ব্রিটেন এবং সাধারণভাবে পশ্চিমা বিশ্বের মন্ডলীর জন্য নিরুৎসাহজনক সময়। মণ্ডলীগুলি সাধারণত ছোট এবং বয়স্কদের দ্বারা গঠিত হয়। আমরা সুসমাচার প্রচারে খুবই কম সাফল্য দেখতে পাই। বিশ্বাসের পরিবর্তন খুবই কম। ধর্মনিরপেক্ষতা আমাদের সংস্কৃতিকে গ্রাস করেছে। এক সময় আমাদের স্কুলগুলিতে বাইবেল, দশ আজ্ঞা এবং সুসমাচার শেখানো হতো, কিন্তু এখন আর তা নেই। এখন প্রতিটি মিথ্যা ধর্মকে সত্যের চেয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। যৌন শিক্ষার মাধ্যমে ব্যভিচার প্রচার করা হচ্ছে। লিঙ্গ সম্পর্কিত বিভ্রান্তি উৎসাহিত করা হচ্ছে এবং ঈশ্বরপ্রতিষ্ঠিত বিবাহের প্রতিষ্ঠানকে দুর্বল করা হচ্ছে। বিবর্তন তত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক সত্য হিসেবে প্রচার করা হচ্ছে। সমাজে সাধারণভাবে ঈশ্বরের বিশ্রামের পবিত্র দিন হিসেবে সাব্বাথকে অবহেলা করা হচ্ছে। মায়ের গর্ভে লক্ষ লক্ষ অজাত শিশুকে হত্যা করা হচ্ছে এবং হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া মায়ের অধিকার হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ঈশ্বরের নামকে নিন্দা করা হচ্ছে এবং শপথ বাক্য হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। মিডিয়াতে খ্রীষ্টীয় মূল্যবোধকে অবজ্ঞা করা হয়। সমাজে ঈশ্বরের ভয় নেই। খুব কম মানুষই, এমনকি মন্ডলীগুলিতেও, ঈশ্বরের ক্রোধ এবং নরকে বিশ্বাস করে। অধিকাংশ মানুষ আত্মিকভাবে উদাসীন এবং ঈশ্বর, মৃত্যু, বিচার এবং অনন্তকাল নিয়ে কোনও চিন্তা করে না। যে মন্ডলীগুলি বাড়ছে, সেগুলি মূলত ক্যারিশম্যাটিক মন্ডলী, যেখানে জাগতিক সঙ্গীত, মিথ্যা আশ্চর্যকর্ম, উত্তেজনা ও বিনোদন থাকে, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি যথার্থ ভক্তি খুবই কম থাকে। মনে হচ্ছে যেন ঈশ্বর আমাদের পরিত্যাগ করেছেন। সত্য, গম্ভীর, হৃদয়স্পর্শী খ্রীষ্টো বিশ্বাস খুবই সামান্য দেখা যায়। কিন্তু এখানে সখরিয়ের ভাববাণীতে আমরা দারুন উৎসাহ পাই। এই ভাববাদীও অন্ধকার যুগে বাস করতেন। ঈশ্বর তাঁর এবং তাঁর সহ-দেশবাসীর বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার জন্য তাঁকে এই আটটি দর্শন দিয়েছিলেন। ধ্বংসপ্রাপ্ত জেরুশালেমের দিকে মনোনিবেশ করার পরিবর্তে, তাকে উপরের দিকে তাকাতে উৎসাহিত করা হয়! আমাদেরও চারপাশের আত্মিক শূন্যতা থেকে দৃষ্টি তুলে ধরতে হবে এবং উপলব্ধি করতে হবে যে ঈশ্বর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি রাজত্ব করছেন এবং তার উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়ন করছেন। রক্তবর্ণ অশ্বে আরোহী পুরুষটিকে দেখুন ও লক্ষ্য করুন।

তাহলে ৭ থেকে ৮ পদে আমরা দেখি, "গুলমেদিবৃক্ষ সকলের মধ্যে এক পুরুষ"— "দারিয়াবসের দ্বিতীয় বৎসরের একাদশ মাসের, অর্থাৎ শবাট মাসের, চতুর্বিংশ দিনে সদাপ্রভুর বাক্য ইদ্দোর পৌত্র বেরিখিয়ের পুত্র সখরিয় ভাববাদীর নিকটে উপস্থিত হইল। তিনি বলিলেন,

আমি রাত্রিকালে দর্শন পাইলাম, আর দেখ, রক্তবর্ণ অশ্বে আরোহী এক পুরুষ, তিনি নিম্নভূমিস্থ গুলমেদিবৃক্ষ সকলের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিলেন, এবং তাঁহার পশ্চাৎ রক্তবর্ণ, পাণ্ডুর ও শ্বেতবর্ণ কতিপয় অশ্ব ছিল।"

প্রথম বক্তৃতায় আমরা যে প্রত্যাদেশ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, তার প্রায় তিন মাস পরে, ভাববাদীর কাছে একটি নতুন প্রত্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। এবার প্রভু কেবল শব্দের পরিবর্তে একটি দর্শন ব্যবহার করছেন। সখরিয় উপত্যকার তলদেশে গুলমেদিবৃক্ষ দেখতে পান। রাজা কোরস ইহুদিদের বাবিলের নির্বাসন থেকে ফিরে আসার অনুমতি দিয়েছিলেন। তারা জেরুশালেমে এসে প্রভুর বেদী স্থাপন করে এবং মন্দির নির্মাণ কাজ শুরু করে। কিন্তু তারা নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে এবং কোনও অগ্রগতি ছাড়াই আরও কুড়ি বছর কেটে যায়। তখন সদাপ্রভুর বাক্য হগয়ের কাছে উপস্থিত হয়, এবং তিনি রাজা দারিয়াবসের দ্বিতীয় বছরের ষষ্ঠ মাসের প্রথম দিনে ভাববাণী করতে শুরু করেন, অর্থাৎ, সখরিয়ের প্রথম প্রত্যাদেশের দুই মাস আগে। হগয় ইহুদিদের মন্দির নির্মাণের কাজ আবার শুরু করতে আহ্বান জানান, এবং তারা আবার কাজে ফিরে এসে সাড়া দিয়েছিল। এর কিছুদিন পরেই সখরিয় মন্দিরের নির্মাণ কাজে নির্মাতাদের উৎসাহিত করার জন্য হগয়ের সাথে যোগ দেন। আমরা আমাদের আগের বক্তৃতায় লক্ষ্য করেছি যে তিনি প্রভুর কাছ থেকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, "তোমরা আমার প্রতি ফির, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন, আমিও তোমাদের প্রতি ফিরিব, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন"—সখরিয় ১, ৩ পদ। এখন, দারিয়াবসের দ্বিতীয় বছরের ১১তম মাসের ২৪তম দিনে, কাজ শুরু হওয়ার ঠিক পাঁচ মাস পর, সখরিয়ের কাছে একটি নতুন উৎসাহজনক দর্শন প্রদান করা হয়।

উপত্যকার গুলমেদি বৃক্ষের মাঝে ভাববাদী রক্তবর্ণ অশ্বে আরোহী এক পুরুষকে দেখতে পান। এই গাছগুলো মন্ডলীর প্রতিচ্ছবি। তারা উঁচু দেবদারু নয়, এমনকি শক্তিশালী শালগাছও নয়। গুলমেদি গাছ সর্বোচ্চ তিন মিটার উচ্চতায় পৌঁছায়। এগুলি কেবল ঝোপঝাড়ের মতো গাছ এবং দেখার মতো বিশেষ কিছুই নয়। ঈশ্বরের লোকেরা দেখায় তেমন বিশেষ আকর্ষক কিছু নয়। এগুলির পাতা গাঢ়, চকচকে এবং সবুজ রঙের, এবং পিষলে এক মনোরম সুবাস ছড়ায়। ঈশ্বরের লোকেরা, যখন আঘাতপ্রাপ্ত হয়, প্রভুর দিকে প্রার্থনায় মুখ ফেরায়; আর তাদের প্রার্থনা যেন সুগন্ধি ধূপের মতো যা প্রভুর কাছে পোঁছায়। আরও লক্ষ্য করুন যে গাছগুলি পাহাড়ের চূড়ায় নয় বরং উপত্যকায়, নিচু জায়গায় রয়েছে। প্রায়শই ঈশ্বরের লোকেরা 'নিম্ন অবস্থায়' থাকে। কিন্তু তাদের মাঝখানে রক্তবর্ণ অশ্বে আরোহী পুরুষটি থাকেন। তিনি কে? ১১ পদ স্পষ্ট করে যে তিনি সদাপ্রভুর দূত। পুরাতন নিয়মে সর্বদাই, সদাপ্রভুর দূত হলেন স্বয়ং প্রভু। এটি ঈশ্বরের পুত্র যিনি মানুষের রূপে আবির্ভূত হন। উদাহরণস্বরূপ, যখন ঈশ্বর অব্রাহামকে ইসহাককে উৎসর্গ করতে বলেছিলেন, এবং তিনি তাঁর পুত্রকে বেদীর উপর বেঁধেছিলেন এবং তাঁর পুত্রকে হত্যা করার জন্য ছুরি তুলেছিলেন, তখন সদাপ্রভুর দূত, যাকে স্বয়ং ঈশ্বর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, তাকে থামানোর জন্য স্বর্গ থেকে তাকে ডেকেছিলেন—আদিপুস্তক ২২:১১। একইভাবে, বিচারকর্তৃগণের ১৩ পদে, মানোহ এবং তার স্ত্রীর কাছে সদাপ্রভুর দূত আবির্ভূত হয়েছিলেন। এবং তারা তাকে ঈশ্বর হিসেবে চিনতে পেরেছিলেন। মন্ডলী দরিদ্র, দুর্বল এবং পীড়িত, তবুও আশ্চর্যজনকভাবে, প্রভু স্বয়ং তাদের মাঝে উপস্থিত।

আমরা একই রকম কিছু দেখতে পাই যখন ঈশ্বর প্রান্তরে মোশির কাছে আবির্ভূত হন, তাকে ইস্রায়েলকে মিশর দেশ থেকে বের করে আনার জন্য আহ্বান করেন। আমাদের বলা হয়েছে যে, মোশি আগুনে জ্বলন্ত একটি ঝোপ দেখেছিলেন কিন্তু তবুও ঝোপটি পুড়ে যায়নি। যখন তিনি এই অদ্ভুত ঘটনাটি দেখার জন্য কাছে এলেন, তখন ঈশ্বর তাকে ঝোপের মধ্যে থেকে আহ্বান করলেন, "এই স্থানের নিকটবর্তী হইও না, তোমার পদ হইতে জুতা খুলিয়া ফেল; কেননা যে স্থানে তুমি দাঁড়াইয়া আছ, উহা পবিত্র ভূমি। তিনি আরও কহিলেন, আমি তোমার পিতার ঈশ্বর, অব্রাহামের ঈশ্বর, ইস্‌হাকের ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর। তখন মোশি আপন মুখ আচ্ছাদন করিলেন, কেননা তিনি ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে ভীত হইয়াছিলেন"—যাত্রাপুস্তক ৩, পদ ৫ থেকে ৬। যে ঝোপটি বিনষ্ট হয়নি তা প্রতীকী অর্থে ঈশ্বরের মন্ডলীকে বোঝায়, এবং ঈশ্বর নিজেই সেই ঝোপের মধ্যে বাস করেন। ঈশ্বরের লোকেরা পাপী বলে আপনি আশা করবেন ঝোপটি পুড়ে যাবে কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে ঝোপটি রক্ষা পেয়ে যায়। ঈশ্বরের জনগণ ক্লেশাক্রান্ত হলেও তারা তাঁর কাছে মূল্যবান, তাই তারা রক্ষা পায়। তাদের আছে এক মহান উদ্ধারকর্তা, যিনি তাদের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। খ্রীষ্টের রক্ত সকল পাপ থেকে শুদ্ধ করে। প্রেসবিটেরিয়ান মন্ডলীর প্রতীক হিসেবে জ্বলন্ত ঝোপ আমাদেরকে আমাদের ঈশ্বরের উপর ভরসা রাখতে উৎসাহিত করে, যিনি তাঁর মণ্ডলীতে বাস করেন, এবং যদিও তারা পাপী, তিনি তাদের গ্রাস করেন না। তিনি তার রক্ত-কেনা লোকেদের ভালোবাসেন এবং তাদের গভীরভাবে যত্ন নেন। রক্তবর্ণ অশ্বে আরোহী পুরুষটির পেছনে ভাববাদী অন্যদের দেখতে পান, "তাঁহার পশ্চাৎ রক্তবর্ণ, পাণ্ডুর ও শ্বেতবর্ণ কতিপয় অশ্ব ছিল"—পদ ৮।

<u>সদাপ্রভু নিয়ন্ত্রণে আছেন,</u> পদ ৯ থেকে ১০—তখন আমি বলিলাম, হে আমার প্রভু, ইহারা কে? তাহাতে আমার সঙ্গে আলাপকারী দূত আমাকে কহিলেন, ইহারা কে, তাহা আমি তোমাকে জ্ঞাত করিব। আর যে পুরুষ গুলমেদিবৃক্ষ সকলের মধ্যে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি কহিলেন, সদাপ্রভু ইহাদিগকে পৃথিবীতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে পাঠাইয়াছেন।" সখরিয় জিজ্ঞাসা করেন, " ইহারা কে?" এটিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে: "আর যে পুরুষ গুলমেদিবৃক্ষ সকলের মধ্যে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি কহিলেন, সদাপ্রভু ইহাদিগকে পৃথিবীতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে পাঠাইয়াছেন"—১০ পদ। পারস্য সম্রাটদের দূত বা পরিদর্শক ছিল যাদের তারা তাদের শাসনাধীন বিভিন্ন প্রদেশে পাঠাতেন, যাতে তারা সম্রাটকে পরিস্থিতির খবর জানাতে পারে এবং এই প্রদেশগুলির অবস্থা সম্পর্কে বার্তা নিয়ে ফিরে আসতে পারে। তারা সম্রাটকে যে কোনো অশান্তি, বিদ্রোহের লক্ষণ বা উদ্ভূত সমস্যার বিষয়ে অবহিত করত। আমাদের এখানে যা দেখতে পাই তা হল পৃথিবীতে কী ঘটছে তা স্বর্গে

জানানোর জন্য স্বর্গদূতদের পাঠানো হয়েছে। অবশ্যই ঈশ্বর পৃথিবীতে কী ঘটছে তা সবকিছুই জানেন কিন্তু আমাদের উপকারের জন্য এটি এই মানবিক উপায়ে বলা হয়েছে। অবশ্যই পৃথিবীতে কী ঘটছে তা সবকিছুই ঈশ্বর জানেন কিন্তু আমাদের উপকারের জন্য এটি এই মানবিক উপায়ে বলা হয়েছে। ইয়োবের পুস্তকেও আমরা এরকম কিছু পাই: "একদিন ঈশ্বরের পুত্রেরা সদাপ্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবার জন্য উপস্থিত হন, তাঁহাদের মধ্যে শয়তান ও উপস্থিত হইল। সদাপ্রভু শয়তানকে কহিলেন, তুমি কোথা হইতে আসিলে? শয়তান সদাপ্রভুকে উত্তর করিয়া কহিল, আমি পৃথিবী পর্যটন ও তথায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া আসিলাম।" এখানে ঈশ্বরের পুত্রের স্পষ্টতই স্বর্গদূতেরা। শয়তান তাদের মধ্যে রয়েছে, কারণ সে মূলত একজন স্বর্গদূত ছিল। সে এবং স্বর্গদূতেরা পৃথিবী জুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন এবং দেখছিলেন কী ঘটছে। ঈশ্বর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার দাস ইয়োবের উপরে কি তোমার মন পড়িয়াছে? কেননা তাহার তুল্য সিদ্ধ ও সরল, ঈশ্বরভয়শীল ও কুক্রিয়াত্যাগী লোক পৃথিবীতে কেহই নাই"—ইয়োব ১, পদ ৮।

স্বর্গদূতদের বৃত্তান্ত—পদ ১১, "তখন তাহারা উত্তর করিয়া, যিনি গুলমেদিবৃক্ষ সকলের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিলেন, সদাপ্রভুর সেই দূতকে কহিল, আমরা পৃথিবীতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়াছি, আর দেখ, সমস্ত পৃথিবী সুস্থির ও বিশ্রান্ত।" তাহলে এখানে আমরা দেখি স্বর্গদূতরা প্রভুর কাছে খবর জানাচ্ছে। তারা পৃথিবী পর্যবেক্ষণ করেছে। তারা

এমনকি দূরবর্তী দেশগুলিতেও গেছে। তারা পৃথিবীতে কী ঘটছে তা ঠিকভাবে জানে এবং সুতরাং, এখানে আমরা দেখি স্বর্গদূতরা প্রভুর কাছে খবর জানায়, তারা বলে "সমস্ত পৃথিবী সুস্থির ও বিশ্রান্ত।" এই সময়ে পারস্য সাম্রাজ্যে শান্তি ও সমৃদ্ধি ছিল। পৃথিবী শান্ত ছিল এবং কোথাও কোন যুদ্ধ ছিল না। মানুষ বস্তুগতভাবে সমৃদ্ধ হচ্ছিল। তবুও প্রভুর লোকেরা দুর্দশাগ্রস্ত, নিপীড়িত এবং হতাশাগ্রস্ত ছিল। প্রকাশিত বাক্য ৬ অধ্যায়ের মতো ঘোড়াগুলির রঙ যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, রোগ এবং মৃত্যুর দিকে ইঙ্গিত করে। আমাদের আজকের পৃথিবীতেও কি একই অবস্থা নয়? অনেক মানুষ সমৃদ্ধ। তারা খাচ্ছে, পান করছে এবং আনন্দ করছে। তাদের নিজস্ব বিনোদন, আনন্দ এবং ছুটির দিন আছে। জগতের বেশিরভাগ মানুষ শান্তি উপভোগ করছে। জীবন সহজ। তাদের কোনও চিন্তা বা উদ্বেগ নেই। মানুষ মূল্যবৃদ্ধি, সাপ্তাহিক কেনাকাটার বর্ধিত খরচ, জ্বালানি ও পরিবহনের দাম বৃদ্ধির কথা বলে, তবুও রাস্তাঘাট গাড়িতে ভরে যায় এবং বিমানবন্দরগুলি ছুটি কাটানোর জন্য যাত্রীতে ভিড় করে থাকে। কিন্তু ঈশ্বরের জনগণের কী অবস্থা? তারা সর্বত্র অবহেলিত, উপহাসের পাত্র এবং বিদ্রূপিত। অনেক দেশে তারা সক্রিয়ভাবে অত্যাচারিত হচ্ছে। অনেক খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা তাদের বিশ্বাসের জন্য কারাগারে বন্দী। অন্যরা ক্রমাগত ভয়ের মধ্যে বাস করে। উত্তর কোরিয়া, আফগানিস্তান এবং নাইজেরিয়ার মতো দেশে প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ শহীদ হয়ে মারা যায়। তবুও ঈশ্বর সবার উর্ধ্বে এবং সবকিছুর উপর নিয়ন্ত্রণ রাখছেন।

এরপর আমরা ১২ পদে পৌঁছে যাই, শক্তিশালী মধ্যস্থতা—"তখন সদাপ্রভুর দূত কহিলেন, হে বাহিনীগণের সদাপ্রভু, তুমি এই সত্তর বৎসর যাহাদের উপরে ক্রোধাবিষ্ট রহিয়াছ, সেই যিরূশালেমের প্রতি ও যিহূদার নগর সকলের প্রতি করুণা করিতে কতকাল বিলম্ব করিবে?"

আবার আমরা মনে করি যে সদাপ্রভুর দূত হলেন প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, যিনি ত্রিত্বের দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি মানব রূপে প্রকাশিত হয়েছেন। যেমন এক জন পিউরিটান বলেছিলেন, তিনি পুরাতন নিয়মে এমনভাবে প্রকাশিত হয়েছিলেন যেন তিনি মানুষের স্বভাবের পোশাক পরিধান করে দেখছেন, যা তিনি পরবর্তীতে তাঁর দেহধারণের সময় চিরকালের জন্য গ্রহণ করবেন। আমাদের মধ্যস্থতকারির দৃঢ় মধ্যস্থতা লক্ষ্য করুন: "তখন সদাপ্রভুর দূত কহিলেন, হে বাহিনীগণের সদাপ্রভু, তুমি এই সত্তর বৎসর যাহাদের উপরে ক্রোধাবিষ্ট রহিয়াছ, সেই যিরূশালেমের প্রতি ও যিহূদার নগর সকলের প্রতি করুণা করিতে কতকাল বিলম্ব করিবে?"—১২ পদ। খ্রীষ্ট তাঁর মন্ডলীর জন্য প্রার্থনা করছেন। নেবুখাদনেজার এবং তার কলদীয় সেনাবাহিনী মন্দির ধ্বংস করার পর সত্তর বছর কেটে গেছে। অবশ্যই ঈশ্বরের ক্রোধ থামার সময় এসেছে। তিনি কি তাঁর প্রিয় মানুষদের যথেষ্ট শাস্তি দেননি?

কিন্তু যদি এখানে যিনি কথা বলছেন তিনি ঈশ্বরের দ্বিতীয় ব্যক্তি হন, তাহলে তিনি কীভাবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে পারেন? নিশ্চয়ই ঈশ্বর নিজেই নিজের কাছে প্রার্থনা করতে পারেন না। সত্যিই, ঈশ্বর নিজের কাছে প্রার্থনা করেন না এবং করতে পারেন না, কারণ ঈশ্বর এক এবং ঈশ্বরের মধ্যে কেবল একটি ঐশ্বরিক ইচ্ছা রয়েছে। কিন্তু একজন মানুষ হিসেবে খ্রীষ্ট প্রার্থনা করতে পারতেন এবং অবশ্যই তিনি প্রার্থনা করেছিলেন। ঈশ্বর কষ্টভোগ বা মৃত্যুবরণ করতে পারেন না। তবুও তিনি আমাদের জন্য কষ্টভোগ ও মৃত্যুবরণ করার উদ্দেশ্যে মানুষ হয়েছিলেন। তিনি তাঁর দেহধারণ ছাড়া আমাদের উদ্ধারকর্তা হতে পারতেন না। তিনি আমাদের জন্য প্রার্থনা করতে এবং মধ্যস্থতা করতে একজন মানুষ হয়েছিলেন — একজন সত্য ও প্রকৃত মানুষ। তিনি একজন মানুষ হিসেবে আমাদের ভাববাদী, যাজক এবং রাজা। একজন মানুষ হিসেবে, তিনি আমাদের মধ্যস্থতাকারী। যদিও এটা সত্য যে তিনি সখরিয়ের মাত্র পাঁচ শত বছর পরে একজন মানুষ হয়েছিলেন, তবুও তবুও তাঁর পরিত্রানকার্য এবং মধ্যস্থকার্য পুরাতন নিয়মের সময় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। একই অর্থে তিনি হলেন "সৃষ্টির লগ্ন থেকে মেষশাবক"—প্রকাশিত বাক্য ১৩, ৮ পদ। দুই হাজার বছর আগে পর্যন্ত মেষশাবক মৃত্যুবরণ করেননি, কিন্তু খ্রীষ্টের মৃত্যু এতটাই নিশ্চিত ছিল যে এটিকে এভাবে বলা হয়েছে। পুরাতন নিয়মের বিশ্বাসীরা খ্রীষ্টের সমাপ্ত কর্মের উপর বিশ্বাস রেখেছিলেন এবং এর মাধ্যমে তারা পরিত্রান পেয়েছিলেন, যদিও তাদের সময়ে কাজটি তখনও শুরু হয়নি। আরও, মনে রাখতে হবে যে ঈশ্বর অনন্ত এবং আমাদের মতো সময়ের অধীন নন। তিনি সময়ের উর্ধ্বে। তাঁর কোনো অতীত বা ভবিষ্যৎ নেই।

তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সখরিয়ের সময় খ্রীষ্ট তাঁর মন্ডলীর জন্য প্রার্থনা করছেন। আমাদের প্রভুর মতো কার্যকরভাবে আর কে প্রার্থনা করতে পারে? কেউ যখন বলে যে তারা আমাদের জন্য প্রার্থনা করছেন তখন আমরা উৎসাহিত হই, কিন্তু নিশ্চিতভাবেই আমাদের ত্রাণকর্তার চেয়ে কার্যকরভাবে আমাদের জন্য প্রার্থনা করার মতো আর কেউ নেই। খ্রীষ্ট আমাদের ভালোবাসেন এবং আমাদের জন্য মিনতি করেন। এমনকি আমরা যখন পাপ করি, তখনও তিনি আমাদের যত্ন নেন এবং আমাদের জন্য প্রার্থনা করেন: "হে আমার বৎসেরা, তোমাদিগকে এই সকল লিখিতেছি, যেন তোমরা পাপ না কর। আর যদি কেহ পাপ করে, তবে পিতার কাছে আমাদের এক সহায় আছেন, তিনি ধার্মিক যীশু খ্রীষ্ট। আর তিনিই আমাদের পাপার্থক প্রায়শ্চিত্ত, কেবল আমাদের নয়, কিন্তু সমস্ত জগতেরও পাপার্থক"—১ যোহন ২, পদ ১ এবং ২। খ্রীষ্ট আপনার এবং আমার জন্য প্রার্থনা করছেন।

ইহুদিরা এই সত্তর বছর ধরে মন্দির ধ্বংসস্তূপে থাকার কারণে দুঃখিত ছিল কিন্তু এখন একজন পরাক্রমশালী তাদের জন্য প্রার্থনা করছেন। গত সত্তর বছরে যুক্তরাজ্য এবং পশ্চিমে মন্ডলীর এক ভয়াবহ পতন দেখা গেছে। ১৮৬০ সালের পর থেকে মন্ডলীর কোনো সাধারণ পুনর্জাগরণ ঘটেনি, এবং সাম্প্রতিক অতীতে মন্ডলীকে ব্যাপকভাবে ত্যাগ করা হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতা দখল করে নিয়েছে। নৈতিক অবক্ষয় এমন এক মাত্রায় পৌঁছেছে যা বিশ্বের ইতিহাসে আগে কখনও দেখা যায়নি। সবচেয়ে জঘন্য অশুচিতা "গে প্রাইড" মিছিলগুলোতে পালন করা হয় এবং গর্ব করে প্রচার করা হয়। মানুষ সাধারণত বিশ্বাস করে যে বিগ ব্যাং এবং বিবর্তন তত্ত্বের মাধ্যমে পৃথিবী অস্তিত্বে এসেছে। তাদের দৃষ্টিতে কোনো ঈশ্বর নেই, ঈশ্বরের প্রয়োজনও নেই। কোনো পরকাল নেই। মানুষ নিজেকেই নিজের ঈশ্বর বানিয়েছে এবং সেই ঈশ্বরকেই উদ্দীপনার সঙ্গে উপাসনা করছে। মন্ডলীর কি কোন ভবিষ্যৎ আছে? হে প্রভু, আর কতদিন? কিন্তু এটা জানা আশ্চর্যজনকভাবে উৎসাহজনক যে ঈশ্বরের পুত্র মন্ডলীর জন্য মধ্যস্থতা করছেন। প্রভু যীশুর সঙ্গে মিলিত হয়ে এই প্রার্থনা করুন, যা আমরা এখানে পাই এবং যা পিতা নিশ্চয়ই উত্তর দেবেন।

এবার, ১৩ পদে, <u>একটি সান্ত্বনাদায়ক বার্তা</u>— "সদাপ্রভু তাঁহাকে উত্তর দিয়া নানা মঙ্গল-কথা, নানা সান্ত্বনাদায়ক কথা কহিলেন।" আমরা এখানে লক্ষ্য করি যে, দূতের মধ্যস্থতার প্রতি ঈশ্বর কী প্রতিক্রিয়া দেখান। প্রভু মঙ্গল এবং সান্ত্বনাদায়ক কথার মাধ্যমে উত্তর দিয়েছিলেন। সেই দিনগুলো ছিল অন্ধকার, তবুও এই উৎসাহজনক বার্তাটি রয়েছে। পরিস্থিতি যতই হতাশাজনক হোক না কেন, ঈশ্বর নিয়ন্ত্রণে আছেন। তিনি তাঁর উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করছেন। ঈশ্বর তাঁর লোকেদের ভালোবাসেন এবং তাদের যত্ন নেন। তিনি নিশ্চিত করবেন যেন তাদের কেউই হারিয়ে না যান। তার মন্ডলীর একটি মহান ভবিষ্যৎ রয়েছে।

<u>ঈশ্বর তাঁর লোকেদের জন্য ঈর্ষান্বিত,</u> ১৪ এবং ১৫ পদ—"আর যে দূত আমার সহিত আলাপ করিতেছিলেন, তিনি আমাকে কহিলেন, তুমি ঘোষণা করিয়া বল, বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা বলেন, যিরূশালেমের পক্ষে ও সিয়োনের পক্ষে আমি মহাঅন্তর্জ্বালায় জ্বালাযুক্ত হইয়াছি। আর নিশ্চিন্ত জাতিগণের প্রতি আমি মহাক্রোধাবিষ্ট হইয়াছি; কেননা আমি যৎকিঞ্চিৎ ক্রোধাবিষ্ট হইলে তাহারা অমঙ্গলার্থে সাহায্য করিল।"

ভাববাদীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে তিনি যেন উচ্চস্বরে ইহুদিদের বলেন যে, বাহিনীগণের সদাপ্রভু জেরুশালেম এবং সিয়োনের জন্য অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত— ১৪ পদ। আমরা সাধারণত "ঈর্ষান্বিত" শব্দটিকে নেতিবাচক অর্থে নিই। অন্য কারো প্রতি ঈর্ষা করাকে আমরা ঠিকই পাপ হিসেবে দেখি। কিন্তু এখানে, এটি একটি ভালো অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এটি একজন বিশ্বস্ত স্বামীর তার স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত গভীর ভালোবাসাকে নির্দেশ করে। ঈশ্বরের তাঁর কনে, অর্থাৎ মন্ডলীর প্রতি গভীর উদ্বেগ রয়েছে। তাঁর স্ত্রীর প্রতি গভীর ব্যক্তিগত আগ্রহ এবং যারা তাঁর স্ত্রীর উপর নির্যাতন চালাবে তাদের প্রতি তাঁর তীব্র ক্রোধ রয়েছে। সিয়োন তার কাছে মূল্যবান, এবং যারা তাকে আঘাত করে তাদের সাথে তিনি লড়াই করবেন।

এখন ঈশ্বর বলছেন যে, তিনি "নিশ্চিন্ত জাতিগণের প্রতি মহাক্রোধাবিষ্ট।" তারা ঈশ্বরের দুঃখভোগী মন্ডলীর প্রতি কোন উদ্বেগ প্রকাশ করে না। ঈশ্বর আরও বলেন, যে তিনি "যৎকিঞ্চিৎ ক্রোধাবিষ্ট হইলে তাহারা অমঙ্গলার্থে সাহায্য করিল।" হ্যাঁ, ঈশ্বর তাঁর লোকেদের প্রতি তাদের মূর্তিপূজার কারণে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু তা ছিল সামান্য রাগ। তিনি কেবল একটু অসন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি তাঁর লোকেদের শাস্তি দিলেন, তখন অন্যজাতিরা মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ল, এবং সিয়োনের উপর যে যন্ত্রণা নেমে এসেছিল তা আরও বাড়িয়ে দিল। যখন ইস্রায়েল দুর্বল অবস্থায় ছিল, তখন তারা ইস্রায়েলকে আঘাত করেছিল। তাই ঈশ্বর এখন তাঁর লোকেদের প্রতি করুণা বোধ করছেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে অন্যজাতিদের বিরুদ্ধে তাঁর পূর্ণ ক্রোধ প্রকাশ করবেন। যে যন্ত্রকে তিনি তাঁর মনোনীতদের শাস্তি দেওয়ার জন্য ব্যবহার করেছিলেন, এখন সেটিই তাঁর পূর্ণ ক্রোধের দ্বারা শাস্তি লাভ করবে।

১১ পদে আমরা স্বর্গদূতদের সেই বার্তার কথা উল্লেখ করেছি, যেখানে তারা বলেছিল, "সমস্ত পৃথিবী সুস্থির ও বিশ্রান্ত।" পারস্যবাসী এবং অন্যান্য জাতিগুলি নিশ্চিন্ত। এটা হতে দেওয়া যাবে না। ঈশ্বর এখন তাদের শাস্তি দেবেন। ঈশ্বর হগয়ের মাধ্যমে বলেছিলেন, "আর একবার, অল্পকালের মধ্যে, আমি আকাশমন্ডল ও পৃথিবীকে এবং সমুদ্র ও শুষ্ক ভূমিকে কমপান্বিত করিব। আর আমি সর্বজাতিকে কমপান্বিত করিব; এবং সর্বজাতির মনোরঞ্জন বস্তু সকল আসিবে; আর আমি এই গৃহ প্রতাপে পরিপূর্ণ করিব, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন"—হগয় ২, ৬ এবং ৭ পদ।" ঈশ্বর জাতিগুলোকে নাড়িয়ে তুলেছিলেন, এবং তিনি পারস্যদের জয় করার জন্য মহান আলেকজান্ডারের নেতৃত্বে গ্রীকদের উত্থাপন করেছিলেন। এবং তারপর, ঈশ্বর আবারও জাতিগুলিকে নাড়িয়ে তুললেন, রোম সাম্রাজ্যকে উত্থাপন করলেন। অবশেষে খ্রীষ্ট

এসেছিলেন, "সকল জাতির আকাঙ্ক্ষা।" পরে, খ্রীষ্টারি উঠবে, কিন্তু তাকে ধ্বংস করা হবে। ইব্রীয়ের লেখক লিখেছেন: "দেখো, যিনি কথা বলেন, তাঁকে যেন তোমরা অগ্রাহ্য না করো। যিনি পৃথিবীতে তাদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন, তাঁকে অগ্রাহ্য করে তারা যদি অব্যাহতি না পেয়ে থাকে, তাহলে যিনি স্বর্গ থেকে আমাদের সতর্ক করেন, তাঁর প্রতি যদি আমরা বিমুখ হই, তাহলে নিশ্চিত যে আমরা নিষ্কৃতি পাব! সেই সময় তাঁর কণ্ঠস্বর পৃথিবীকে কম্পিত করেছিল, কিন্তু এখন তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, "আর একবার, আমি শুধুমাত্র পৃথিবীকে নয়, কিন্তু আকাশমণ্ডলকেও প্রকম্পিত করব।" "আর একবার" উক্তিটির তাৎপর্য হল, যেসব সৃষ্টবস্তু প্রকম্পিত করা যায়, সেগুলি দূর করা হবে, কিন্তু যা প্রকম্পিত করা যায় না, সেগুলি স্থায়ী হবে। অতএব, আমরা যে রাজ্য গ্রহণ করতে চলেছি, তা প্রকম্পিত হবে না; তাই এসো আমরা কৃতজ্ঞ হই এবং শ্রদ্ধায় ও সম্ভ্রমে ঈশ্বরের প্রীতিজনক উপাসনা করি। কারণ আমাদের "ঈশ্বর সবকিছু পুড়িয়ে দেওয়া আগুনের মতো।" এটা ইব্রীয় ১২, ২৫ থেকে ২৯ পদ।

দুষ্টরা ঈশ্বরের লোকদের ঘৃণা করে এবং উপহাস করে। তাদের কিছু সময়ের জন্য সাধুদের পদদলিত করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তারপর ঈশ্বর তাঁর ক্রোধে উঠে দাঁড়াবেন এবং তাঁর প্রিয় লোকেদের এই শত্রুদের ধ্বংস করবেন। নাস্তিক, ভ্রান্ত উপদেশদাতা, মিথ্যা ধর্মের অনুসারী এবং সমস্ত অধার্মিক ব্যক্তি তাঁর ক্রোধের অভিজ্ঞতা লাভ করবে। লক্ষ্য করুন গীতসংহিতায় এটি কীভাবে বলা হয়েছে। আমরা গীতসংহিতা ২-এর কথা ভাবি, "জাতিগণ কেন কলহ করে? লোকবৃন্দ কেন অনর্থক বিষয় লইয়া ধ্যান করে? পৃথিবীর রাজগণ দণ্ডায়মান হয়, নায়কগণ একসঙ্গে মন্ত্রণা করে, সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে এবং তাঁহার অভিষিক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে; [বলে,] 'আইস, আমরা উহাদের বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলি, আপনাদের হইতে উহাদের রজ্জু খুলিয়া ফেলি।' যিনি স্বর্গে উপবিষ্ট, তিনি হাস্য করিবেন; প্রভু তাহাদিগকে বিদ্রূপ করিবেন। তখন তিনি ক্রোধে তাহাদের কাছে কথা কহিবেন, কোপে তাহাদিগকে বিহ্বল করিবেন।" এটা গীতসংহিতা ২, পদ, ১ থেকে ৫। নিশ্চিত করুন যে আপনি ঈশ্বরের লোকেদের শত্রু নন! যদি ঈশ্বর তাঁর অসীম ক্রোধে আপনার উপর বিরূপ হন, তবে আপনার জন্য আর কী আশাই বা থাকবে?

কিন্তু তারপর আমরা ১৬ ও ১৭ পদে পাই <u>এক অসাধারণ প্রতিশ্রুতি</u>—"এই জন্য সদাপ্রভু এই কথা বলেন, আমি করুণা করিয়া যিরূশালেমে ফিরিয়া আসিলাম; তাহার মধ্যে আমার গৃহ নির্মিত হইবে, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন; এবং যিরূশালেমে সূত্রপাত হইবে। তুমি আরও ঘোষণা করিয়া বল, বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমার নগর সকল পুনর্বার মঙ্গলে আপ্লাবিত হইবে, এবং সদাপ্রভু সিয়োনকে পুনর্বার সান্ত্বনা করিবেন, ও যিরূশালেমকে পুনর্বার মনোনীত করিবেন।"

১৬ পদ আমাদের বলে যে ঈশ্বর তাঁর লোকেদের ভালোবাসেন এবং তাদের কাছে ফিরে আসবেন। মন্দির নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হবে। ঈশ্বর ইহুদিদের পাপের জন্য অসন্তুষ্ট এবং দুঃখিত হয়ে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, কিন্তু এখন তিনি তাদের কাছে ফিরে আসেন এবং তাদের সাহায্যের আশ্বাস দেন। তাদের অনেক শত্রু কাজ বন্ধ করার চেষ্টা করছিল। যদিও তাদের সম্পদ সীমিত ছিল এবং তারা সংখ্যায়ও কম ছিল, তবুও প্রভুর গৃহ আবার নির্মিত হবে। এটি আরও চার বছর সময় নিয়েছিল, কিন্তু প্রভুর বাক্য পূর্ণ হয়েছিল।

তাছাড়া, আগে আরও ভালো দিন আসবে। জেরুশালেমের উপর দিয়ে একটি রেখা, একজন জরিপকারীর রেখা, টানা হবে। গৃহ, অনেক গৃহ নির্মাণ হবে। পরবর্তী পদটি আরও বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে: "আরও ঘোষণা করো: সর্বশক্তিমান সদাপ্রভু এই কথা বলেন, 'আমার নগরগুলি আবার মঙ্গলে উপচে পড়বে, এবং সদাপ্রভু আবার সিয়োনকে সান্ত্বনা দেবেন এবং জেরুশালেমকে মনোনীত করবেন"— পদ ১৭। ভাববাদীকে উচ্চস্বরে ঘোষণা করতে বলা হয়েছে। মন্দিরের নির্মাতাদের জন্য এখানে একটি অসাধারণ উৎসাহজনক বার্তা রয়েছে। তিনি স্বর্গের বাহিনীগণের ঈশ্বর। তিনি সর্বশক্তিমান। তাঁর মাধ্যমে সবকিছুই সম্ভব। কেবল জেরুশালেমই নয়, বরং যিহূদার অন্যান্য শহরগুলিও বৃদ্ধি পাবে এবং বিস্তৃত হবে। সমৃদ্ধির মাধ্যমে তারা বিদেশে ছড়িয়ে পড়বে। ঈশ্বর তাঁর লোকেদের সান্ত্বনা দিচ্ছেন। তিনি আবার জেরুশালেমকে বেছে নেবেন এবং সেখানে তাঁর নাম স্থাপন করবেন। এই উৎসাহের কথা উচ্চস্বরে ঘোষণা করো!

ঈশ্বর প্রকৃতপক্ষেই জেরুশালেমকে গড়ে তুলেছিলেন। এটি ইহুদীদের জন্য বাস্তবিক অর্থেই ঘটেছিল। মন্দিরটি সম্পূর্ণ হয়েছিল। সত্তর বছর পর, নহিমিয়ের সময়ে, জেরুজালেমের দেয়াল আবার নির্মিত হয়েছিল। ইহুদিরা সংখ্যাবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি লাভ করে। হাজার হাজার মানুষ শহরে বসবাস করতে আসে। ঈশ্বর জেরুশালেমকে মনোনীত করেছিলেন। ঈশ্বরের পুত্র মানুষ হয়েছিলেন, জেরুশালেমের কাছে বেথলেহেমে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পরে, তিনি মন্দিরে প্রবেশ করেছিলেন এবং সেখানে শিক্ষা দিয়েছিলেন। প্রধান পুরোহিত এবং প্রাচীনদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে, তাকে রোমীয় দের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল এবং জেরুশালেমের দেয়ালের বাইরে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারপর তৃতীয় দিনে তিনি পুনরুত্থিত হলেন। তিনি জৈতুন পর্বত থেকে স্বর্গে আরোহণ করলেন এবং ঈশ্বরের দক্ষিণ হস্তে উপবিষ্ট হলেন। তিনি পঞ্চাশত্তমীর দিনে জেরুশালেমে তাঁর লোকেদের কাছে তাঁর আত্মা প্রেরণ করেছিলেন। সেই দিনে তিন হাজার ইহুদির বিশ্বাস পরিবর্তন হয়েছিল। তাঁর মন্ডলীতে সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে লাগল। পরে অন্যজাতির লোকেরাও ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা নতুন জন্ম লাভ করল। আর এই সূচনার মধ্য দিয়ে নতুন জেরুশালেম বৃদ্ধি পেয়েছিলো। এটি দ্রুত পরিচিত বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত হয়েছিল। আজ, প্রতিটি জাতির লক্ষ লক্ষ মানুষ এই ঈশ্বরের মন্ডলীতে অন্তর্ভুক্ত।

নেবুখাদনেজার এবং দানিয়েলের কাছে এটা প্রকাশিত হয়েছিল যে ঈশ্বরের রাজ্য হবে পর্বত থেকে হাত ছাড়াই কাটা একটি ছোট পাথরের মতো। এটি সেই মূর্তিকে আঘাত করবে, যা পৃথিবীর সাম্রাজ্যগুলিকে উপস্থাপন করে, এবং সেগুলিকে চূর্ণবিচূর্ণ করবে, তারপর সেই পাথরটি ক্রমে এক বিশাল পাহাড়ে পরিণত হবে, যা সমগ্র পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করবে—দানিয়েল, ২ অধ্যায়। যীশু তাঁর রাজ্য এবং মন্ডলীর বৃদ্ধির

বর্ণনা দিয়ে অনেক দৃষ্টান্ত বলেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি ছোট সরিষা দানার কথা বলেছিলেন, "সকল বীজের মধ্যে ঐ বীজ অতি ক্ষুদ্র; কিন্তু বাড়িয়া উঠিলে পর তাহা শাক হইতে বড় হয়, এবং এমন বৃক্ষ হইয়া উঠে যে, আকাশের পক্ষিগণ আসিয়া তাহার শাখায় বাস করে—মথি ১৩, ৩২ পদ।" তারপর তিনি খামির সম্পর্কে বলেছেন, "স্বর্গ-রাজ্য এমন তাড়ীর তুল্য, যাহা কোন স্ত্রীলোক লইয়া তিন মাণ ময়দার মধ্যে ঢাকিয়া রাখিল, শেষে সমস্তই তাড়ীময় হইয়া উঠিল"—৩৩ পদ । এই দৃষ্টান্তগুলি স্পষ্ট করে যে ঈশ্বরের মন্ডলী সমগ্র বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে পড়বে এবং একটি পরাক্রমশালী রাজ্যে পরিণত হবে। আমাদের আরও বলা হয়েছে, "কেননা ঈশ্বর জগতের বিচার করিতে পুত্রকে জগতে প্রেরণ করেন নাই, কিন্তু জগৎ যেন তাঁহার দ্বারা পরিত্রাণ পায়"—যোহন ৩:১৭। এই পদটি ইঙ্গিত করে যে এক বাস্তব অর্থে পৃথিবী উদ্ধারপ্রাপ্ত হবে। এটি কেবল একটি অবশিষ্টাংশ নয় যারা উদ্ধারপ্রাপ্ত হবে, যেন ধ্বংসপ্রাপ্ত পৃথিবী থেকে টেনে তোলা হয়েছে। বরং এত সংখ্যক মানুষ উদ্ধারপ্রাপ্ত হবে যে বলা যেতে পারে পুরো পৃথিবীই উদ্ধারপ্রাপ্ত হবে। খ্রীষ্টের কাজ সর্বোচ্চভাবে সফল হবে। সমস্ত বিষয়েই তিনি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবেন—কলসীয় ১, ১৮ পদ।

কিছু বিপত্তি ছিল, এবং থাকবে। অন্ধকার দিন আসবে, কিন্তু মন্ডলীর ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি নিশ্চিত। সে বিদেশে ছড়িয়ে পড়বে। প্রভু জেরুশালেমকে বেছে নিয়েছেন। শয়তানকে আপনাকে নিরুৎসাহিত করতে দেবেন না, যদি আপনি খ্রীষ্টের পক্ষে থাকেন, তাহলে আপনি বিজয়ী পক্ষের। এবং এমনকি বাস্তবিক অর্থেই জেরুশালেমকেও আবার ঈশ্বর মনোনীত করবেন। বছরের পর বছর ধরে এটি একটি পরিত্যক্ত শহর ছিল। এখন এটি আবার একটি ইহুদি রাষ্ট্রের রাজধানী। বছরের পর বছর ধরে এটি একটি পরিত্যক্ত শহর ছিল। এখন এটি আবার একটি ইহুদি রাষ্ট্রের রাজধানী। কিন্তু পৌল আমাদের আশ্বস্ত করেন যে, ইহুদিরা, যারা এতদিন ধরে ঈশ্বরের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত ছিল, তাদের আবার তাদের নিজস্ব জলপাই গাছের সাথে সংযুক্ত হবে, "কেননা ঈশ্বরের অনুগ্রহ-দান সকল ও তাহার আহ্বান অনুশোচনা-রহিত"—রোমীয় ১১, ২৯ পদ। গীতরচক মশীহ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেন, " তিনি এক সমুদ্র অবধি অপর সমুদ্র পর্যন্ত, ঐ নদী অবধি পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত কর্তৃত্ব করিবেন। তাঁহার সম্মুখে মরুনিবাসীরা নত হইবে, তাঁহার শত্রুগণ ধুলা চাটিবে। তর্শীশ ও দ্বীপগণের রাজগণ নৈবেদ্য আনিবেন; শিবা ও সবার রাজগণ উপহার দিবেন। হাঁ, সমুদয় রাজা তাঁহার কাছে প্রণিপাত করিবেন; সমুদয় জাতি তাঁহার দাস হইবে"—গীতসংহিতা ৭২, পদ ৮ থেকে ১১। আমেন, এমন টাই হোক।

সখরিয়ের দর্শনসমূহ

ভিডিও বক্তৃতার পাঠক্রম

শ্রদ্ধেয় উইলিয়াম ম্যাকলাউড কর্তৃক

বক্তৃতা #৩ — সখরিয় ১:১৮–২০

দ্বিতীয় দর্শন: চারি শৃঙ্গ

এখন আমরা সখরিয়ের দর্শনসমূহের উপর এই ধারাবাহিক বক্তৃতার তৃতীয় বক্তৃতায় আসি। এটি "দ্বিতীয় দর্শন: চারি শৃঙ্গ" সম্পর্কে যা আপনি সখরিয়ের ভাববাণী, অধ্যায় ১, এবং ১৮ থেকে ২০ পদগুলিতে পাবেন।

ঈশ্বরের লোকেদের বহু শত্রু রয়েছে। কখনও কখনও আমরা পরাজিত ও বিপর্যস্ত বোধ করি, এবং আমাদের মাথা নিচু হয়ে যায়। এই পরিস্থিতি তৈরি হতে দেওয়ার জন্য আমাদের কি ঈশ্বরের উপর রাগ করা উচিত? আমাদের কি আমাদের হৃদয়ে শত্রুদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করা উচিত? যীশু আমাদের শত্রুদের ভালোবাসতে শিখিয়েছেন। আমাদের চোখ তুলে দেখতে হবে যে প্রভু রাজত্ব করছেন। কিছুই আকস্মিকভাবে ঘটে না। ঈশ্বর নিয়ন্ত্রণে আছেন। তিনি নিশ্চিত করেন যে সব কিছুই আমাদের মঙ্গলের জন্য একসাথে কাজ করে। কঠিন সময়ে আমাদের উৎসাহিত করার জন্য এখানে একটি দর্শন রয়েছে। ঈশ্বরের মন্ডলীর শত্রুরা জয়ী হবে না।

চারি শৃঙ্গ, পদ ১৮ থেকে ১৯— "পরে আমি চক্ষু তুলিয়া দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, চারি শৃঙ্গ। তখন আমার সঙ্গে আলাপকারী দূতকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এইগুলি কি? তিনি আমাকে কহিলেন, এ সেই সকল শৃঙ্গ, যাহারা যিহূদা, ইস্রায়েল এবং যিরূশালেমকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছে।"

এই দর্শনটি পূর্ববর্তী দর্শনের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত। সেখানে বলা হয়েছে, "আর নিশ্চিন্ত জাতিগণের প্রতি আমি মহাক্রোধাবিষ্ট হইয়াছি; কেননা আমি যৎকিঞ্চিৎ ক্রোধাবিষ্ট হইলে তাহারা অমঙ্গলার্থে সাহায্য করিল"— ১৫ পদ। এই শত্রুরা ইহুদিদের বিরোধিতা করেছিল, কিন্তু এখন ঈশ্বর এই শত্রুদের প্রতি তাঁর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছেন। মন্দিরটি নির্মিত হবে। মন্ডলীর একটি মহান ভবিষ্যৎ রয়েছে।

ভাববাদী চোখ তুলে চারটি শিং দেখতে পান। তিনি সেই সদাপ্রভুর দূতকে জিজ্ঞাসা করেন, যিনি তাকে দর্শন দেখাচ্ছেন, এগুলি কী এবং এগুলি কী করতে চলেছে? সদাপ্রভুর দূত তাকে উত্তর দেন, "ঐ শৃঙ্গ সকল যিহূদাকে এমন ছিন্নভিন্ন করিয়াছে যে, কেহই মস্তক তুলিতে পারে নাই; কিন্তু যে জাতিগণ যিহূদা দেশকে ছিন্নভিন্ন করিবার জন্য শৃঙ্গ উঠাইয়াছে, তাহাদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য ও তাহাদের শৃঙ্গ সকল নিচে ফেলিয়া দিবার জন্য ইহারা আসিতেছে"—পদ ২১।

শিং হলো শক্তির প্রতীক। আমরা একটি মেষ বা ষাঁড়ের শিং সম্পর্কে ভাবি এবং কীভাবে তারা লড়াই করে এবং তাদের শিং দিয়ে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করার চেষ্টা করে। শিংগুলি কোন প্রাণীর ছিল তা আমাদের বলা হয়নি। এটি কিছুটা পূর্ববর্তী দর্শনের ঘোড়াগুলির মতো। আমাদের ঘোড়াগুলির কথা বলা হয়েছে, তবে স্পষ্টতই তাদের আরোহীদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

কেন চারটি শিঙের উল্লেখ করা হয়েছে? এর অর্থ হল কম্পাসের চারটি দিক থেকে আক্রমণ আসছে, উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব এবং পশ্চিম। চারদিক থেকে ইহুদিরা চূর্ণ-বিচূর্ণ হচ্ছিল। এই শিংগুলি পলেষ্টীয়, মোয়াবীয়, অম্মোনীয়, ইদোমীয়, অরামীয়, মিশরীয়, শমরীয়, পারসীক, প্রকৃতপক্ষে তাদের সকল শত্রুর প্রতীক। যারা ঈশ্বরের মানুষ ছিল, সেই ইহুদিরা আহত, বিপর্যস্ত এবং পায়ের তলায় দলিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে কেউই মাথা তুলতে পারছিল না। একইভাবে, আজ ঈশ্বরের মন্ডলী চারদিক থেকে শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। শত্রুরা শক্তিশালী। আজ মন্ডলী দুর্বল। ঈশ্বরের মানুষজন নিজেদের নিপীড়িত ও ভীত বোধ করছে। চারটি শিং খুবই বাস্তব। চারদিক থেকে মন্ডলীর বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু আজ মন্ডলীর প্রধান শত্রুরা কারা? আমি বেশ কয়েকটির কথা উল্লেখ করতে চাই।

প্রথমত, আছে বিবর্তনবাদ। আমরা কোথা থেকে এসেছি, এবং কোথায় যাচ্ছি, এই প্রশ্নটি মানবজাতির কাছে সর্বদাই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। মন্ডলী বাইবেলে ঈশ্বরের দ্বারা প্রকাশিত উত্তরটি প্রদান করেছে। তবে ১৮৫৯ সালে চার্লস ডারউইনের *অরিজিন অব*

স্পিসিজ (প্রজাতির উৎপত্তি) প্রকাশিত হওয়ার ফলে সারা বিশ্বে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিলো। এই সময় পর্যন্ত, মানুষ সাধারণত বিশ্বাস করত যে ঈশ্বর তাদের সৃষ্টি করেছেন, এবং একদিন তারা মারা যাবে এবং তাদের জীবনের জন্য ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। কিন্তু এখন বাইবেল ভিত্তিক সৃষ্টির বিবরণ অনেকেই প্রত্যাখ্যান করেন। এটি মনে হতে লাগলো যে জীবনের সূচনা আকস্মিকভাবে হয়েছিল এবং এবং বিভিন্ন প্রকারের জীবের উদ্ভব হয়েছে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে। মানুষ তখন প্রশ্ন করতে শুরু করে, "ঈশ্বর কি আছেন?" বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়, সাধারণভাবে বলতে গেলে, বিবর্তনবাদকে গ্রহণ করেছিল এবং উৎসাহের সাথে এটি প্রচার করেছিল। এমনকি অনেক ঈশ্বরতত্ত্ববিদ এবং মন্ডলীও ডারউইনের অনুমানকে সামঞ্জস্য করার চেষ্টা করেছিল। শুরুতে এমনকি কিছু গোঁড়া ঈশ্বরতত্ত্ববিদও প্রভাবিত হয়েছিলেন। ভূতাত্ত্বিকরাও "প্রাচীন পৃথিবী" সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করেছিলেন। বাইবেল ইঙ্গিত করে যে পৃথিবী মাত্র কয়েক হাজার বছরের পুরনো। ভূতাত্ত্বিকরা যুক্তি দেন যে পৃথিবী হাজার কোটি বছর পুরনো। যদি আদিপুস্তকের প্রথম কয়েকটি অধ্যায় বিশ্বাসযোগ্য না হয়, তাহলে বাইবেলের বাকি অংশ কি বিশ্বাসযোগ্য? সম্প্রতি, সৃষ্টি বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে বাইবেল কীভাবে প্রকৃত বিজ্ঞানের সাথে বিরোধ করে না। পৃথিবীকে পুরানো বলে মনে হলেও আসলে এটি পুরানো নয়। কোনও ধরণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রজন্মের মাধ্যমে জীবনের সূচনা হওয়ার অসম্ভবতা প্রমাণিত হয়েছে এবং বিবর্তন তত্ত্বের সমস্যাগুলি স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় এবং মিডিয়া সকলেই বিবর্তনবাদকে একটি সত্য হিসেবে উপস্থাপন করে। সমাজ সাধারণত ঈশ্বরের প্রতি তার ভয় হারিয়ে ফেলেছে, কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠরা একজন স্রষ্টা এবং বিচারককে বিশ্বাস করতে চায় না এবং তারা আশা করে যে বিজ্ঞান ঈশ্বরকে ব্যাখ্যা ব্যাখ্যা করে ফেলেছে। বিবর্তনববাদ একটি বিশাল শিং যার মাধ্যমে শয়তান মন্ডলীকে আক্রমণ করেছে এবং এখনও করছে।

মণ্ডলীর দ্বিতীয় শত্রু হলো <u>উদারপন্থী ঈশ্বরতত্ত্ব</u>। বিবর্তন তত্ত্বের প্রায় একই সময়ে পশ্চিম ইউরোপ এবং আমেরিকায় উদারপন্থী ঈশ্বরতত্ত্বের প্রসার ঘটে। এটি বিশেষ করে জার্মানিতে উদ্ভূত হয়েছিল, যেখানে বেশ কয়েকটি বিখ্যাত পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। বিজ্ঞান এবং অন্যান্য শাখার অগ্রগতি দেখে, ঈশ্বরতত্ত্ববিদরাও নতুন আবিষ্কার নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। উচ্চতর সমালোচনার উদ্ভব হয়েছিল। মূলত, এই পদ্ধতিটি বাইবেলকে অন্য যেকোনো সাধারণ বইয়ের মতোই বিবেচনা করছিল, এবং তাই, বাইবেলের অতিপ্রাকৃত চরিত্র - এর ঐশ্বরিক প্রকৃতি - অস্বীকার করে, এই ধর্মতত্ত্ববিদরা এর সমস্ত উক্তিতে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। এর অর্থ ছিল বাইবেলের ইতিহাস, ভূগোল, এমনকি ঈশ্বরতাত্ত্বিক ও নৈতিক উক্তিগুলিও বিশ্বাস করা সম্ভব ছিল না। মানুষের বুদ্ধি ঠিক করে দিল কোনটি সত্য এবং কোনটি গ্রহণযোগ্য।

উদাহরণস্বরূপ, জুলিয়াস ওয়েলহাউসেন পুরাতন নিয়ম সম্পর্কে তার তথ্যচিত্র অনুমান (ডকুমেন্টারি হাইপোথিসিস) তৈরি করেছিলেন। এতে তিনি পঞ্চপুস্তকের(পেন্টাটিউক) মোশির লেখকত্ব এবং বাইবেলের প্রথম পাঁচটি বইতে প্রদত্ত সমগ্র ঐতিহাসিক বিবরণ অস্বীকার করেছিলেন। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে দ্বিতীয় বিবরণ রাজা যোশিয়ের সময়ে লেখা হয়েছিল। অনেক ঈশ্বরতত্ত্ববিদ এবং পরিচর্যক তার তত্ত্বগুলি গ্রহণ করেছিলেন এবং ঈশ্বরতত্ত্ব কলেজগুলিতে সেগুলি খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কেউ কেউ যুক্তি দিয়েছিলেন যে এই পুস্তকটি কে লিখেছে সেটা আসলে কোন ব্যাপার না। তারা বলেছিলেন যে, মোশি এই পুস্তকগুলি লিখেছিলেন কিনা তা অবশ্যই একটি গৌণ বিষয় ছিল। তারা যুক্তি দিয়েছিলেন, কেবল বইয়ের শিক্ষাটিই ধরুন। কিন্তু এটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যদি বাইবেল বলে যে এটি মোশির দ্বারা লিখিত ছিল, এবং যদি আমাদের প্রভু যীশুও একই কথা বলেছিলেন - উদাহরণস্বরূপ, মার্ক ১০, ৩ থেকে ৫ পদে - তাহলে আমাদের মোশির লেখকত্ব গ্রহণ করতেই হবে, নাহলে বাইবেলের কর্তৃত্ব দুর্বল হয়ে পড়ে। বাইবেল যদি ছোট ছোট বিষয়গুলিতে ভুল বলে, তাহলে এর প্রধান প্রধান দাবিগুলিও ভুল হতে পারে। দুঃখের বিষয়, এটাই ঘটেছে। পবিত্রশাস্ত্রের কর্তৃত্বকে ক্ষুণ্ন করা হয়েছিল। পরিবর্তে মানবিক যুক্তিকে সিংহাসনে বসানো হয়েছিল। শীঘ্রই খ্রীষ্টের বিকল্প প্রায়শ্চিত্তও প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। বলি উৎসর্গের ধারণা, খ্রীষ্টের রক্ত, এবং প্রায়শ্চিত্তের বিষয়গুলোকে বিজ্ঞান-পূর্ব ধর্মীয় বিশ্বাস হিসেবে দেখা হতে লাগল এবং এগুলোকে প্রেমময় ঈশ্বরের অযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করা হল। ভুল সর্বদা ধীরে ধীরে প্রবেশ করে। একবার যখন বাইবেলের কিছু উক্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলা শুরু হয়, তখন শীঘ্রই অন্য উক্তিগুলিও প্রশ্নের মুখে পড়ে। দুঃখের বিষয় বিষয় হল,, এই উদারনীতি মূলধারার সব মন্ডলীতেই আধিপত্য বিস্তার করেছে। এখানে আমরা আরেকটি শিঙ দেখতে পাই, যা ঈশ্বরের প্রকৃত মন্ডলীকে আঘাত করছে।

তৃতীয় শিং হলো <u>ঐক্য প্রচারাভিযান</u>। গত একশ বছর ধরে, বিশ্ব চার্চ পরিষদের (ওয়ার্ল্ড কাউন্সিল অফ চার্চেস) মতো সংস্থাগুলি মন্ডলীর ঐক্যের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছে। যোহন ১৭ পদে, যীশু তাঁর মহাযাজকীয় প্রার্থনায় ঐক্যের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন—এই বিষয়টি খুব জোর দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। তারা বলে, ঐক্যবদ্ধ হলে মণ্ডলীগুলি অবশ্যই শক্তিশালী হবে। শিক্ষার মতবাদকে বিভাজন সৃষ্টিকারী হিসেবে দেখা হয়, এবং তাই এটিকে ছোট করে দেখা উচিত। এটি এক ধরনের সর্বনিম্ন সাধারণ গুণফল ভিত্তিক বিশ্বাসের মতো। প্রেমকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়। আমাদের বলা হয় আমাদের পার্থক্যগুলি ভুলে একসাথে উপাসনা করতে। খ্রীষ্টীয় প্রচারের সুসমাচার ভুলে যাওয়া হয়। কিছু মন্ডলী ভাল কাজের মাধ্যমে পরিত্রাণ শেখায়, আর অন্যগুলো পরিত্রাণকে মান্ডলিক সংস্করণ গ্রহণের সাথে যুক্ত করে শেখায়। মূলধারার মন্ডলীগুলিতে উদারনীতি স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। খ্রীষ্টীয় সুসমাচারের মূলগত প্রকৃতি ভুলে যাওয়া হয়েছে। এবং সব ধর্মকেই ঈশ্বরের ও পরিত্রাণের দিকে পৌঁছানোর ভিন্ন ভিন্ন পথ হিসেবে দেখা হচ্ছে। গরিবদের সাহায্যের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু এর পাশাপাশি কিছু রাজনৈতিক বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এটি এক সময় বর্ণবৈষম্যের প্রবল বিরোধিতা করত এবং আজকের দিনে সাধারণত ইসরায়েলের

প্রতি বিরূপ ও ফিলিস্তিনিদের পক্ষে অবস্থান নেয়। ঐক্য প্রচারাভিযান মূলত সুসমাচারের মণ্ডলীকে খালি করে দেয়। মন্ডলী ক্রমশ রাষ্ট্রের একটি শাখায় পরিণত হয়, যা শুধু সমাজসেবামূলক কাজের মধ্যেই জড়িত থাকে।

চতুর্থ শিং হলো ক্যারিসম্যাটিক প্রচারাভিযান। ১৯৬০ সাল থেকে, ক্যারিশম্যাটিক প্রচারাভিযান খ্রীষ্টীয় মন্ডলীর মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। আবেগতাড়িত উত্তেজনার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। অলৌকিক আত্মিক দানসমূহ, যেমন ভিন্ন ভাষায় কথা বলা, ভবিষ্যদ্বাণী করা এবং রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা, এইসমস্ত কিছু মন্ডলীর নেতাদের দ্বারা দাবি করা হয়। অনেক রোগ নিরাময়, বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আসলে শুধু মনের প্রভাবের ফল—ব্যক্তি বিশ্বাস করতে শুরু করে যে সে সুস্থ হয়ে গেছে, যদিও প্রকৃতপক্ষে কোনো রোগমুক্তি ঘটে না। অন্য কিছু ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ ভুয়া রোগ নিরাময়। যেখানে আরোগ্য লাভে ব্যর্থতা দেখা দেয়, সেখানে ভুক্তভোগীকে বিশ্বাসের অভাবের জন্য দোষারোপ করা হয়। সঙ্গীত জাগতিক, এবং গানগুলিতে সারবস্তুর অভাব রয়েছে। শব্দগুলি বারবার পুনরাবৃত্তি করা হয় এক নির্বোধ আবেগপ্রবণতায়। একজন আফ্রিকান ঈশ্বরতত্ত্ববিদ এটিকে ডাইনিবিদ্যার সাথে তুলনা করেছেন। প্রচারকরা নির্মমভাবে মানুষকে তাদের অর্থ ভাগ করে নিতে প্ররোচিত করে, তাদের স্বাস্থ্য এবং সমৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দেয়, যা অবশ্যই কখনও আসে না। সমৃদ্ধির প্রচার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল বিশ্বে, এবং এটি অনেক ক্ষতি করে। মানুষ খ্রীষ্ট বিশ্বাসী হচ্ছে কারণ তাদের স্বাস্থ্য এবং সমৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু খ্রীষ্ট আসলে তাঁর বিশ্বস্ত অনুসারীদের এই পৃথিবীতে সংকটের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—যোহন ১৬:৩৩, "জগতে তোমরা ক্লেশ পাইতেছ; কিন্তু সাহস কর, আমিই জগৎকে জয় করিয়াছি।"

আরেকটি শিং হলো সমকামীতা মতবাদ। গত চল্লিশ বছরে যৌন নীতিবোধে আশ্চর্যজনক পরিবর্তন এসেছে। অতীতে, অতীতে সর্বজনস্বীকৃত ছিল যে বিবাহ শুধুমাত্র এক পুরুষ ও এক নারীর মধ্যে হওয়া উচিত এবং বিবাহের বাইরে সকল যৌন সম্পর্ক অনৈতিক। বিবাহপূর্ব ব্যভিচার এবং বিবাহের মধ্যে ব্যভিচার উভয়কেই নিন্দা করা হতো। সমকামীতাকে যথাযথভাবে গুরুতর অনৈতিকতা হিসাবে দেখা হত। তবে, আজ সমাজ এবং মন্ডলী উভয় ক্ষেত্রেই পরিস্থিতি নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। দুঃখের বিষয় হল, অনেক মন্ডলী তাদের নৈতিকতা বাইবেল থেকে নয়, বরং তাদের চারপাশের জগৎ থেকে পায়। জগৎ মণ্ডলীকে আক্রমণ করেছে। উদারনীতি শাস্ত্রের কর্তৃত্বকে ক্ষুন্ন করেছে। সমকামিতাকে পাপ হিসেবে দেখার পরিবর্তে, যুক্তি দেওয়া হয় যে এটি এমন একটি অবস্থা যা কিছু মানুষের জন্ম থেকেই থাকে। জগৎ বলে, এমন মানুষদের কিছু করার নেই বা তারা এটি বদলাতে পারে না, তাই তাদের এটি গ্রহণ করে নেওয়া উচিত। মূলধারার মন্ডলীগুলি এটিকে মেনে নেয় এবং বলে যে প্রেম তো প্রেমই, তাই সেটা অবশ্যই ভালো। কিন্তু বাইবেল এটিকে ভালোবাসা নয়, বরং কামনা-বাসনা বলে অভিহিত করে। এছাড়া পবিত্র শাস্ত্রে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে কেউ কেউ সেই জীবনধারা থেকে পরিপূর্ণভাবে রূপান্তরিত হয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে সেই পাপের দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছে। পৌল করিন্থীয় মন্ডলীর উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন, "ভ্রান্ত হইও না; যাহারা ব্যভিচারী কি প্রতিমাপূজক কি পারদারিক কি স্ত্রীবৎ আচারী কি পুঙ্গামী, কি চোর কি লোভী কি মাতাল কি কটুভাষী কি পরধনগ্রাহী, তাহারা ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পাইবে না। আর তোমরা কেহ কেহ সেই প্রকার লোক ছিলে; কিন্তু তোমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে ও আমাদের ঈশ্বরের আত্মায় আপনাদিগকে ধৌত করিয়াছ, পবিত্রীকৃত হইয়াছ, ধার্মিক গণিত হইয়াছ"—১ করিন্থীয় ৬:৯-১১।

আরেকটি শিং হল উত্তর-আধুনিকতাবাদ। সাম্প্রতিক সময়ে এই ধারণার প্রসার ঘটেছে যে ধর্ম ব্যক্তিগত হওয়া উচিত। বলা হয়, মানুষের তাদের বিশ্বাস নিজেদের মধ্যেই রাখা উচিত। আধুনিকতাবাদ দাবি করে যে একটি মাত্র সত্য বলে কিছু নেই। প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব সত্য আছে। আপনি যা বিশ্বাস করেন তা আপনার জন্য সঠিক, এবং আমি যা বিশ্বাস করি তা আমার জন্য সঠিক। অন্যদের বিশ্বাস পরিবর্তন করার কোনো চেষ্টাই করা উচিত না। সুসমাচার প্রচারকে নিন্দা করা হয়। অন্যদের প্রশ্ন করা বা তাদের মতামতের সমালোচনা করা সম্পূর্ণ ভুল বলে দেখা হয় - এটিকে ঘৃণামূলক অপরাধ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তবে, সত্য খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস বলে যে সত্য বলে কিছু আছে এবং ঈশ্বরই সেই সত্যের উৎস। যারা বাইবেলকে বিশ্বাস করে, তাদের কাছেই সেই সত্য আছে। একটি সুস্থ বিশ্বাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যীশু বেশ স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, "আমিই পথ ও সত্য ও জীবন; আমা দিয়া না আসিলে কেহ পিতার নিকটে আইসে না"—যোহন ১৪, ৬ পদ।

আরেকটি শিং হল জাগতিকতা। অতীতের তুলনায় আজ মানুষের অবসর সময় অনেক বেশি। কাজ তাদের সমস্ত সময় এবং শক্তি শোষণ করে না। বিনোদনের অনেক ধরণ সহজেই পাওয়া যায় - টিভি, ভিডিও, ইউটিউব, সামাজিক মাধ্যম ইত্যাদি - এগুলি অনেকের জন্য একটি বড় প্রলোভন। যে সময় আগে পবিত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন, প্রার্থনা, খ্রীষ্টীয় বই পড়া এবং অন্যান্য খ্রীষ্ট-ভাইবোনদের সঙ্গে সহভাগিতায় কাটানো হতো, এখন সেই সময় প্রায়শই ভোগ-বিলাসে ব্যয় হয়। মানুষ "ঈশ্বরপ্রিয় নয়, বরং বিলাসপ্রিয়" হয়ে উঠেছে - ২ তীমথিয় ৩, ৪ পদ। মন্ডলীর সদস্যরা যারা তুচ্ছ কাজে তাদের সময় ব্যয় করে এবং তাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে তাঁকে ভালোবাসতে ব্যর্থ হয়, তাদের এই মূর্তিপূজা কারণে ঈশ্বর দুঃখিত হন।

সারসংক্ষেপে বলতে গেলে, ঈশ্বরের মন্ডলী চারদিক থেকে আক্রমণের সম্মুখীন হচ্ছে। চারটি শিং উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব এবং পশ্চিম দিক থেকে এটিকে আঘাত করছে। এটি কীভাবে টিকে থাকতে পারে? প্রতিটি প্রকৃত খ্রীষ্ট বিশ্বাসী জানে যে জগৎ, শরীর এবং শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াই করা কী। সমগ্র মন্ডলী চারদিক থেকে শত্রুদের দ্বারা বেষ্টিত। কিছু শত্রু মৃদুভাবে আসে এবং ধূর্ততার সাথে প্রলুব্ধ করার লক্ষ্য রাখে। অন্যরা তাড়নাকারীদের মতো প্রচণ্ড হিংস্রতার সাথে আক্রমণ করে। খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন, "দেখ, কেন্দুয়াদের মধ্যে যেমন মেষ, তেমনি আমি তোমাদিগকে প্রেরণ করিতেছি; অতএব তোমরা সর্পের ন্যায় সতর্ক ও কপোতের ন্যায় অমায়িক হও"—মথি ১০, ১৬ পদ।

কীভাবে একটি মেষ নেকড়েদের মধ্যে বেঁচে থাকতে পারে? অন্যান্য আক্রমণগুলি ভেতর থেকে আসে, নেকড়েদের মতো সাজে সজ্জিত মেষেদের থেকে: "ভাক্ত ভাববাদিগণ হইতে সাবধান; তাহারা মেষের বেশে তোমাদের নিকটে আইসে, কিন্তু অন্তরে গ্রাসকারী কেন্দুয়া"—মথি ৭, পদ ১৫। এগুলি প্রায়শই প্রতিরোধ করা সবচেয়ে কঠিন হতে পারে কারণ এগুলি সনাক্ত করা সবচেয়ে কঠিন। সখরিয়কে বলা হয়, "এ সেই সকল শৃঙ্গ, যাহারা যিহূদা, ইস্রায়েল এবং যিরূশালেমকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছে।" ঈশ্বরের লোকেরা তাদের শত্রুদের দ্বারা ছত্রভঙ্গ হয়েছে।

এবং এবার আমরা চারজন কারিগরের প্রসঙ্গে আসি। পদ ২০ থেকে ২১—"পরে সদাপ্রভু আমাকে চারি জন কর্মকার দেখাইলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহারা কি করিতে আসিতেছে? তিনি কহিলেন, ঐ শৃঙ্গ সকল যিহূদাকে এমন ছিন্নভিন্ন করিয়াছে যে, কেহই মস্তক তুলিতে পারে নাই; কিন্তু যে জাতিগণ যিহূদা দেশকে ছিন্নভিন্ন করিবার জন্য শৃঙ্গ উঠাইয়াছে, তাহাদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য ও তাহাদের শৃঙ্গ সকল নিচে ফেলিয়া দিবার জন্য ইহারা আসিতেছে।"

সখরিয় এরপর আমাদের বলেন, "সদাপ্রভু আমাকে চারি জন কর্মকার দেখাইলেন।" ভাববাদী কৌতূহলী হয়ে বলেন, "ইহারা কি করিতে আসিতেছে?" তাকে বলা হয়েছিল, "ঐ শৃঙ্গ সকল যিহূদাকে এমন ছিন্নভিন্ন করিয়াছে যে, কেহই মস্তক তুলিতে পারে নাই; কিন্তু যে জাতিগণ যিহূদা দেশকে ছিন্নভিন্ন করিবার জন্য শৃঙ্গ উঠাইয়াছে, তাহাদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য ও তাহাদের শৃঙ্গ সকল নিচে ফেলিয়া দিবার জন্য ইহারা আসিতেছে।"

শিংগুলি সর্বশক্তিমান বলে মনে হচ্ছে, এবং মন্ডলীর কাছে তাদের কোনও উত্তর নেই। কিন্তু ঈশ্বরের একটি উত্তর আছে। তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি তার মণ্ডলীকে ভালোবাসেন। তিনি অনন্তকাল থেকে এটিকে মনোনীত করেছিলেন। তিনি তাঁর পুত্রকে এর জন্য মৃত্যুবরণ করতে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর পরিকল্পনা আছে। তাঁর সময়ে এবং তাঁর পথে, তিনি তাঁর লোকদের উদ্ধার করবেন। অইহুদীদের শিং জয়ী হবে না। তিনি করাত এবং হাতুড়ি দিয়ে তাদের কেটে ভাঙতে কর্মকার বা কারিগরদের পাঠান।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, ইস্রায়েলের চারপাশের অন্যজাতিরা বারবার তাদের ভূমি আক্রমণ করেছে। কল্দীয়েরা তাদের সত্তর বছর ধরে বন্দী করে রেখেছিল। কিন্তু তারপরও তাদের শত্রুদের সাফল্য পরিমাপিত এবং সীমিত ছিল। তাদের নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তারা প্রভুর হাতে তাঁর লোকদের সংশোধন করার জন্য শাস্তির হাতিয়ার ছিল। অবশেষে ইহুদিরা মশীহকে প্রত্যাখ্যান এবং ক্রুশে দেওয়ার মতো মহাপাপ করেছিল। এর জন্য, জেরুশালেম ধ্বংস করা হয়েছিল এবং ইহুদিরা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু "ঈশ্বরের অনুগ্রহ-দান সকল ও তাহার আহ্বান অনুশোচনা-রহিত"— রোমীয় ১১:২৯। একদিন তাদের পুনরুদ্ধার করা হবে এবং আবার মন্ডলীর জলপাই গাছে কলম করা হবে। তাদের শত্রুদের শিং ভেঙে ফেলা হবে, কেটে ফেলা হবে এবং বাইরে ফেলে দেওয়া হবে।

আজকের মণ্ডলীতে, যেমনটি আমরা দেখেছি, অনেক শক্তিশালী শত্রু তার বিরুদ্ধে সারিবদ্ধ। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর মন্ডলীর গভীরভাবে যত্ন নেন। প্রিয় মানুষদের ধ্বংস করা হবে না। তাদের শত্রুদের শিং কেটে ফেলা হবে। ঈশ্বরের মন্ডলীর ভবিষ্যৎ এবং সাফল্য সম্পর্কে কোনও সন্দেহ নেই। ঈশ্বরের লোকেরা রাস্তার কাদার মতো তাদের শত্রুদের পদদলিত করবে। পল রোমের মণ্ডলীর উদ্দেশে বলতে পেরেছিলেন, "আর শান্তির ঈশ্বর ত্বরায় শয়তানকে তোমাদের পদতলে দলিত করিবেন""—রোমীয় ১৬, পদ ২০। এমনকি শয়তানও পরাজিত হবে।

আনন্দ করুন, খ্রীষ্ট বিশ্বাসী করুন। আপনারা বিজয়ী দলের। প্রভু আপনাদের হয়ে যুদ্ধ করবেন। "বলবান হও ও সাহস কর"—যিহোশূয় ১, ৬ পদ। আপনারা দেশ অধিকার করবেন। যেমন পৌল রোমীয়দের বলেছিলেন, "খ্রীষ্টের প্রেম হইতে কে আমাদিগকে পৃথক করিবে? কি ক্লেশ? কি সঙ্কট? কি তাড়না? কি দুর্ভিক্ষ? কি উলঙ্গতা? কি প্রাণ-সংশয়? কি খড়্গ? যেমন লেখা আছে, "তোমার জন্য আমরা সমস্ত দিন নিহত হইতেছি; আমরা বধ্য মেষের ন্যায় গণিত হইলাম।" কিন্তু যিনি আমাদিগকে প্রেম করিয়াছেন, তাঁহারই দ্বারা আমরা এই সকল বিষয়ে বিজয়ী অপেক্ষাও অধিক বিজয়ী হই"—রোমীয় ৮: ৩৫ থেকে ৩৭ পদ।

এই কঠিন দিনগুলিতে আপনারা দৃষ্টি উর্ধ্বে তুলে ধর। ঈশ্বর রাজত্ব করেন। তিনি সমস্ত সিংহাসনের উর্ধ্বে সিংহাসনে বিরাজমান। মনে রাখুন, ঈশ্বরের পুত্রই মণ্ডলীর রাজা ও মস্তক। তাঁর শত্রুদের তাঁর পায়ের তলায় রাখা হবে—ইব্রীয় ১:১৩। প্রকৃত মন্ডলী তার কাছে মূল্যবান কারণ তিনি এটিকে তার নিজের রক্ত, মূল্যবান রক্ত দিয়ে কিনেছেন। তিনি ঈশ্বরের ডান হাতে বসে মন্ডলীর জন্য মধ্যস্থতা করছেন, এবং তাঁর মধ্যস্থতা নিরর্থক নয়। মনে রাখুন, যে পবিত্র আত্মা মন্ডলীর মধ্যে বাস করতে এসেছেন। তিনি এটিকে পবিত্র করছেন। তিনি মণ্ডলীকে ঈশ্বরের সঙ্গে একত্ব করছেন। আমাদের কাছে এই প্রতিশ্রুতি রয়েছে, "ইহাতেই আমার দৃঢ় প্রত্যয় এই যে, তোমাদের অন্তরে যিনি উত্তম কার্য আরম্ভ করিয়াছেন, তিনি যীশু খ্রীষ্টের দিন পর্যন্ত তাহা সিদ্ধ করিবেন""—ফিলিপীয় ১, পদ ৬। তিনি বলেছেন, "আর তাহারা আমারই হইবে, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন; আমার কার্য করিবার দিনে তাহারা আমার নিজস্ব হইবে; এবং কোন মনুষ্য যেমন আপন সেবাকারী পুত্রের প্রতি মমতা করে, আমি তাহাদের প্রতি তেমনি মমতা করিব"—মালাখি ৩, ১৭ পদ। আমেন।

সখরিয়ের দর্শনসমূহ

ভিডিও বক্তৃতার পাঠক্রম

শ্রদ্ধেয় উইলিয়াম ম্যাকলাউড কর্তৃক

বক্তৃতা #৪ — সখরিয়

মাপের দড়ি হাতে এক ব্যক্তি – মন্ডলীর বৃদ্ধি

আজ আমরা সখরিয়ের দর্শনসমূহ নিয়ে ধারাবাহিক বক্তৃতার চতুর্থ পাঠে এসেছি। আমরা "মাপের দড়ি হাতে এক ব্যক্তি" কে নিয়ে, আলোচনা করছি, যা এক অর্থে মণ্ডলীর বৃদ্ধি সম্পর্কেই আমাদের বর্ণনা করছে। সুতরাং এটি, সখরিয় ২ অধ্যায়।

একবিংশ শতাব্দীর খ্রীষ্ট বিশ্বাসী হিসেবে, আমাদের হতাশাবাদী হওয়ার প্রবণতা রয়েছে। গত একশ পঞ্চাশ বছর ধরে, ব্রিটেন এবং পশ্চিম ইউরোপে মন্ডলী পতনের দিকে এগিয়ে চলেছে। মন্ডলী আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে, তবে এটি সাধারণত খুব অসার এবং জাগতিক। বেশিরভাগ খ্রীষ্ট বিশ্বাসী বলে দাবি করে যারা তারা প্রভুর প্রতি খুবই কম উৎসাহ দেখায়। ক্যারিশম্যাটিক প্রচারভিযান, যার গুরুত্ব শুধু স্বাস্থ্য এবং সম্পদ, সমৃদ্ধির সুসমাচার, অসার স্তোত্রগান, মনুষ্য-কেন্দ্রিক উপাসনা, ঈশ্বরের ভয়ের অনুপস্থিতি এবং ব্যক্তিগত পবিত্রতার উপর গুরুত্বের অভাবের উপর ভিত্তি করে উন্নয়নশীল জগতের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের বৈশিষ্ট্য। পরিস্থিতি যেন খারাপ থেকে আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। অনেক সেরা খ্রীষ্ট বিশ্বাসী দুঃখিত ও হতাশ বোধ করছেন। তারা ভাবেন এই অবস্থা এমনই চলতে থাকবে যতক্ষণ না খ্রীষ্ট ফিরে আসেন। কিন্তু সখেরিয়ের মাধ্যমে ঈশ্বর আমাদের উৎসাহিত করছেন। ভালো দিন খুব কাছেই এসে গেছে।

১ এবং ২ পদ, <u>মাপের দড়ি হাতে এক ব্যক্তি</u>— "পরে আমি চক্ষু তুলিয়া দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, পরিমাণরজ্জু হস্তে এক পুরুষ। 2 তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কোথায় যাইতেছেন? তিনি আমাকে কহিলেন, যিরূশালেম মাপিতে, তাহার প্রস্থ কত ও তাহার দৈর্ঘ কত, তাহা দেখিতে যাইতেছি।"

সেই সময় জেরুশালেম ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। বাবিলের কল্‌দিয়েরা দেয়াল ভেঙে ফেলেছিল, প্রাসাদ ধ্বংস করেছিল এবং মন্দির পুড়িয়ে দিয়েছিল। বাসিন্দাদের বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সত্তর বছর ধরে দেশটি জনশূন্য ছিল। এখন, তুলনামূলকভাবে অল্প সংখ্যক নির্বাসিত ফিরে এসেছিল। তারা একটি বেদী স্থাপন করেছিল এবং জেরুশালেমে আবার ঈশ্বরের উপাসনা শুরু করেছিল। তারা মন্দির নির্মাণ শুরু করেছিল, কিন্তু নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েছিল। তারা সংখ্যায় কম ছিল। শলোমন যখন প্রথম মন্দির নির্মাণ করেছিলেন তখন যে সম্পদ ছিল তাঁর মতো তার কিছুই তাদের ছিল না। তারা শত্রুদের দ্বারা বেষ্টিত ছিল যারা তাদের ভয় দেখানোর এবং কাজ বন্ধ করার চেষ্টা করেছিল। অর্থনৈতিক অবস্থাও কঠিন ছিল। তাদের নিজের জন্য ঘর তৈরি করতে হয়েছিল এবং ক্ষেত চাষ করতে হয়েছিল। হতাশা যখন দখল করে নেয় তখন অসুবিধাগুলির উপর মনোযোগ দেওয়া সহজ। কিছুজন ভেবেছিল তারা কখনই মন্দির নির্মাণ সম্পূর্ণ করতে পারবে না। তারা ভেবেছিল জেরুজালেম সর্বদা ধ্বংসস্তূপ হয়ে থাকবে। অবশ্যই ঈশ্বর তাদের পরিত্যাগ করেছেন। তিনি ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের উপর ক্রোধিত। তাদের পাপ ভয়াবহ এবং মনে হচ্ছে যেন ঈশ্বর তাদের চিরতরে ত্যাগ করেছেন। কিন্তু এখানে, আমরা একটি আকর্ষণীয় দর্শন দেখতে পাচ্ছি। ঈশ্বর সখরিয়কে দেখান যে একটি ভবিষ্যৎ আছে। এখানে একজন জরিপকারী, একজন নির্মাতা, যার হাতে একটি মাপের দড়ি রয়েছে। নির্মাণের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। ঈশ্বর নিজেই এতে জড়িত। শহরটি আবার নির্মিত হবে। এখানে আমাদের সখরিয়ের জন্য, সেই সময়ের ইহুদিদের জন্য, কিন্তু আজকের ঈশ্বরের প্রকৃত মন্ডলীর জন্যও একটি উৎসাহজনক দর্শন রয়েছে।

৩ এবং ৪ পদের দিকে তাকালে, <u>জেরুশালেম জনাকীর্ণ</u>—"আর দেখ, যে দূত আমার সহিত আলাপ করিতেছিলেন, তিনি অগ্রসর হইলেন; আর একজন দূত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। তিনি উঁহাকে কহিলেন, তুমি দৌড়াইয়া গিয়া যুবককে বল, যিরূশালেমের মধ্যবর্তী মনুষ্যদের ও পশুদের আধিক্য প্রযুক্ত প্রাচীর-বিহীন গ্রাম-সমূহের ন্যায় তাহার বসতি হইবে।"

একজন স্বর্গদূত সখরিয়কে এই দর্শনগুলি দেখাচ্ছিলেন। আরেকজন স্বর্গদূত এই স্বর্গদূতের সাথে দেখা করতে আসেন এবং তার কাছে ঘোষণা করার জন্য একটি চমৎকার বার্তা রয়েছে: "তুমি দৌড়াইয়া গিয়া যুবককে বল, যিরূশালেমের মধ্যবর্তী মনুষ্যদের ও পশুদের আধিক্য প্রযুক্ত প্রাচীর-বিহীন গ্রাম-সমূহের ন্যায় তাহার বসতি হইবে'—পদ ৪। সেই সময় জেরুশালেমে খুব কম মানুষই বাস করত। এর কোনও প্রাচীর ছিল না এবং বাসিন্দাদের জন্য খুব কম নিরাপত্তা ছিল। এর পঁচাত্তর বছর পরে, নহিমিয়ের সময়ে, জেরুশালেমের দেয়ালগুলি অবশেষে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছিল। এমনকি সেই পরবর্তী সময়েও, মানুষকে জেরুশালেমে বসবাস করতে বাধ্য করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল। সেখানে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে বসবাসের জন্য কিছু লোককে প্রশংসিত করা হয়েছিল। একটি কার্যকর শহর তৈরি করার জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক বাসিন্দা থাকা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এখানে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে জেরুশালেমে বসবাস করতে আসা ভিড়কে প্রাচীরগুলি ধরে রাখতে সক্ষম হবে না। পরে, জেরুশালেম বৃদ্ধি পেয়েছিল, কিন্তু তখন এটি একটি প্রাচীর ঘেরা শহর ছিল। একইভাবে, যীশুর সময়ে, জেরুজালেমের উল্লেখযোগ্য জনসংখ্যা ছিল, কিন্তু কিন্তু তারা সবাই শহরের প্রাচীরের ভেতরে সীমাবদ্ধ ছিল। ৭০ খ্রিস্টাব্দে রোমীয়রা যখন জেরুশালেম ধ্বংস করেছিল, তখন দেয়াল ভেঙে ফেলার আগে তাদের পাঁচ মাস ধরে শহরটি অবরোধ করতে হয়েছিল। তাহলে এই ভাববাণী কবে পূর্ণ হয়েছে? এটি নিশ্চয়ই এখনও পূর্ণ হয়নি। মণ্ডলী নতুন জেরুশালেমে পরিণত হয়েছে। নতুন নিয়মের যুগে এটি ক্রমেই বৃদ্ধি পাবে। পঞ্চাশত্তমীর দিনে, মণ্ডলীতে তিন হাজার সদস্য যুক্ত হয়েছিল। শীঘ্রই এই সদস্য সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। মণ্ডলীটি এখন এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে এটি বিশ্বের প্রতিটি দেশেই সংখ্যালঘু হিসেবে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সত্যিকারের মণ্ডলী এখনও বিশ্বের জনসংখ্যার তুলনায় মাত্র এক ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু। নিশ্চয়ই এই অংশটি এখানে-ওখানে হাতে গোনা কয়েকজনের কথা নয়, বরং এক বিশাল সংখ্যাগোষ্ঠীর কথা বলছে। আমরা আমাদের নিজস্ব মণ্ডলীগুলির কথা ভাবি, তারা কত ছোট। তবে, এখানে উপচে পড়া সংখ্যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ঈশ্বরের মন্ডলী হবে "মনুষ্যদের ও পশুদের আধিক্য প্রযুক্ত প্রাচীর-বিহীন গ্রাম-সমূহের ন্যায় তাহার বসতি হইবে।" আমরা বিশ্বাস ও আশাবাদ নিয়ে সেই দিনের প্রতীক্ষা করি যখন আমাদের মণ্ডলীগুলোতে কেবল দাঁড়ানোর জায়গা থাকবে, আর ভিড় বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে ভিতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করবে।

৫ পদ, ঈশ্বর রক্ষা করেন—"কারণ, সদাপ্রভু বলেন, আমিই তাহার চারিদিকে অগ্নিময় প্রাচীরস্বরূপ হইব, এবং আমি তাহার মধ্যবর্তী প্রতাপ স্বরূপ হইব।"

প্রাচীন কালে মানুষের কাছে, প্রাচীরবিহীন শহর খুবই দুর্বল ছিল। শত্রুরা সহজেই অন্ধকারের আড়ালে আক্রমণ করতে পারত। কিন্তু এখানে একটি প্রতিশ্রুতি রয়েছে। ঈশ্বর বলেন, "আমিই তাহার চারিদিকে অগ্নিময় প্রাচীরস্বরূপ হইব, এবং আমি তাহার মধ্যবর্তী প্রতাপ স্বরূপ হইব।" যখন নেবুখাদনেজার জেরুজালেম আক্রমণ করেছিলেন, তখন শহরের শক্তিশালী দেয়াল ছিল কিন্তু তবুও তারা তাকে দূরে রাখতে পারেনি। অবরোধ রক্ষকদের দুর্বল করে দিয়েছিল, এবং ধীরে ধীরে ধ্বংসকারী প্রাচীর ভাঙার দণ্ড দেয়াল ভেঙে ফেলেছিল। কিন্তু যদি জেরুজালেমের চারপাশে ঐশ্বরিক অগ্নি-প্রাচীর থাকত, তাহলে কে সেটি ভেদ করতে পারত? যখন মিশরের ঘোড়া এবং রথ লোহিত সাগরে ইস্রায়েলীয়দের অনুসরণ করছিল, তখন ঈশ্বর তাদের এবং ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে একটি বাধা ছিলেন। তিনি ইস্রায়েলকে আলো প্রদানকারী অগ্নিস্তম্ভ এবং মিশরীয়দের জন্য অন্ধকারের মেঘ ছিলেন।

রাজা অহসিয় একজন সেনাপতিকে তার পঞ্চাশ জন সৈন্যসহ পাঠালেন ভাববাদী এলিয়াকে গ্রেপ্তার করার জন্য, যিনি একটি পাহাড়ের উপর বসে ছিলেন। তিনি ভাববাদীকে বললেন, "'হে ঈশ্বরের লোক, রাজামশাই বলেছেন, 'আপনি নিচে নেমে আসুন''২ রাজাবলি ১, ৯ পদ। ভাববাদী উত্তর দিলেন, "আমি যদি সত্যিই ঈশ্বরের লোক, তবে আকাশ থেকে আগুন নেমে এসে তোমাকে ও তোমার পঞ্চাশ জন লোককে গ্রাস করে ফেলুক''—১০ পদ। স্বর্গ থেকে আগুন নেমে এসে তাকে এবং তার পঞ্চাশ জন সৈন্যকে গ্রাস করে ফেলল। এরপর রাজা পঞ্চাশ জন সৈন্যসহ আরেকজন সেনাপতিকে পাঠালেন। এই ব্যক্তি দাবি করলেন, "হে ঈশ্বরের লোক, রাজা একথা বলেছেন, 'আপনি এক্ষুনি নিচে নেমে আসুন''— ১১ পদ। আবার ভাববাদী উত্তর করলেন, "আমি যদি সত্যিই ঈশ্বরের লোক, তবে আকাশ থেকে আগুন নেমে এসে তোমাকে ও তোমার পঞ্চাশ জন লোককে গ্রাস করে ফেলুক! তখন আকাশ থেকে ঈশ্বরের আগুন নেমে এসে তাঁকে ও তাঁর পঞ্চাশ জন লোককে গ্রাস করে ফেলেছিল"— পদ ১২। ঈশ্বর ছিলেন অগ্নি-প্রাচীর যা তাঁর ভাববাদীকে রক্ষা করছিল। কোন সৈন্য তাকে ক্ষতি করতে পারেনি। রাজা যখন তাঁর পঞ্চাশ জন সৈন্য সহ আরও একজন সেনাপতিকে পাঠালেন, কোন সৈন্য তাকে ক্ষতি করতে পারেনি। রাজা যখন তাঁর পঞ্চাশ জন সৈন্য সহ আরও একজন সেনাপতিকে পাঠালেন, "তৃতীয় এই সেনাপতি সেখানে গিয়ে এলিয়র সামনে নতজানু হলেন। "হে ঈশ্বরের লোক," তিনি ভিক্ষা চেয়েছিলেন, "দয়া করে আপনার দাস—আমার ও এই পঞ্চাশ জন লোকের প্রাণের মর্যাদা রক্ষা করুন! দেখুন, আকাশ থেকে আগুন নেমে এসে প্রথম দুজন সেনাপতি ও তাদের লোকজনকে গ্রাস করল। কিন্তু এখন আমার প্রাণের মর্যাদা রক্ষা করুন''— ১৩ এবং ১৪ পদ। এই সেনাপতি পুরোপুরি জানতেন যে তার সেনাবাহিনী যত বড়ই হোক এবং তারা যতই সুসজ্জিত হোক না কেন, ঈশ্বরের অগ্নির সামনে তারা অসহায়।

নতুন জেরুশালেম হল ঈশ্বরের মন্ডলী। আজ মন্ডলীর অনেক শত্রু রয়েছে। কেউ কেউ রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী এবং নির্মম। আবার কেউ কেউ চালাক এবং পরিশীলিত। কিন্তু মন্ডলী নিরাপদ কারণ ঈশ্বর তার চারপাশে অগ্নি প্রাচীর। যীশু বলেছিলেন, "আর এই পাথরের উপরে আমি আপন মণ্ডলী গাঁথিব, আর পাতালের পুরদ্বার সকল তাহার বিপক্ষে প্রবল হইবে না"—মথি ১৬, ১৮ পদ। শহরের দ্বারে নেতারা

একত্রিত হয়ে তাদের পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন। নরকের সমস্ত ধূর্ততা ঈশ্বরের মন্ডলীর বিরুদ্ধে সংগঠিত। কিন্তু খ্রীষ্ট তাঁর মন্ডলী নির্মাণ করবেন, এবং কিছুই এটিকে বাধা দিতে বা ধ্বংস করতে পারবে না। খ্রীষ্টের মন্ডলীর অগ্রগতিকে কিছুই আটকাতে পারবে না, কারণ তিনি তাঁর মন্ডলী নির্মাণ করছেন।

আমাদের এখানে আরও বলা হয়েছে যে, "আমি তাহার মধ্যবর্তী প্রতাপ স্বরূপ হইব"—পদ ৫। ইস্রায়েল যখন মিশর থেকে প্রতিশ্রুত দেশে যাত্রা করেছিল, তখন তাদের ক্ষেত্রে এটি আশ্চর্যজনকভাবে সত্য ছিল। ঈশ্বর তাঁর মহিমান্বিত উপস্থিতি রূপে তাদের মধ্যে অধিষ্ঠান করেছিলেন। দিনে মেঘের স্তম্ভ এবং রাতে অগ্নি-স্তম্ভ ইস্রায়েলকে নেতৃত্ব দিত, এবং যখন তারা শিবির স্থাপন করত, তখন ঈশ্বরের উপস্থিতির স্তম্ভ সমাগম তাঁবুর উপর স্থির থাকত। যখন মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল, তখন ঈশ্বরের উপস্থিতি পাপাবরণের উপর করূবদের মধ্যে মহাপবিত্রস্থান পূর্ণ করে দিয়েছিল।

যিহিষ্কেলের ভাববাণীতে আমাদের ঈশ্বরের উপস্থিতির মহিমার নাটকীয় প্রস্থান সম্পর্কে বলা হয়েছে। প্রথমত, আমাদের বলা হয়েছে, "ঈশ্বরের প্রতাপ যে করূবের উপরে ছিল, তাহা হইতে উঠিয়া গৃহের গোবরাটের নিকটে গেল,"—যিহিষ্কেল ৯, ৩পদ। তারপর পরবর্তী অধ্যায়ে, আমাদের বলা হয়েছে, "পরে সদাপ্রভুর প্রতাপ গৃহের গোবরাটের উর্ধ্ব হইতে প্রস্থান করিয়া করূবদের উপরে দাঁড়াইল। তখন করূবেরা আমার দৃষ্টিগোচরে প্রস্থানকালে পক্ষ উঠাইয়া ভূতল হইতে উর্ধ্বগমন করিল; এবং তাহাদের পার্শ্বে চক্রগুলিও গমন করিল; পরে করূবেরা সদাপ্রভুর গৃহের পূর্বদ্বারের প্রবেশস্থানে দাঁড়াইল; তখন ইস্রায়েলের ঈশ্বরের প্রতাপ উর্ধ্বে তাহাদের উপরে ছিল" —যিহিষ্কেল ১০, ১৮ এবং ১৯ পদ। অবশেষে, পরবর্তী অধ্যায়ে, বলা হয়েছে, "পরে করূবগণ আপন আপন পক্ষ উঠাইল, তখন চক্রগুলিও তাহাদের পার্শ্বে ছিল, এবং ইস্রায়েলের ঈশ্বরের প্রতাপ উর্ধ্বে তাহাদের উপরে ছিল। পরে সদাপ্রভুর প্রতাপ নগরের মধ্য হইতে উর্ধ্বগমন করিয়া নগরের পূর্বপার্শ্বস্থিত পর্বতের উপরে স্থগিত হইল"—যিহিষ্কেল ১১:২২ এবং ২৩। প্রভুর মহিমা মন্দির থেকে এবং জেরুশালেম থেকে চলে গিয়েছিল।

এবং এখন আমরা পড়ি যে ঈশ্বরের মহিমাই হবে তার মধ্যে বিরাজমান মহিমা। দ্বিতীয় মন্দিরটি নির্মিত হওয়ার সময় প্রভুর মহিমা তার উপর নেমে আসার কোনও উল্লেখ নেই। তবে, ভাববাদী হগয়ের মাধ্যমে বলা হয়েছিল, "ই গৃহের পূর্ব প্রতাপ অপেক্ষা উত্তর প্রতাপ গুরুতর হইবে, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন; আর এই স্থানে আমি শান্তি প্রদান করিব, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন"- হগয় ২, ৯ পদ । এই দ্বিতীয় মন্দিরের মহিমা আরও বেশি হবে কারণ মশীহ, যিনি স্বয়ং ঈশ্বর, যিনি এতে প্রবেশ করার জন্য অবনত হবেন এবং সেখানে শিক্ষা দেবেন। ইহুদিরা যখন খ্রীষ্টকে ক্রুশে দিয়েছিল তখন সেই দ্বিতীয় মন্দিরটি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তিন দিনের মধ্যে, তিনি নতুন, অনন্তকালীন মন্দিরটি উত্থাপন করেছিলেন। যীশু বলেছিলেন, "যীশু উত্তর করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা এই মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেল, আমি তিন দিনের মধ্যে ইহা উঠাইব। তখন যিহূদীরা কহিল, এই মন্দির নির্মাণ করিতে ছেচল্লিশ বৎসর লাগিয়াছে; তুমি কি তিন দিনের মধ্যে ইহা উঠাইবে? কিন্তু তিনি আপন দেহরূপ মন্দিরের বিষয় বলিতেছিলেন" —যোহন ২, ১৯ থেকে ২১ পদ। এই নতুন মন্দির হল তাঁর মন্ডলী। এটি জীবন্ত জীবন্ত প্রস্তর, বিশ্বাসীদের দ্বারা গঠিত এবং খ্রীষ্ট নিজেই হলেন কোণস্থ প্রধান প্রস্তর। এই মন্দিরে পবিত্র আত্মা বাস করে, এবং এর মধ্যে ঈশ্বরের মহিমাও রয়েছে।

এবার ৬ এবং ৭ পদে আসি, <u>পরজাতিদের কাছ থেকে নিজেকে পৃথক করো</u>—"অহো! অহো! উত্তর দেশ হইতে পলায়ন কর, ইহা সদাপ্রভু বলেন; কেননা আমি তোমাদিগকে আকাশের চারি বায়ুর ন্যায় বিস্তৃত করিয়াছি, ইহা সদাপ্রভু বলেন। অহো সিয়োন, বাবিল-কন্যার সহনিবাসিনী! রক্ষার্থে পলায়ন কর।"

উত্তরের ভূমি ছিল প্রথমে অশূর, তারপর বাবিল এবং অবশেষে পারস্য। এই সাম্রাজ্যগুলি পূর্ব দিকে ছিল কিন্তু তারা সর্বদা উত্তর দিক থেকে আক্রমণ করত। ঈশ্বর ইস্রায়েলকে বিদেশে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। মূর্তিপূজার কারণে তাঁর লোকেদের উপর তাঁর ক্রোধে, তারা বন্দী হয়েছিলেন এবং ঈশ্বর তাদেরকে পরজাতিদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন তাঁর উদ্দেশ্য হল তাদের আবার ইস্রায়েলের দেশে একত্রিত করা। অশূর এবং বাবিল ধ্বংস হয়ে গেছে। ইহুদিদের নিজেদেরকে পরজাতিদের থেকে আলাদা করতে হবে। দুঃখের বিষয়, মেসোপটেমিয়ায় অনেক ইহুদি আরামে ছিল। তাদের সুন্দর বাড়ি, ভালো চাকরি এবং ব্যবসা ছিল। কিন্তু ঈশ্বরের ক্রোধ পরজাতিগুলির উপর, এবং তিনি তাদের ধ্বংস করতে চলেছেন। তিনি তাঁর লোকেদের সতর্ক করেন, "অহো সিয়োন, বাবিল-কন্যার সহনিবাসিনী! রক্ষার্থে পলায়ন কর।" পরজাতিদেরদের সাথে ধ্বংস হও না।

একই বার্তা আজ আমাদের কাছেও আসে। পৌল করিন্থীয় বিশ্বাসীদের সতর্ক করেছিলেন, "তোমরা অবিশ্বাসীদের সহিত অসমভাবে জোঁয়ালিতে বদ্ধ হইও না; কেননা ধর্মে ও অধর্মে পরস্পর কি সহযোগিতা? অন্ধকারের সহিত দীপ্তিরই বা কি সহভাগিতা? আর বলীয়ালের [পাপদেবের] সহিত খ্রীষ্টের কি ঐক্য? অবিশ্বাসীর সহিত বিশ্বাসীরই বা কি অংশ? আর প্রতিমাদের সহিত ঈশ্বরের মন্দিরেরই বা কি সমপর্ক? আমরাই ত জীবন্ত ঈশ্বরের মন্দির, যেমন ঈশ্বর বলিয়াছেন, "আমি তাহাদের মধ্যে বসতি করিব ও গমনাগমন করিব; এবং আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব, ও তাহারা আমার প্রজা হইবে।" অতএব "তোমরা তাহাদের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আইস, ও পৃথক হও, ইহা প্রভু কহিতেছেন, এবং অশুচি বস্তু স্পর্শ করিও না; তাহাতে আমিই তোমাদিগকে গ্রহণ করিব, এবং তোমাদের পিতা হইব, ও তোমরা আমার পুত্রকন্যা হইবে, ইহা সর্বশক্তিমান প্রভু কহেন"—২ করিন্থীয় ৬, ১৪ থেকে ১৮ পদ অপরিবর্তিত বিশ্বাসের ব্যক্তিদের বিয়ে করা বা তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়িক

সম্পর্কে প্রবেশ করা নিন্দনীয়। এটি প্রায় সর্বদা আপোষের দিকে পরিচালিত করবে। খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা এবং অবিশ্বাসীরা একেবারে বিপরীত। খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা ঈশ্বরকে ভালোবাসে, কিন্তু অবিশ্বাসীরা ঈশ্বরকে ঘৃণা করে। যদি আমরা ঈশ্বরকে ভালোবাসি ও তাঁর পথ অনুসরণ করি, তাহলে যারা শয়তান এবং তার পথকে ভালোবাসে, তারা আমাদের ঘৃণা করবে।

প্রত্যত্যাগী মন্ডলীর বিষয়ে প্রকাশিত বাক্যেও অনুরূপ শিক্ষা পাওয়া যায়। "পরে আমি স্বর্গ হইতে এইরূপ আর এক বাণী শুনিলাম, 'হে আমার প্রজাগণ, উহা হইতে বাহিরে আইস, যেন উহার পাপ সকলের সহভাগী না হও, এবং উহার আঘাত সকল যেন প্রাপ্ত না হও। কেননা উহার পাপ আকাশ পর্যন্ত সংলগ্ন হইয়াছে এবং ঈশ্বর উহার অপরাধ সকল স্মরণ করিয়াছেন। সে যেরূপ ব্যবহার করিত, তোমরাও তাহার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার কর; আর তাহার ক্রিয়ানুসারে দ্বিগুণ, দ্বিগুণ প্রতিফল তাহাকে দেও; সে যে পাত্রে পেয় প্রস্তুত করিত, সেই পাত্রে তাহার জন্য দ্বিগুণ পরিমাণে পেয় প্রস্তুত কর" প্রকাশিত বাক্য ১৮, ৪ থেকে ৬ পদ। ঈশ্বরের প্রকৃত লোকেরা খ্রীষ্টবিরোধী মন্ডলীর সদস্য নয় অথবা ধর্মবিরোধী শিক্ষা দেয় এবং অনৈতিকতা অনুশীলন করে এমন দেহের সদস্য নয়।

ইহুদিদের জেরুশালেমে ফিরে যেতে হবে। ঈশ্বরের লোকেদের এমন পবিত্র মানুষ হতে হবে যারা দুষ্টদের সাথে অসম জোয়ালে আবদ্ধ থাকবে না। সত্য খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদেরদের রোমান ক্যাথলিক মন্ডলী এবং পূর্ব অর্থোডক্স মন্ডলীর ধর্মীয় উপাসনা এবং মূর্তিপূজা এবং অনেক মূলধারার মন্ডলীর উদার অবিশ্বাস থেকে নিজেদের আলাদা করতে হবে।

<u>ঈশ্বর তাঁর শত্রুদের ধ্বংস করে মহিমান্বিত হবেন,</u> ৮ থেকে ৯ পদ— "কারণ বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন; প্রতাপের পরে তিনি আমাকে সেই জাতিগণের কাছে পাঠাইলেন, যাহারা তোমাদিগকে লুট করিয়াছে; কেননা যে ব্যক্তি তোমাদিগকে স্পর্শ করে, সে তাঁহার চক্ষুর তারা স্পর্শ করে। কারণ দেখ, আমি তাহাদের উপরে আপন হস্ত চালাইব, তাহাতে তাহারা আপন দাসগণের লুটবস্তু হইবে, আর তোমরা জানিবে যে, বাহিনীগণের সদাপ্রভুই আমাকে পাঠাইয়াছেন।"

"পরে তিনি আমাকে সেই জাতিগণের কাছে পাঠাইলেন, যাহারা তোমাদিগকে লুট করিয়াছে।" অবশেষে ঈশ্বরই গৌরব লাভ করবেন। তাঁর শত্রুরা সকলেই শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে যাবে। তারা ঈশ্বরের জনগণকে নিয়ে উপহাস করে এবং ঠাট্টা করে, কিন্তু সদাপ্রভু তাঁর লোকেদের জন্য দুঃখিত এবং তাঁর নিজের মহান নামের জন্য চিন্তিত। তাঁর শত্রুদের পদতলে দলিত করা হবে। নারীর বংশ সর্পের মাথা চূর্ণ করবে। খ্রীষ্ট শয়তান এবং তার সমস্ত অনুসারীদের চূর্ণ করবেন। যারা মন্ডলীকে নষ্ট করেছে তারা নষ্ট হবে। মন্ডলীর শত্রুরা ঈশ্বরের চোখের মণি স্পর্শ করে। ঈশ্বরের কাছে আপনি কতই না বিশেষ, আপনারা যারা তাঁর সন্তান!

তিনি আপনাদের অসীম, অনন্তকালীন এবং অপরিবর্তনীয় ভালোবাসা দিয়ে ভালোবাসেন। যিশাইয় লিখেছিলেন: "আমি সদাপ্রভুর নানাবিধ দয়া কীর্তন করিব; সদাপ্রভু আমাদের যে সকল উপকার করিয়াছেন, এবং আপনার নানাবিধ করুণা ও প্রচুর দয়ানুসারে ইস্রায়েল কুলের যে প্রচুর মঙ্গল করিয়াছেন, তদনুসারে আমি সদাপ্রভুর প্রশংসা কীর্তন করিব"—যিশাইয় ৬৩, ৭ পদ। তিনি তাঁর লোকেদের প্রতি চুক্তিবদ্ধ প্রেমে আবদ্ধ, অতএব, "তাহাদের সকল দুঃখে তিনি দুঃখিত হইতেন, তাঁহার শ্রীমুখস্বরূপ দূত তাহাদিগকে পরিত্রাণ করিতেন; তিনি আপন প্রেমে ও আপন স্নেহে তাহাদিগকে মুক্ত করিতেন, এবং পুরাকালের সমস্ত দিন তাহাদিগকে তুলিয়া বহন করিতেন"—যিশাইয় ৬৩, পদ ৯। আমাদের মহান রাজা বলেছেন, "আমি কুণ্ডের দ্রাক্ষা একাকী দলন করিয়াছি, জাতিগণের মধ্যে কেহই আমার সঙ্গে ছিল না। আমি ক্রোধে তাহাদিগকে দলন করিলাম, কোপভরে তাহাদিগকে মর্দন করিলাম; আর তাহাদের রক্তের ছিটা আমার বস্ত্রে লাগিল, আমার সমস্ত পরিচ্ছদ কলঙ্কিত করিলাম। কেননা প্রতিশোধের দিন আমার চিত্তে রহিয়াছে, ও আমার মুক্ত লোকদের বৎসর আসিল"——যিশাইয় ৬৩, ৩ এবং ৪ পদ।

সদাপ্রভুর দূত, যিনি এখানে কথা বলছেন, তিনি স্পষ্টতই ত্রিত্বের দ্বিতীয় ব্যক্তি, প্রভু নিজেই, কারণ তিনি আরও বলেন, "কারণ দেখ, আমি তাহাদের উপরে আপন হস্ত চালাইব, তাহাতে তাহারা আপন দাসগণের লুটবস্তু হইবে, আর তোমরা জানিবে যে, বাহিনীগণের সদাপ্রভুই আমাকে পাঠাইয়াছেন"— পদ ৯। ঈশ্বরের সেই হাত চালানো শত্রুদের নেতাদের ধ্বংস করবে, যাতে তারা নিজেদের দাসদের কাছেই লুণ্ঠনের বস্তু হয়ে যাবে। এর শেষ পরিণতি হবে এই যে সকলেই স্বীকার করবে যে যীশু খ্রীষ্টই প্রভু, এবং এর মাধ্যমে পিতা ঈশ্বর মহিমা লাভ করবেন— ফিলিপীয় ২, ১১ পদ।

এখন ১০ পদে আসি— <u>বিজয়ের গান গাও</u>—"সিয়োন-কন্যে, আনন্দগান কর, আহ্লাদ কর, কেননা দেখ, আমি আসিতেছি, আর আমি তোমার মধ্যে বাস করিব, ইহা সদাপ্রভু বলেন।"

প্রায়শই, ঈশ্বরের লোকেরা হতাশ এবং বিমর্ষ হয়ে পড়ে। এখানে ইহুদিদের আনন্দে গান গাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। আমরা প্রায়শই দীর্ঘশ্বাস ফেলি এবং আর্তনাদ করি। না, মনে রাখবেন পৌল কী বলেছিলেন—ফিলিপীয় ৪, পদ ৪: "তোমরা প্রভুতে সর্বদা আনন্দ কর; পুনরায় বলিব, আনন্দ কর।" "যিনি আমাদিগকে প্রেম করিয়াছেন, তাঁহারই দ্বারা আমরা এই সকল বিষয়ে বিজয়ী অপেক্ষাও অধিক বিজয়ী হই"—রোমীয় ৮:৩৭। "এই সকল বিষয়ে আমরা কি বলিব? ঈশ্বর যখন আমাদের সপক্ষ, তখন আমাদের বিপক্ষ কে?—রোমীয় ৮:৩১। আসুন আমরা আনন্দে গান করি! ঈশ্বর আর আমাদের কাছে অপরিচিত থাকবেন না। তিনি আর আমাদের শত্রু থাকবেন না। তিনি আমাদের মাঝে এসে বাস করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আমরা মাঝে মাঝে প্রার্থনা করি, "আহা, তুমি আকাশমণ্ডল বিদীর্ণ করিয়া নামিয়া আইস, পর্বতগণ তোমার সাক্ষাতে কম্পিত হউক"—যিশাইয় ৬৪, ১ পদ। কিন্তু এখন তিনি আমাদের আশ্বস্ত করেন যে তিনি আসবেন, এবং তিনি আমাদের

সাথে বাস করবেন। তিনি আমাদের আরও আশ্বস্ত করেছেন, "তোমাদের আচার-ব্যবহার ধনাসক্তিবিহীন হউক; তোমাদের যাহা আছে, তাহাতে সন্তুষ্ট থাক; কারণ তিনিই বলিয়াছেন, "আমি কোন ক্রমে তোমাকে ছাড়িব না, ও কোন ক্রমে তোমাকে ত্যাগ করিব না।" অতএব আমরা সাহসপূর্বক বলিতে পারি, "প্রভু আমার সহায়, আমি ভয় করিব না; মনুষ্য আমার কি করিবে?"—ইব্রীয় ১৩, ৫ এবং ৬ পদ। আসুন আমরা আমাদের হৃদয় থেকে তাঁর প্রশংসা গাই এবং তাঁর মধ্যে আনন্দ করি!

এরপর, ১১ পদে এসে আমরা দেখি — অনেক জাতি ইস্রায়েলের সাথে যুক্ত হবে—"সেই দিনে অনেক জাতি সদাপ্রভুতে আসক্ত হইবে, আমার প্রজা হইবে; এবং আমি তোমার মধ্যে বাস করিব, তাহাতে তুমি জানিবে যে, বাহিনীগণের সদাপ্রভুই আমাকে তোমার নিকটে পাঠাইয়াছেন।"

প্রভু স্পষ্টতই কেবল ইস্রায়েল এবং যিহূদার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নন। অনেক জাতি আসবে এবং তাদের সাথে একত্রিত হবে। এটি নতুন নিয়মের সময়ে ঘটেছিল। খ্রীষ্ট আদেশ দিয়েছিলেন যে সুসমাচার সমস্ত জাতির কাছে প্রচার করা হবে। পঞ্চাশত্তমীর পরে, মন্ডলীটি অ-ইহুদী বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। সেই থেকে শতাব্দী ধরে, সমস্ত জাতি প্রভাবিত হয়েছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাদের মধ্যে কেবল একটি অবশিষ্টাংশই এসেছে। নিশ্চিতভাবেই এখানে একটি প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে এই জাতিগুলি থেকে কেবল কয়েকটি নয়, বরং এই জাতিগুলি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের কাছে আসবে। আমরা ঈশ্বরের মন্ডলীতে অসংখ্য জনতা একত্রিত হওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। তারা ঈশ্বরের হবে ঠিক যেমন ইস্রায়েল ছিল। ঈশ্বর নিজেই এই জাতিগুলিতে বাস করবেন এবং তিনি তাদের ঈশ্বর হবেন এবং তারা তাঁর লোক হবে। সবাই জানবে যে এই ভাববাণী বাহিনীগণের সদাপ্রভুর পক্ষ থেকে তাঁর ভাববাদীর মাধ্যমে প্রেরিত সত্য।

এবং এরপর ১২ পদের দিকে আসি—ঈশ্বরের লোকেরা তাঁর অংশ হবে— "আর সদাপ্রভু পবিত্র দেশে আপনার অংশ বলিয়া যিহূদাকে অধিকার করিবেন, ও যিরূশালেমকে আবার মনোনীত করিবেন।"

ঈশ্বর যিহূদা এবং জেরুশালেমকে মনোনীত করেছেন। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে যে তিনি তাদের প্রতি আগ্রহী নন এবং তাদের ভুলে গেছেন, কিন্তু আসলে তা নয়। তারা তাঁর আনন্দ এবং তাদের সামনে একটি মহান ভবিষ্যৎ রয়েছে। এটি যিহূদা এবং জেরুশালেমের ক্ষেত্রে আক্ষরিক সত্য, কারণ পৌল যেমন বলেছেন, "কেননা ঈশ্বরের অনুগ্রহ-দান সকল ও তাহার আহ্বান অনুশোচনা-রহিত"—রোমীয় ১১:২৯। আমরা প্রাকৃতিক শাখাটিকে আবার তার নিজস্ব জলপাই গাছের সাথে কলমরূপে যুক্ত করার জন্য খুঁজছি। কিন্তু এই কথাগুলি ঈশ্বরের সমস্ত লোকের জন্য সত্য, ইহুদি বা অ-ইহুদি—তারা তাঁর অংশ এবং আনন্দ। আমরা ঈশ্বরকে আমাদের উত্তরাধিকার হিসেবে গ্রহণ করি এবং ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর উত্তরাধিকার হিসেবে গ্রহণ করেন।

পদ ১৩, হে শত্রুগণ, নীরব থাক —"সদাপ্রভুর সাক্ষাতে প্রাণীমাত্র নীরব হও, কেননা তিনি আপন পবিত্র আবাসের মধ্য হইতে জাগিয়া উঠিয়াছেন।"

অনেক দিন ধরে মনে হচ্ছিল ঈশ্বর ঘুমিয়ে আছেন। তাঁর লোকেরা তাদের শত্রুদের দ্বারা পদদলিত হচ্ছিল। তিনি তাদের শত্রুদের তাদের বিপথগামীতার কারণে তাদের উপর বিজয় অর্জন করতে দিয়েছিলেন। এবং এখন তিনি তাদের শত্রুদের মোকাবেলা করার জন্য উঠে দাঁড়ান। আর এখন তিনি উঠে দাঁড়িয়েছেন শত্রুদের বিচার করার জন্য। যেমন গীতরচক বলেছেন, "তারপর সদাপ্রভু, ঘুম থেকে জেগে ওঠার মতো, জেগে উঠলেন, যেমন এক যোদ্ধা সুরার অসাড়তা থেকে জেগে ওঠে। তিনি তাঁর শত্রুদের প্রহার করলেন; তাদের চিরস্থায়ী লজ্জার পাত্র করলেন"— গীতসংহিতা ৭৮, পদ ৬৫ এবং ৬৬। যদিও ঈশ্বর ঘুমাচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে, তিনি শীঘ্রই জেগে উঠবেন। আসুন আমরা যিশাইয়ের মতো প্রার্থনা করি: "জাগ, জাগ, বল পরিধান কর, হে সদাপ্রভুর বাহু; জাগ, যেমন পূর্বকালে, সেকালের পুরুষে পুরুষে জাগিয়াছিলে, তুমিই কি রহবকে কুচি কুচি করিয়া কাট নাই, প্রকাণ্ড জলচরকে বিদ্ধ কর নাই? তুমিই কি সমুদ্র, মহাজলধির জল শুষ্ক কর নাই, সমুদ্রের গভীর স্থানকে কি পথ কর নাই, যেন মুক্তিপ্রাপ্ত লোকেরা পার হইয়া যায়?" মন্ডলীর শত্রুরা নীরব হোক এবং ভীত হোক। ঈশ্বর স্বয়ং জাগ্রত হয়েছেন। তিনি যাদের ব্যবহার করে তাঁর লোকেদের শাস্তি দিয়েছিলেন, তাদের কঠোরভাবে দণ্ড দেবেন। তাঁর মন্ডলীর জন্য এক মহিমাময় ভবিষ্যৎ রয়েছে। আমেন।

সখরিয়ের দর্শনসমূহ

ভিডিও বক্তৃতার পাঠক্রম

শ্রদ্ধেয় উইলিয়াম ম্যাকলাউড কর্তৃক

বক্তৃতা #৫ — সখরিয় ৩

মহাযাজক যিহোশূয়

আজ আমরা সখরিয়ের দর্শনের উপর আমাদের পঞ্চম বক্তৃতায় আসছি। এটি "মহাযাজক যিহোশূয়া" সম্পর্কিত এবং এটি সখরিয়ার ৩য় অধ্যায়ে পাওয়া যাবে। তাই সখরিয়ার ৩য় অধ্যায়ে, আমরা ভাববাদীকে দেওয়া চতুর্থ দর্শনটি পাই। এটি পূর্ববর্তী তিনটি থেকে বেশ আলাদা, কিন্তু একই সাথে এটি খুবই উৎসাহজনকও। আমাদের সকলের একটি বড় সমস্যা আছে এবং তা হল আমাদের পাপ। আদমের পাপের ফলে আমরা সকলেই জন্মগতভাবে পাপী। পাপ স্বাভাবিক। ঈশ্বরের আইন ভঙ্গ করা আমাদের পক্ষে সহজ। দুঃখের বিষয়, আমরা চিন্তাভাবনা, কথা এবং কাজে ক্রমাগত পাপ করি। গীতরচক নিজের সম্পর্কে বলেছেন, এবং এটা আমাদের সকলের ক্ষেত্রে সত্য, "দেখ, অপরাধে আমার জন্ম হইয়াছে, পাপে আমার মাতা আমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন।"—গীতসংহিতা ৫১, ৫ পদ। এখানে, তিনি প্রজননের কাজকে উল্লেখ করছেন না। এতে পাপের কিছু নেই, কারণ লেখা আছে, "সকলের মধ্যে বিবাহ আদরণীয় ও সেই শয্যা বিমল [হউক]"—ইব্রীয় ১৩, পদ ৪। বরং, এটি আমাদের অস্তিত্বের শুরু থেকেই আমাদের নৈতিক অবস্থার বিষয়ে একটি বিবৃতি। আমরা আদমে পাপ করেছি এবং তার প্রথম পাপে তার সাথে পতিত হয়েছি। তাই আমাদের ধারণা বা প্রকৃত অস্তিত্বের আগেও, আমরা পাপী ছিলাম কারণ আমরা আদমের সাথে করা চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। ঈশ্বর সমস্ত মানবজাতির সাথে যে মূল চুক্তি করেছিলেন, তাতে আদম তাদের সকলের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছিলেন যারা সাধারণ প্রজন্মের মাধ্যমে তার বংশধর হবে। আদমের প্রথম পাপের ফলে, প্রতিটি পুরুষ এবং নারীর প্রকৃতি পতিত এবং ভ্রষ্ট। এইভাবে পৌল নিজের এবং ইফিষীয় খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের সম্পর্কে জোর দিয়ে বলেন, "আর যখন তোমরা আপন আপন অপরাধে ও পাপে মৃত ছিলে, তখন তিনি তোমাদিগকেও জীবিত করিলেন; সেই সকলেতে তোমরা পূর্বে চলিতে, এই জগতের যুগ অনুসারে, আকাশের কর্তৃত্বাধিপতির অনুসারে, যে আত্মা এখন অবাধ্যতার সন্তানগণের মধ্যে কার্য করিতেছে, সেই আত্মার অধিপতির অনুসারে চলিতে। সেই লোকদের মধ্যে আমরাও সকলে পূর্বে আপন আপন মাংসের অভিলাষ অনুসারে আচরণ করিতাম, মাংসের ও মনের বিবিধ ইচ্ছা পূর্ণ করিতাম, এবং অন্য সকলের ন্যায় স্বভাবতঃ ক্রোধের সন্তান ছিলাম।" এটি ইফিষীয় ২, ১ থেকে ৩ পদ। জন্মগতভাবে আমাদের অবস্থা সম্পূর্ণ ভ্রষ্টতা এবং সম্পূর্ণ অক্ষমতার একটি। আমরা ঈশ্বরের কাছে মৃত এবং আমাদের পাপের মধ্যে ডুবে থাকা অবস্থায় জীবন শুরু করি।

পরিত্রাণ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের কাজ। সমস্ত গৌরব তাঁরই কাছে যেতে হবে। ঈশ্বর এটি পরিকল্পনা করেছিলেন, ক্রুশে আমাদের জন্য এটি অর্জন করার জন্য তাঁর পুত্রকে পাঠিয়েছিলেন এবং এখন আমাদের হৃদয়ে এটি প্রয়োগ করার জন্য তাঁর আত্মাকে প্রেরণ করেছেন। এইভাবে পৌল, আমাদের পাপে মৃত হওয়ার অসহায় অবস্থার কথা বলার পরে, আমাদের জন্য ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ বর্ণনা করতে শুরু করেন: "কিন্তু ঈশ্বর, দয়াধনে ধনবান বলিয়া, আপনার যে মহাপ্রেমে আমাদিগকে প্রেম করিলেন, তৎপ্রযুক্ত আমাদিগকে, এমন কি, অপরাধে মৃত আমাদিগকে, খ্রীষ্টের সহিত জীবিত করিলেন- অনুগ্রহেই তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ- এবং তিনি খ্রীষ্ট যীশুতে আমাদিগকে তাঁহার সহিত উঠাইলেন ও তাঁহার সহিত স্বর্গীয় স্থানে বসাইলেন; উদ্দেশ্য এই, খ্রীষ্ট যীশুতে আমাদের প্রতি প্রদর্শিত তাঁহার মধুর ভাব দ্বারা যেন তিনি আগামী যুগপর্যায়ে আপনার অনুপম অনুগ্রহ-ধন প্রকাশ করেন। কেননা অনুগ্রহেই, বিশ্বাস দ্বারা তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ; এবং ইহা তোমাদের হইতে হয় নাই, ঈশ্বরেরই দান; তাহা কর্মের ফল নয়, যেন কেহ শ্লাঘা না করে"—ইফিষীয় ২, পদ ৪ থেকে ৯। পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা হোক! এটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্তটাই তাঁর মস্ত কাজ, এবং সমস্ত গৌরব তাঁরই প্রাপ্য।

তবে, আমাদের বিশ্বাসের পরিবর্তনের পরেও, দুঃখের বিষয় হল, আমরা এখনও পাপ করে চলেছি। হ্যাঁ, একটি বিশাল পরিবর্তন এসেছে। আমরা আর পাপে মৃত নই। পাপ আমাদের বিরক্ত করে - আমরা এটিকে ঘৃণা করি। এটি আমাদের উপর কর্তৃত্ব করে না, তবুও আমাদের ক্রমাগত এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। যখন পৌল নিজের এবং অন্যান্য খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের সংগ্রামের বর্ণনা দেন, "অতএব আমি এই ব্যবস্থা দেখিতে পাইতেছি যে, সৎকার্য করিতে ইচ্ছা করিলেও মন্দ আমার কাছে উপস্থিত হয়। বস্তুতঃ আন্তরিক মানুষের ভাব অনুসারে আমি ঈশ্বরের ব্যবস্থায় আমোদ করি। কিন্তু আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অন্য প্রকার এক ব্যবস্থা দেখিতে পাইতেছি; তাহা আমার মনের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, এবং পাপের যে ব্যবস্থা আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আছে, আমাকে তাহার বন্দি দাস করে। দুর্ভাগ্য মনুষ্য আমি! এই মৃত্যুর দেহ হইতে কে আমাকে নিস্তার করিবে?"—রোমীয় ৭, ২১ থেকে ২৪ পদ। খ্রীষ্টীয় জীবন হল জগৎ, শরীর এবং শয়তানের বিরুদ্ধে অবিরাম যুদ্ধের একটি।

এখানে দর্শনটি ভাববাদীকে উৎসাহিত করার জন্য এবং আমাদের উৎসাহিত করার জন্য দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, আমরা পাপী; আমরা নরকের যোগ্য। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের ভালোবাসেন এবং আমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন। শয়তান বলে, "তুমি কলঙ্ক। প্রার্থনা করার চেষ্টা করো না। ঈশ্বর তোমার পাপের কারণে তোমাকে ঘৃণা করেন। তাঁর উপস্থিতি থেকে দূরে থাকো। তোমার জন্য কোন আশা নেই। তুমি পাপ করতেই থাকো।" কিন্তু শয়তান, ধূর্ত সর্প, মিথ্যাবাদী যখন সে বলে যে ঈশ্বর আমাদের ঘৃণা করেন, এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার কোন অর্থ নেই। আমাদের পাপকে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানোর প্রতিবন্ধক হতে দেওয়া উচিত নয়। অনুতপ্ত হওয়ার, আমাদের পাপ স্বীকার করার এবং ঈশ্বরের কাছে আসার জন্য আমাদের অনেক উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। "কিন্তু ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁহার নিজের প্রেম প্রদর্শন করিতেছেন; কারণ আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনও খ্রীষ্ট আমাদের নিমিত্ত প্রাণ দিলেন। সুতরাং সমপ্রতি তাঁহার রক্তে যখন ধার্মিক গণিত হইয়াছি, তখন আমরা কত অধিক নিশ্চিত যে, তাঁহা দ্বারা ঈশ্বরের ক্রোধ হইতে পরিত্রাণ পাইব"—রোমীয় ৫, ৮ এবং ৯ পদ। যোহন আমাদের আশ্বস্ত করেন, "যদি কেহ পাপ করে, তবে পিতার কাছে আমাদের এক সহায় আছেন, তিনি ধার্মিক যীশু খ্রীষ্ট"—১ যোহন ২:১। তিনি আরও লেখেন, "তাঁহার পুত্র যীশুর রক্ত আমাদিগকে সমস্ত পাপ হইতে শুচি করে....যদি আমরা আপন আপন পাপ স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্মিক, সুতরাং আমাদের পাপ সকল মোচন করিবেন, এবং আমাদিগকে সমস্ত অধার্মিকতা হইতে শুচি করিবেন"—১ যোহন ১, পদ ৭ এবং ৯। আমাদের সামনের দর্শনটি এই সত্যগুলিকে খুব স্পষ্টভাবে চিত্রিত করে।

তাহলে প্রথমেই, আমরা মহাযাজক যিহোশূয়ের সাথে পরিচিত হই, ১ পদ— "পরে তিনি আমাকে যিহোশূয় মহাযাজককে দেখাইলেন; ইনি সদাপ্রভুর দূতের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন, আর তাঁহার বিপক্ষতা করিবার জন্য শয়তান [বিপক্ষ] তাঁহার দক্ষিণে দাঁড়াইয়াছিল।"

পুরাতন নিয়মের সময়ে, মহাযাজক ছিলেন, যিনি ঈশ্বরের লোকেদের উপাসনার নেতৃত্ব দিতেন। শয়তান ঈশ্বরের মহান শত্রু, এবং তাই ঈশ্বরের লোকেদেরও শত্রু। সে যাজকের ডানদিকে দাঁড়িয়ে থাকে তাকে প্রতিরোধ করার জন্য, তাকে উপহাস করার জন্য এবং তাকে দোষারোপ করার জন্য। যেহেতু শয়তান সরাসরি ঈশ্বরকে আক্রমণ করতে পারে না, তাই সে ঈশ্বরের লোকেদের কষ্ট ও ক্ষতি করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। সে জানে যে ঈশ্বর তার লোকেদের ভালোবাসেন, তাই যদি সে ঈশ্বরের লোকেদের পাপ করাতে পারে, অথবা যদি সে ঈশ্বরের লোকেদের তাঁর উপাসনা এবং তাঁর সেবা করা থেকে বিরত রাখতে পারে, তবে সে মনে করে যে সে ঈশ্বরের ক্ষতি করছে। কিন্তু ঈশ্বরকে আঘাত করা যাবে না। তিনি ধন্য এবং আনন্দিত। তিনি শুরু থেকেই শেষ দেখতে পান। শয়তানের সমস্ত ধূর্ততা সত্ত্বেও শয়তানকে চিরকাল শাস্তি দেওয়া হবে এবং ঈশ্বর তাঁর লোকেদের পরিত্রাণে মহিমান্বিত হবেন। শয়তানকে চূর্ণ করা হবে। তার ধ্বংস দ্রুত এগিয়ে আসছে।

তাই পদ ২, শয়তানকে ভর্ৎসনা করা হয়েছে— "তখন সদাপ্রভু শয়তানকে কহিলেন, শয়তান, সদাপ্রভু তোমাকে ভর্ৎসনা করুন; হাঁ, যিনি যিরূশালেমকে মনোনীত করিয়াছেন, সেই সদাপ্রভু তোমাকে ভর্ৎসনা করুন; এই ব্যক্তি কি অগ্নি হইতে উদ্ধৃত অর্ধদগ্ধ কাষ্ঠস্বরূপ নয়?"

ঈশ্বরের তাঁর লোকেদের সাথে এক বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। তিনি তাদের অনন্তকাল থেকে মনোনীত করেছেন, তাদের মধ্যে কোনও ভালো কিছুর জন্য নয়। তিনি তাদের অনন্ত ভালোবাসা দিয়ে ভালোবাসেন। তাঁর ভালোবাসা অসীম, এবং এটি তাঁর নিজের মতোই - অপরিবর্তনীয়। আমরা এই বিষয়ে নিশ্চিত থাকতে পারি, "ইহাতেই আমার দৃঢ় প্রত্যয় এই যে, তোমাদের অন্তরে যিনি উত্তম কার্য আরম্ভ করিয়াছেন, তিনি যীশু খ্রীষ্টের দিন পর্যন্ত তাহা সিদ্ধ করিবেন"—ফিলিপীয় ১, ৬ পদ।

শয়তান যিহোশূয়ের পাপ এবং আমাদের পাপের দিকে ইঙ্গিত করে। যিহোশূয় কেবল নিজের ব্যক্তিগত পাপ এবং অপরাধবোধ বহন করছেন না, বরং মহাযাজক হিসেবে তিনি জাতির লোকেদের পাপও বহন করছেন। শয়তান বলে, "তোমরা চিরকালের জন্য নরকে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য," এবং সে ঠিকই বলে। কিন্তু আমরা কালভেরির দিকে ইঙ্গিত করে শয়তানকে বলতে পারি যে খ্রীষ্ট আমাদের বিকল্প, এবং তিনি আমাদের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন, এবং আমাদের সমস্ত পাপ বহন করেছেন, এবং আমাদের প্রাপ্য শাস্তি বহন করেছেন। যখন শয়তান আমাদের সবচেয়ে খারাপ পাপের জন্য অভিযুক্ত করে, তখন আমরা বলতে পারি, "অতএব এখন, যাহারা খ্রীষ্ট যীশুতে আছে তাহাদের প্রতি কোন দণ্ডাজ্ঞা নাই"—রোমীয় ৮, পদ ১; এবং এছাড়াও, "অতএব বিশ্বাস হেতু ধার্মিক গণিত হওয়াতে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা আমরা ঈশ্বরের উদ্দেশে সন্ধি লাভ করিয়াছি"—রোমীয় ৫, পদ ১। এবং আমরা শয়তানের আরও বিরোধিতা করতে পারি এই শব্দগুলির মাধ্যমে,— "ঈশ্বরের মনোনীতদের বিপক্ষে কে অভিযোগ করিবে? ঈশ্বর ত তাহাদিগকে ধার্মিক করেন; কে দোষী করিবে? খ্রীষ্ট যীশু ত মরিলেন বরং উত্থাপিতও হইলেন; আর তিনিই ঈশ্বরের দক্ষিণে আছেন, আবার আমাদের পক্ষে অনুরোধ করিতেছেন"—রোমীয় ৮:৩৩ এবং ৩৪।

এখানে ঈশ্বর শয়তান কে বলেন, "সদাপ্রভু তোমাকে ভর্ৎসনা করুন" শয়তান। জেরুশালেম ছিল সবচেয়ে বিদ্রোহী শহর, কিন্তু তবুও এটি ছিল সেই শহর যা ঈশ্বর পৃথিবীর সমস্ত শহর থেকে তাঁর নাম স্থাপনের জন্য বেছে নিয়েছিলেন। যিহোশূয় এবং জেরুজালেম একসাথে দাঁড়িয়ে আছেন। মহাযাজক শহর এবং জাতির প্রতিনিধিত্ব করেন। এখানে একটি মহান উক্তি করা হয়েছে: "এই ব্যক্তি কি অগ্নি হইতে উদ্ধৃত অর্ধদগ্ধ কাষ্ঠস্বরূপ নয়?" এটি যিহোশূয়ের ক্ষেত্রে সত্য ছিল, এবং এটি জেরুশালেমের ক্ষেত্রে সত্য ছিল এবং এটি আজকের মন্ডলীর ক্ষেত্রেও সত্য। যিহোশূয়কে রক্ষা করা হয়েছিল। একজন ধার্মিক এবং পবিত্র ঈশ্বর তাকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অন্য একজন তার স্থান দখল করেছিলেন। একইভাবে জেরুশালেমকে কলদীয়রা ধ্বংস করেছিল কিন্তু এটি এখন আগুন থেকে তোলা কাঠের মতো ছাই থেকে বেরিয়ে আসছে। আমরা আজ মন্ডলীরর দিকে তাকাই। এটি এত দুর্বল। জগৎ এতে অনুপ্রবেশ করেছে এবং আক্রমণ করেছে এবং এটি দখল করেছে। মন্ডলী এতটাই মৃত যে এটি ধ্বংসপ্রাপ্ত বলে মনে হয়। কিন্তু ঈশ্বর আগুন থেকে কাঠকে তুলে নেন। ঈশ্বর অবশ্যই তাঁর মন্ডলীকে রক্ষা করবেন। নরকের দ্বার তাকে পরাজিত করতে পারবে না। মানুষের চোখে পরিস্থিতি আশাহীন মনে হতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে তা কখনোই আশাহীন নয়। যখন সমস্ত আশা শেষ হয়ে যায়, তখন তিনি এগিয়ে আসেন এবং দেখান যে তিনি গভীরভাবে চিন্তা করেন এবং তাঁর লোকেদের জন্য তাঁর একটি মহান পরিকল্পনা রয়েছে। আমাদের কখনই হতাশ হওয়া উচিত নয়।

পদ ৩, <u>যিহোশূয়ের নোংরা বস্ত্র</u>— "তখন যিহোশূয় মলিন বস্ত্রপরিহিত হইয়াই দূতের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন।"

এখানে স্বর্গদূত দূত হলেন চুক্তির স্বর্গদূত। তিনি হলেন ঈশ্বর, ত্রিত্বের দ্বিতীয় ব্যক্তি, এবং তিনিই হলেন সেই ব্যক্তি যিনি পুরাতন নিয়মের সমস্ত ঈশ্বর-প্রকাশে প্রকাশ হন। মহাযাজকের বস্ত্রকে নোংরা হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে ব্যবহৃত শব্দটি খুবই গভীর। তার পোশাক, যেন, গোবর দিয়ে ঢাকা। কোন যাজক এত নোংরা বস্ত্র পরিধান করে বেদিতে ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত হওয়ার সাহস করবে? শয়তান তার ডানদিকে দাঁড়িয়ে তাকে দোষারোপ করছে। শয়তান অবশ্যই ঠিক বলেছে। যিহোশূয় একজন অপমানজনক ব্যক্তি। কিন্তু কখনও কি এমন কোন মহাযাজক ছিলেন যিনি নিজের ধার্মিকতায় কাছে আসতে পেরেছিলেন? হারণ থেকে পরবর্তী প্রতিটি মহাযাজক একজন পাপী ছিলেন, এবং সেই অর্থে, ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার জন্য সম্পূর্ণ অযোগ্য ছিলেন? একমাত্র যিনি "পবিত্র, অনিন্দনীয়, বিশুদ্ধ, পাপীদের থেকে পৃথকীকৃত" তিনি ছিলেন প্রভু যীশু খ্রীষ্ট—ইব্রীয় ৭:২৬—যীশু, মল্কীষেদকের ক্রম অনুসারে একজন যাজক, চূড়ান্ত এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মহাযাজক, আমাদের যাঁর প্রয়োজন আছে, এবং অন্যান্য সমস্ত যাজক যাঁর কেবল উদাহরণ স্বরূপ ছিল।

<u>নোংরা বস্ত্র খুলে ফেলো,</u> ৪ পদ—"তাহাতে সেই দূত আপনার সম্মুখে দণ্ডায়মান ব্যক্তিদিগকে কহিলেন, ইঁহার গাত্র হইতে ঐ মলিন বস্ত্র সকল খুলিয়া ফেল। পরে তিনি তাঁহাকে কহিলেন, দেখ, আমি তোমার অপরাধ তোমা হইতে দূর করিয়া দিয়াছি, ও তোমাকে শুভ্র বস্ত্র পরিহিত করিব।"

এখানে আমাদের সামনে এক চমৎকার সত্য স্থাপন করা হয়েছে। যিহোশূয়ের নোংরা বস্ত্র খুলে ফেলা হয়েছে। পরিবর্তে সেগুলো আমাদের প্রভু যীশুর উপর চাপানো হয়েছে। তিনি আমাদের ছিন্নভিন্ন বস্ত্র নিয়ে তাঁর ধার্মিকতার শুদ্ধ সাদা বস্ত্র আমাদের দেন। এখানে আমাদেরকে কেবল বিশ্বাসের মাধ্যমে ধার্মিকতা অর্জনের সংস্করণ শাস্ত্রীয় শিক্ষা শেখানো হয়েছে। অন্য সকল ধর্মে, পুরোহিত এবং পুরুষরা তাদের নিজস্ব ধার্মিকতা, আত্ম-ধার্মিকতায় ঈশ্বরের সামনে দাঁড়ায়। পাপীদের জন্য কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি। পুরোহিতদের অবশ্যই তাদের পরিষ্কার বস্ত্র দিয়ে ঈশ্বরকে প্রভাবিত করার জন্য কঠোর চেষ্টা করতে হবে। তবে দুঃখের বিষয় হল, সেরা মানুষরাও পাপী। আমরা সকলেই চিন্তা, কথা এবং কাজে ক্রমাগত পাপ করি। একজন অসীম পবিত্র এবং ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে, আমরা কলুষিত এবং দুর্গন্ধযুক্ত বস্ত্র পরিহিত। যীশু আমাদের শিখিয়েছিলেন, যখন আমরা আমাদের সর্বোত্তম অর্জন করি এবং আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করি, "সেরকমই, তোমাদের যা করতে বলা হয়েছিল, তার সবকিছু পালন করার পর তোমরাও বোলো, 'আমরা অযোগ্য দাস, যা করতে বাধ্য ছিলাম শুধুমাত্র তাই করেছি"—লূক ১৭, ১০ পদ। যে মুহূর্তে আমরা যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করি, সেই মুহূর্তেই আমরা পুরোপুরি ধার্মিক গণ্য হই এবং আমাদের পবিত্র ঈশ্বরের চোখে গ্রহণযোগ্য হই, এবং প্রভু যীশু আমাদের বলেন, যেমন তিনি বলেছিলেন লূক ৭-এ কুখ্যাত পাপী মহিলাটিকে "তোমার সব পাপ ক্ষমা করা হয়েছে, তোমার বিশ্বাসই তোমাকে পরিত্রাণ দিয়েছে, শান্তিতে চলে যাও"- লূক ৭:৪৮ এবং ৫০।

"বস্ত্র পরিবর্তন" এর জন্য হিব্রুতে এখানে যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তার অর্থ উৎসবের পোশাক এবং আনন্দময়, উদযাপনের পোশাক। কত চমৎকার! এক মুহূর্তে যিহোশূয় নোংরা বস্ত্র পরে লজ্জায় দাঁড়িয়ে আছেন এবং শয়তান তাকে দেখে হাসছে, এবং পরের মুহূর্তে, তিনি সুন্দর, পরিষ্কার, উদযাপনের বস্ত্রে ঢাকা। এবার শয়তানের লজ্জিত হওয়ার পালা। ভাইদের নিন্দাকারীর এবার বলার মতো কিছুই নেই। প্রকাশিত বাক্যে আমরা এই কথাগুলি পাই, "তখন আমি স্বর্গে এই উচ্চ রব শুনিলাম, 'এখন পরিত্রাণ, পরাক্রম, আমাদের ঈশ্বরের রাজ্য এবং তাঁহার খ্রীষ্টের কর্তৃত্ব উপস্থিত হইল; কেননা যে আমাদের ভ্রাতৃগণের উপরে দোষারোপকারী, যে দিবারাত্র আমাদের ঈশ্বরের সম্মুখে তাহাদের নামে দোষারোপ করে, সে নিপাতিত হইল"—প্রকাশিত বাক্য ১২, ১০ পদ। শয়তানকে "ভাইদের নিন্দাকারী" বলা হয়েছে, কিন্তু তাকে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

৫ পদ, <u>তাকে নতুন করে বস্ত্র পরিয়ে দাও</u>— "তখন আমি কহিলাম, ইঁহার মস্তকে শুচি উষ্ণীষ দিতে আজ্ঞা হউক। তখন তাঁহার মস্তকে শুচি উষ্ণীষ দেওয়া হইল; এবং তাঁহাকে বস্ত্র পরিধান করান হইল; আর সদাপ্রভুর দূত নিকটে দাঁড়াইয়া রহিলেন।"

হারোণের বংশের মহাযাজকের একটি উষ্ণীষ বা এক ধরণের পাগড়ি ছিল, যার উপর একটি শক্ত সোনার পাত ছিল এবং তাতে খোদাই করা ছিল, "প্রভুর উদ্দেশ্যে পবিত্র"—যাত্রাপুস্তক ২৮:৩৬। এই পবিত্রতা কোথা থেকে আসে? আবার, এটি খ্রীষ্টের কাছ থেকে আসে। তিনি আমাদের পবিত্রতা প্রদান করেন এবং তাঁর আত্মার দ্বারা আমরা পবিত্র হই। পৌল করিন্থীয়দের উদ্দেশ্যে লেখেন, "কিন্তু তাহা হইতে তোমরা সেই খ্রীষ্ট যীশুতে আছ, যিনি হইয়াছেন আমাদের জন্য ঈশ্বর হইতে জ্ঞান- ধার্মিকতা ও পবিত্রতা এবং মুক্তি- যেমন লেখা আছে, "যে ব্যক্তি শ্লাঘা করে, সে প্রভুতেই শ্লাঘা করুক"—১ করিন্থীয় ১, ৩০ থেকে ৩১ পদ। খ্রীষ্ট তাঁর লোকেদের জন্য এই সমস্ত কিছু অর্জন করেছেন। খ্রীষ্ট হলেন আমাদের পবিত্রতা, এবং পৌল আমাদের উপদেশ দেন, "কিন্তু তোমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে পরিধান কর, অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য নিজ মাংসের নিমিত্ত চিন্তা করিও না"—রোমীয় ১৩, পদ ১৪। ঈশ্বরের আত্মার সাহায্যে, আমাদের পাপ ত্যাগ করতে হবে এবং খ্রীষ্টকে পরিধান করতে হবে। বিবাহের বস্ত্র ছাড়া কেউই স্বর্গেরাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না—মথি ২২:১১ থেকে ১৩।

এবার ৬ এবং ৭ পদে আসি, <u>সদাপ্রভুর উৎসাহ</u>— "পরে সদাপ্রভুর দূত যিহোশূয়কে দৃঢ়রূপে কহিলেন, বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি যদি আমার পথে চল, ও আমার রক্ষণীয়-দ্রব্য রক্ষা কর, তবে তুমিও আমার বাটীর বিচার করিবে, এবং আমার প্রাঙ্গণের রক্ষকও হইবে, আর এই যাহারা দাঁড়াইয়া আছে, আমি তোমাকে ইহাদের মধ্যে গমনাগমন করিবার অধিকার দিব।

এগুলো গম্ভীর বাক্য। যিহোশূয়কে ধার্মিক বলে গণ্য করা হয়েছে, এবং এখন তার কর্তব্য পবিত্র জীবনযাপন করা। হ্যাঁ, ঈশ্বরের লোক হিসেবে আমরা ধার্মিক বলে গণ্য হয়েছি, এবং আমাদের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সমস্ত পাপ ক্ষমা করা হয়েছে, কিন্তু এখন আমাদের তাঁর পথে চলতে হবে। যাজক এবং জনগণের উপর একটি মহান দায়িত্ব আছে। আমাদের পাপ ক্ষমা করা হয়েছে বলে আমাদের ভাবা উচিত নয় যে আমরা পাপ চালিয়ে যেতে পারি। এটি করলে দেখা যাবে যে আমরা কখনও নতুন করে জন্মগ্রহণ করিনি। এটি দেখাবে যে আমাদের স্বভাব পরিবর্তিত হয়নি, এবং আমরা এখনও অপরিবর্তিত রয়েছি। এটি দেখাবে যে আমরা কখনও উদ্ধারকারী বিশ্বাসের সাথে যীশুতে বিশ্বাস করিনি। প্রকৃতপক্ষে, নতুন জন্ম না হওয়া পর্যন্ত খ্রীষ্টে বিশ্বাস করা অসম্ভব। পৌল রোমীয় উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন, "তবে কি বলিব? অনুগ্রহের বাহুল্য যেন হয় এই নিমিত্ত কি পাপে থাকিব? তাহা দূরে থাকুক। আমরা ত পাপের সম্বন্ধে মরিয়াছি, আমরা কি প্রকারে আবার পাপে জীবন যাপন করিব?"—রোমীয় ৬, ১ এবং ২ পদ। বিশ্বাসে পরিবর্তিত ব্যক্তি এক বিশাল বদল অনুভব করেছেন। যে কেউ নতুন জন্ম লাভ করেছেন তিনি পাপকে ঘৃণা করেন। পৌল ফিলিপীয়দের উৎসাহিত করেছিলেন, "সুতরাং, আমার প্রিয় বন্ধুরা, তোমরা সবসময় যেমন বাধ্য থেকেছ—কেবলমাত্র আমার উপস্থিতিতে নয়, কিন্তু এখন আমার অনুপস্থিতিতে আরও বেশি করে সভয়ে ও কম্পিত হৃদয়ে, কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা তোমাদের পরিত্রাণ সম্পন্ন করো। কারণ ঈশ্বর তাঁর শুভ-সংকল্পের জন্য তোমাদের অন্তরে ইচ্ছা উৎপন্ন ও কাজ করার জন্য সক্রিয় আছেন"—ফিলিপীয় ২, পদ ১২ এবং ১৩।

আমাদের নিজেদের রক্ষা করার জন্য কাজ করতে হবে, কিন্তু একই সাথে, আমাদের মনে রাখতে হবে যে ঈশ্বরই আমাদের মধ্যে কাজ করছেন, আমাদের ইচ্ছা এবং ক্ষমতা দিচ্ছেন। যোষেদকের পুত্র যিহোশূয়ের কাছে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে যদি তিনি প্রভুর বাধ্য হন তবে তিনি ঈশ্বরের গৃহের বিচার করবেন, তাঁর প্রাঙ্গণ রক্ষা করবেন এবং তাঁর লোকদের নেতৃত্ব দেবেন এবং স্বর্গের প্রাসাদপালকদের মধ্যে তাঁর স্থান পাবেন। আমাদের নিজেদের রক্ষা করার জন্য কাজ করতে হবে, কিন্তু একই সাথে, আমাদের মনে রাখতে হবে যে ঈশ্বরই আমাদের মধ্যে কাজ করছেন, আমাদের ইচ্ছা এবং ক্ষমতা দিচ্ছেন। যিহোষাদকের পুত্র যিহোশূয়ের কাছে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে যদি তিনি প্রভুর বাধ্য হন তবে তিনি ঈশ্বরের গৃহের বিচার করবেন, তাঁর উঠানের রক্ষা করবেন এবং তাঁর লোকদের নেতৃত্ব দেবেন এবং স্বর্গের প্রাসাদপালকদের মধ্যে তাঁর স্থান পাবেন।

৮ পদ, <u>শাখা</u>— *"হে যিহোশূয় মহাযাজক, তুমি শুন, এবং তোমার সম্মুখে উপবিষ্ট তোমার সখাগণও শুনুক, কেননা তাহারা অদ্ভুত লক্ষণস্বরূপ লোক; কারণ দেখ, আমি আপন দাস পল্লবকে আনয়ন করিব।"*

নজরকাড়া বিষয় হলো, মন্দিরে আসলে কোনো আসন ছিল না। যাজকরা ক্রমাগত সেবা করতেন এবং বলি উৎস্বর্গ করতেন, যা কখনোই পাপ দূর করতে পারত না—ইব্রীয় ১০:১ থেকে ২। তাদের কাজ কখনোই শেষ হতো না। কিন্তু এখানে যেসব যাজক যিহোশূয়ার সামনে উপস্থিত, তারা তাদের কাজ শেষ করেছে, তাই তারা বসে আছে। সেই একমাত্র মহান বলি চিরদিনের জন্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে। এটি সম্পূর্ণ হয়েছে। তারা আসন গ্রহণ করেছে। ""মানুষ অবাক হয়ে গেছে," এর কারণ তারা যীশু খ্রীষ্টের প্রতীক, সেই মহান মহাযাজক, যিনি আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্পন্ন করে ঈশ্বরের দক্ষিণ পাশে আসন গ্রহণ করেছেন।

"কারণ দেখ, আমি আপন দাস পল্লবকে আনয়ন করিব।" আমরা এখানে একটি খুব স্পষ্ট ভাববাণী দেখতে পাই আগত মশীহ সম্বন্ধে। তাকে "আপন দাস" বলা হয়েছে। এটি যিশাইয়ের দাস-গীতসমূহের সঙ্গেও মেলে। সবচেয়ে বিখ্যাত দাস-গীতটি শুরু হয় এইভাবে — "দেখ, আমার দাস কৃতকার্য হইবেন; তিনি উচ্চ ও উন্নত ও মহামহিম হইবেন"—যিশাইয় ৫২, পদ ১৩। মজার বিষয় হল, সেই দাস-গীতের মধ্যেই আপনি শাখা বা অঙ্কুরের একটি চিত্রও দেখতে পান। "কারণ তিনি তাঁহার সম্মুখে চারার ন্যায়, এবং শুষ্ক ভূমিতে উৎপন্ন মূলের ন্যায় উঠিলেন; তাঁহার এমন রূপ কি শোভা নাই যে, তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করি, এবং এমন আকৃতি নাই যে, তাঁহাকে ভালবাসি"—যিশাইয় ৫৩, ২ পদ। তিনি হলেন প্রত্যাখ্যাত ব্যক্তি, অবজ্ঞাত, আঘাতপ্রাপ্ত, আহত, দণ্ডিত, এবং "তিনি জীবিতদের দেশ হইতে উচ্ছিন্ন হইলেন: আমার জাতির অধর্ম প্রযুক্তই তাঁহার উপরে আঘাত পড়িল"—পদ ৮। তথাপি তাঁহাকে চূর্ণ করিতে সদাপ্রভুরই মনোরথ ছিল; তিনি তাঁহাকে যাতনাগ্রস্ত করিলেন, তাঁহার

প্রাণ যখন দোষার্থক বলি উৎসর্গ করিবে, তখন তিনি আপন বংশ দেখিবেন, দীর্ঘায়ু হইবেন, এবং তাঁহার হস্তে সদাপ্রভুর মনোরথ সিদ্ধ হইবে"—পদ ১০। প্রভু তাঁর দাসের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন কারণ তিনি মনোনীতদের পরিত্রাণের জন্য তাঁর ইচ্ছা পূরণ করেছিলেন— "তিনিই অনেকের পাপভার তুলিয়া লইয়াছেন, এবং অধর্মীদের জন্য অনুরোধ করিতেছেন"—পদ ১২।

সুতরাং এখানে যে শাখার কথা বলা হয়েছে, তিনি হলেন দাউদের পুত্র, যিনি একই সঙ্গে দাউদের প্রভুও: "সদাপ্রভু আমার প্রভুকে বলেন, তুমি আমার দক্ষিণে বস, যাবৎ আমি তোমার শত্রুগণকে তোমার পাদপীঠ না করি। সদাপ্রভু সিয়োন হইতে তোমার পরাক্রমদণ্ড প্রেরণ করিবেন, তুমি আপন শত্রুদের মধ্যে কর্তৃত্ব করিও"—গীতসংহিতা ১১০, ১ এবং ২ পদ। তাঁর মানবীয় স্বরূপ অনুসারে তিনি দাউদের সন্তান, কিন্তু তিনি ঈশ্বরের পুত্রও। এই মহৎ মুক্তির কাজ সম্পন্ন করার জন্য তাঁর ঈশ্বরত্ব এবং মানবত্ব—উভয়েরই প্রয়োজন ছিল। যেমন তিনি নিজেই বলেছেন, "আমি দায়ূদের মূল ও বংশ, উজ্জ্বল প্রভাতীয় নক্ষত্র"—প্রকাশিত বাক্য ২২, ১৬ পদ। তিনি ঈশ্বর হিসেবে দাউদের মূল, আর মানুষ ও দাউদের পুত্র হিসেবে তিনি দাউদের অঙ্কুর বা শাখা। তিনি সেই ফলবান শাখা, যার অনেক সন্তান রয়েছে। তাঁর কষ্ট বৃথা যাবে না। তিনি আপন প্রাণের শ্রমফল দেখিবেন, তৃপ্ত হইবেন; আমার ধার্মিক দাস আপনার জ্ঞান দিয়া অনেককে ধার্মিক করিবেন, এবং তিনিই তাহাদের অপরাধ সকল বহন করিবেন"—যিশাইয় ৫৩, ১১ পদ।

এবং তারপর ১০ পদ, <u>শান্তি</u>— "বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন, সেই দিন তোমরা প্রত্যেকে আপন আপন প্রতিবাসীকে দ্রাক্ষালতার তলে ও ডুমুরবৃক্ষের তলে নিমন্ত্রণ করিবে।"

এখানে প্রভু ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভাববাদী এবং ইস্রায়েলকে প্রকাশ করছেন। মহিমাময় দিন আসছে। যিনি শাখা এবং প্রস্তর তিনি আসবেন। এক মহাশান্তি ও সমৃদ্ধির যুগ শুরু আসবে। এখানে আমাদের কাছে প্রতিটি মানুষের একটি সুন্দর চিত্রের বিবরণ রয়েছে যেখানে তিনি তার প্রতিবেশীকে তার দ্রাক্ষালতার নীচে এবং তার ডুমুর গাছের নীচে বসে কথা বলতে আহ্বান করছেন। এটি অবশ্যই ঈশ্বরের মন্ডলীর জন্য একটি গৌরবময় সময়ের কথা বলে, বিশেষ করে ওপরে প্রতিশ্রুত স্বর্গরাজ্যের কথা। আমেন।

সখরিয়ের দর্শনসমূহ

ভিডিও বক্তৃতার পাঠক্রম

শ্রদ্ধেয় উইলিয়াম ম্যাকলাউড কর্তৃক

বক্তৃতা #৬ — সখরিয় ৪

সোনার বাতিদান

আজ আমরা সখরিয়ের দর্শনসমূহের ধারাবাহিক পাঠের ষষ্ঠ বক্তৃতায় এসেছি। এই বক্তৃতা সখরিয়ের সোনার বাতিদান সম্পর্কে আলোচনা করে, এই বক্তৃতা সখরিয়ের ৪ অধ্যায়ে সোনার বাতিদান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সখরিয়ের সমস্ত দর্শনের মধ্যে এটি আমার প্রিয়। আজকাল স্কটল্যান্ডে এবং প্রকৃতপক্ষে সমগ্র পশ্চিমা বিশ্বে, নিরুৎসাহিত হওয়া অনেক সহজ। মণ্ডলীতে উপস্থিতি খুবই কম। জনসংখ্যার বিশাল অংশই ঈশ্বরের প্রতি কোনও আগ্রহ দেখায় না। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মহিমান্বিত সুসমাচার আমাদের কাছে রয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে ঈশ্বর কীভাবে আমাদের উদ্ধার করার জন্য মানুষ হয়েছিলেন, কীভাবে তিনি আমাদের স্থানে আমাদের পরিবর্তে ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, আমাদের পাপ এবং আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় শাস্তি বহন করেছিলেন, কীভাবে তিনি তৃতীয় দিনে প্রায়শ্চিত্তের কাজ সম্পন্ন করে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন এবং কীভাবে তিনি এখন সমস্ত পুরুষ ও নারীকে অনুতপ্ত হতে এবং বিশ্বাস করতে আহ্বান জানিয়েছেন, যাতে তারা উদ্ধার পেতে পারে, ঈশ্বরের পরিবারে গৃহীত হতে পারে এবং আমাদের মৃত্যুর পরে স্বর্গে তাঁর সাথে একটি স্থান পেতে পারে।

কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই আগ্রহ দেখায় না। অনেকেই এখন আর ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। বিবর্তন তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করা হয় যে কীভাবে সবকিছু "বিগ ব্যাং" এর পরে অস্তিত্বে এসেছিল, তথাকথিত। মানুষের আরামদায়ক জীবনযাপন, কোনও বড় আর্থিক চাহিদা নেই। তারা বিনোদনের দ্বারা আচ্ছন্ন এবং গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করার জন্য তাদের খুব কম সময় বা জ্ঞানের স্পষ্টতা রয়েছে। যদি ঈশ্বর থাকেন, তবে মন্ডলীগুলি সাধারণত তাকে প্রেমের ঈশ্বর হিসেবে চিত্রিত করে যিনি কারও জন্য হুমকি নন। নরকের প্রচার খুবই কম, তাই ঈশ্বরের ক্রোধের কোনও ভয় নেই। উদাহরণস্বরূপ, যৌন আচরণ সম্পর্কে মন্ডলীর বার্তা সাধারণত বিভ্রান্তিকর ও অস্পষ্ট হয়, তাই মানুষ তা উপেক্ষা করে।

মানুষ আত্ম-ধার্মিক এবং নিজেকে তুলনামূলকভাবে ভালো মনে করে, তাই যদি নরক থাকেও, তবুও সে মনে করে, "ঈশ্বর অবশ্যই আমাকে সেখানে পাঠাবেন না। আমার চেয়েও খারাপ অনেক মানুষ চারপাশে আছে।" ওহ, তাহলে পবিত্র আত্মার বর্ষণের, দোষী সাব্যস্ত করার এবং বিশ্বাস পরিবর্তন হওয়ার, "পাপের সম্বন্ধে, ধার্মিকতার সম্বন্ধে ও বিচারের সম্বন্ধে, জগৎকে দোষী করিবার" কী প্রয়োজন - যোহন ১৬, পদ ৮। আমাদের প্রয়োজন ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ—যিনি পুরুষ ও নারীদের উদাসীনতা থেকে জাগিয়ে তুলবেন। আমরা প্রাচীনকালের যিশাইয়ের সঙ্গে একসঙ্গে ডেকে উঠি: "আহা, তুমি আকাশমণ্ডল বিদীর্ণ করিয়া নামিয়া আইস, পর্বতগণ তোমার সাক্ষাতে কম্পিত হউক"- যিশাইয় ৬৪, ১ পদ।

তবে এই অধ্যায়টি আমাদের উৎসাহিত করে। এটি আমাদের বলে যে ঈশ্বর তাঁর মন্ডলী নির্মাণ করবেন। আমাদের স্বর্গের দিকে তাকাতে হবে এবং সার্বভৌম সদাপ্রভুর প্রতি আনন্দ করতে হবে, যিনি সকলের উপরে, এবং যিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি এবং তাঁর লোকেদের পরিত্রাণের জন্য তাঁর উদ্দেশ্যগুলি বাস্তবায়ন করছেন।

প্রথমত, ১ থেকে ৩ পদে, মন্ডলী চিত্রিত— "পরে যে দূত আমার সহিত আলাপ করিতেছিলেন, তিনি পুনরায় আসিয়া আমাকে নিদ্রা হইতে জাগরিত মনুষ্যের ন্যায় জাগাইলেন। আর তিনি আমাকে কহিলেন, কি দেখিতেছ? আমি কহিলাম, আমি দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ,

এক দীপবৃক্ষ, সমস্তই স্বর্ণময়; তাহার মাথার উর্ধ্বে তৈলাধার, ও তাহার উপরে সাত প্রদীপ, এবং তাহার মাথার উপরে স্থিত প্রত্যেক প্রদীপের জন্য সাত নল; 3 তাহার নিকটে দুই জলপাইবৃক্ষ, একটি তৈলাধারের দক্ষিণে ও একটি তাহার বামে।"

স্বর্গদূত সখরিয়ের কাছে ফিরে আসেন তাকে আরও দর্শন দেখানোর জন্য। এখানে, তার মনে হয় যে তাকে এই ঘুম থেকে জাগানো হয়েছে, এবং তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে তিনি কী দেখছেন। প্রথমে, তিনি একটি মোমবাতি দেখতে পান, অথবা বরং সোনার তৈরি একটি বাতিদান দেখতে পান। এটি তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় সমাগম তাঁবুর অভ্যন্তরে থাকা বাতিদান, অর্থাৎ হিব্রু ভাষায় 'মেনোরা'-র কথা, যা পরে মন্দিরেও ব্যবহৃত হত। অবশ্যই, এটি ছিল এক ধরণে খ্রীষ্টকে চিত্রিত করে, যিনি জগতের আলো। কিন্তু এটি ঈশ্বরের লোকদের, পুরাতন নিয়মে ইস্রায়েলীয়দের এবং আজকের মন্ডলীরও প্রতীক। খ্রীষ্ট তাঁর লোকেদের মধ্য দিয়ে আলোকিত হন। তিনি বলেন, "আমি জগতের জ্যোতি"—যোহন ৮, পদ ১২। কিন্তু তিনি তাঁর অনুসারীদেরও বলেন, "তোমরা জগতের দীপ্তি"—মথি ৫, পদ ১৪। তুমি আলোর উৎস নও, বরং তুমিই আমার আলো প্রেরণ করো। জগতের কাছে মোমবাতি হও। যীশু বলেছিলেন, "আর লোকে প্রদীপ জ্বালিয়া ঢাকনার নিচে রাখে না, কিন্তু দীপাধারের উপরেই রাখে, তাহাতে তাহা গৃহস্থিত সকল লোককে আলো দেয়। তদ্রূপ তোমাদের দীপ্তি মনুষ্যদের সাক্ষাতে উজ্জ্বল হউক্, যেন তাহারা তোমাদের সৎক্রিয়া দেখিয়া তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরব করে"—মথি ৫, ১৫ থেকে ১৬ পদ। আমাদের নিজেদের মধ্যে কোন আলো নেই, কিন্তু আমাদেরকেই খ্রীষ্টের আলো মানবজাতির কাছে প্রতিফলিত করতে হবে।

মন্ডলী হল খ্রীষ্টের দেহ, এবং পুরাতন নিয়মেও মন্ডলী বিদ্যমান ছিল। সখরিয়ের দিনে ইহুদিরা ছিল মন্ডলী। এই বিষয়ে আমাদের ধারণা প্রকাশিত বাক্যে স্পষ্ট করা হয়েছে। সেখানে আমরা আবার দীপবৃক্ষের মুখোমুখি হই, যখন প্রেরিত যোহনকে খ্রীষ্টের দর্শন দেওয়া হয়: "তাহাতে আমার প্রতি যাঁহার বাণী হইতেছিল, তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমি মুখ ফিরাইলাম; মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম, সপ্ত সুবর্ণ দীপবৃক্ষ, ও সেই সকল দীপবৃক্ষের মধ্যে "মনুষ্যপুত্রের ন্যায় এক ব্যক্তি"; তিনি পাদ পর্যন্ত পরিচ্ছদে আচ্ছন্ন"—প্রকাশিত বাক্য ১, ১২ থেকে ১৩ পদ। এরপর এই দর্শনটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে, "আমার দক্ষিণ হস্তে যে সপ্ত তারা দেখিলে, তাহার নিগূঢ়তত্ত্ব এবং সপ্ত সুবর্ণ দীপবৃক্ষ এই; সেই সপ্ত তারা ঐ সপ্ত মণ্ডলীর দূত এবং সেই সপ্ত দীপবৃক্ষ ঐ সপ্ত মণ্ডলী"—প্রকাশিত বাক্য ১:২০। তাই এখানে আমাদের বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে দীপবৃক্ষগুলি এশিয়ার সাতটি মন্ডলীর প্রতিক।

ঈশ্বরের মন্ডলী মনোনীতদের দ্বারা গঠিত যারা খ্রীষ্টে বিশ্বাস করেছে। পুরাতন নিয়মে, তারা বিশ্বাসে সেই ব্যক্তির প্রতি অপেক্ষা করেছিল যিনি আসবেন এবং ঈশ্বরের মেষশাবক হবেন যিনি জগতের পাপ দূর করবেন। নতুন নিয়মের যুগে, আমরা বিশ্বাসে কালভেরির দিকে এবং ক্রুশে খ্রীষ্টের সমাপ্ত কাজের দিকে ফিরে তাকাই। নতুন নিয়মের যুগে, আমরা বিশ্বাসে ক্যালভারির দিকে এবং ক্রুশে খ্রীষ্টের সমাপ্ত কাজের দিকে ফিরে তাকাই। এটি হল, "ঈশ্বরের সেই মণ্ডলীকে পালন কর, যাহাকে তিনি নিজ রক্ত দ্বারা ক্রয় করিয়াছেন"—প্রেরিত ২০:২৮। হেবল, হনোক এবং নোহের মতো বংশপিতারা এই মণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। ত্বকচ্ছেদের চিহ্নকে পরবর্তীতে "ধার্মিকতার মুদ্রাঙ্ক" হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে যা বিশ্বাস দ্বারা হয়—রোমীয় ৪:১১। এটি অনুগ্রহের চুক্তির একটি চিহ্ন এবং সীলমোহর ছিল, এবং পুরাতন নিয়মের মণ্ডলীকে চিহ্নিত করেছিল ঠিক যেমন বাপ্তিস্ম নতুন নিয়মের মণ্ডলীকে চিহ্নিত করে।

পৃথিবী অজ্ঞতা এবং পাপের অন্ধকারে পড়ে আছে। এটি অন্ধকারের রাজা, শয়তানের দ্বারা প্রভাবিত। মন্ডলী আলো দেয়। এটি খ্রীষ্টের আলো প্রেরণ করে যিনি "প্রকৃত জ্যোতি ছিলেন, যিনি সকল মনুষ্যকে দীপ্তি দেন, তিনি জগতে আসিতেছিলেন"—যোহন ১, পদ ৯। আমাদের আলো আমাদের নিজেদের থেকে আসে না। স্বভাবতই, আমাদের মধ্যে কোন আলো নেই। খ্রীষ্ট, তাঁর আত্মার মাধ্যমে, আমাদের হৃদয়ে বাস করার সময়ই আমরা সত্যিকার অর্থে আলোকিত হতে পারি। ঈশ্বর বলেছেন, "তোমরাই আমার সাক্ষী, এবং আমার মনোনীত দাস; যেন তোমরা জানিতে ও আমাতে বিশ্বাস করিতে পার, এবং বুঝিতে পার যে, আমিই তিনি; আমার পূর্বে কোন ঈশ্বর নির্মিত হয় নাই এবং আমার পরেও হইবে না। আমি, আমিই সদাপ্রভু; আমি ভিন্ন আর ত্রাণকর্তা নাই"—যিশাইয় ৪৩, ১০ এবং ১১ পদ।

এখানকার দীপবৃক্ষটি সম্পূর্ণ সোনার। এটি এর মূল্যের কথা বলে। বিশ্বের দৃষ্টিতে,মন্ডলীটি তুচ্ছ, কিন্তু ঈশ্বর তাঁর মন্ডলীকে সত্যিই মূল্যবান বলে মনে করেন। তিনি বলেন, "আর তাহারা আমারই হইবে, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন; আমার কার্য করিবার দিনে তাহারা আমার নিজস্ব হইবে; এবং কোন মনুষ্য যেমন আপন সেবাকারী পুত্রের প্রতি মমতা করে, আমি তাহাদের প্রতি তেমনি মমতা করিব"—মালাখি ৩, পদ ১৭। সোনার স্থায়িত্ব আছে। লোহা মরিচা ধরবে, এবং রূপা কলঙ্কিত হবে, কিন্তু সোনা সর্বদা জ্বলজ্বল করবে। সোনার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট বিশুদ্ধতা রয়েছে, এবং তাই, রক্তে ধৌত ঈশ্বরের মন্ডলী, দাগ বা কলঙ্কমুক্ত।

৪ থেকে ৬ পদ, <u>মন্ডলীর শক্তি</u>— "তখন যে দূত আমার সঙ্গে আলাপ করিতেছিলেন, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আমার প্রভু, এই সকল কি? তাহাতে যে দূত আমার সঙ্গে আলাপ করিতেছিলেন, তিনি উত্তর করিয়া আমাকে কহিলেন, এই সকল কি তাহা কি জান না? আমি কহিলাম, হে আমার প্রভু, জানি না। তখন তিনি উত্তর করিয়া আমাকে কহিলেন, এ সরুব্বাবিলের প্রতি সদাপ্রভুর বাক্য,'পরাক্রম দ্বারা নয়, বল দ্বারাও নয়, কিন্তু আমার আত্মা দ্বারা,' ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন।"

সখরিয়ের দিনের সাথে দাউদ ও শলোমনের দিনের কতই না পার্থক্য ছিল। যখন প্রথম মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল, তখন দাউদ ও শলোমন যে সম্পদ সংগ্রহ করেছিলেন তা ছিল প্রচুর। শলোমনের হাতে ছিল বিশাল শ্রমশক্তি এবং অনেক প্রতিভাবান কারিগর। জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বললে, মন্দিরটি সত্যিই অসাধারণ ছিল। সরুব্বাবিল এবং যেশূয় এর মতো গৌরবময় কিছু নির্মাণের আশা করতে পারেননি। তাদের সামনে এই বিশাল প্রকল্প ছিল, এবং প্রতিবন্ধকতার বিশালতা দেখে সহজেই অচল হয়ে পড়া যায়। আজ যখন আমরা ঈশ্বরের মন্ডলী নির্মাণের জন্য সংগ্রাম করি, তখন আমরা চিন্তিত হয়ে পড়ি যে আমাদের সাথে লুথার, ক্যালভিন এবং নক্সের মতো মহান সংস্কারকেরা নেই। ওয়েন, এডওয়ার্ডস এবং ওয়ারফিল্ডের মতো গভীর ঈশ্বরতত্ত্ববিদেরা আমাদের নেই। হোয়াইটফিল্ড এবং স্পারজনের মতো শক্তিশালী প্রচারক এবং সুসমাচার প্রচারক আমাদের নেই। আমরা সংখ্যায় কম, এবং আমাদের মধ্যে কেউই বিশেষভাবে প্রতিভাবান নই। "তখন তিনি উত্তর করিয়া আমাকে কহিলেন, এ সরুব্বাবিলের প্রতি সদাপ্রভুর বাক্য,'পরাক্রম দ্বারা নয়, বল দ্বারাও নয়, কিন্তু আমার আত্মা দ্বারা,' ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন।" মানুষের তালন্ত নয়, বরং ঈশ্বরের আশীর্বাদ পার্থক্য তৈরী করে। "তোমরা মনুষ্যের আশ্রয় ছাড়িয়া যাও, যাহার নাসাগ্রে প্রাণবায়ু; ফলে সে কিসের মধ্যে গণ্য?"—যিশাইয় ২, ২২ পদ। উত্তর দেওয়ার জন্য মানুষের উপর নির্ভর করো না। মানুষ সর্বোপরি দুর্বল। যিশাইয় লেখেন, "একজনের রব, সে বলিতেছে, 'ঘোষণা কর,' একজন কহিল, 'কি ঘোষণা করিব?' 'মর্ত্যমাত্র তৃণস্বরূপ, তাহার সমস্ত কান্তি ক্ষেত্রস্থ পুষ্পের তুল্য। তৃণ শুষ্ক হইয়া যায়, পুষ্প ম্লান হইয়া পড়ে, কারণ তাহার উপরে সদাপ্রভুর নিশ্বাস বহে; সত্যই লোকেরা তৃণস্বরূপ। তৃণ শুষ্ক হইয়া যায়, পুষ্প ম্লান হইয়া পড়ে, কিন্তু আমাদের ঈশ্বরের বাক্য চিরকাল থাকিবে"—যিশাইয় ৪০, পদ ৬ থেকে ৮। মানুষের উপর আস্থা রাখবেন না। উপরে তাকান! ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখুন। তাঁর আত্মার সাহায্য প্রার্থনা করুন। মানুষের শক্তি এবং ক্ষমতা ব্যর্থ হবে, কিন্তু যখন ঈশ্বরের আত্মা একটি কাজ শুরু করেন, তখন তিনি তা শেষ করবেন: "ইহাতেই আমার দৃঢ় প্রত্যয় এই যে, তোমাদের অন্তরে যিনি উত্তম কার্য আরম্ভ করিয়াছেন, তিনি যীশু খ্রীষ্টের দিন পর্যন্ত তাহা সিদ্ধ করিবেন"—ফিলিপীয় ১, ৬ পদ। এটি আমাদের উপর নির্ভর করে না, বরং ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে। আমরা তাঁর মন্ডলীকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য ঈশ্বরের দিকে তাকাই। ঈশ্বর অলৌকিক কাজের প্রতিশ্রুতি দেন, এবং অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলেন: "এমন কথা কে শুনিয়াছে? এমন কার্য কে দেখিয়াছে? এক দিবসে কি কোন দেশের জন্ম হইবে? কোন জাতি কি এক মুহূর্তেই ভূমিষ্ঠ হইবে? ফলে, গর্ভযন্ত্রণা হইবামাত্র সিয়োন আপন সন্তানগণকে প্রসব করিল"—যিশাইয় ৬৬, পদ ৮। হ্যাঁ, ঈশ্বর আমাদের আশ্বস্ত করেন, একটি জাতি একদিনে নতুন জন্ম লাভ করতে পারে। আসুন আমরা এর জন্য প্রার্থনায় পরিশ্রম করি।

পদ ৭, বাধা অতিক্রম করা— "হে বৃহৎ পর্বত, তুমি কে? সরুব্বাবিলের সম্মুখে তুমি সমভূমি হইবে, এবং 'প্রীতি, প্রীতি, ইহার প্রতি,' এই হর্ষধ্বনির সহিত সে মস্তকস্বরূপ প্রস্তরখানি বাহির করিয়া আনিবে।"

প্রত্যাবর্তনকারী নির্বাসিতদের জন্য মন্দির নির্মাণ করা কঠিন ছিল। কাজ শুরু করার আগে আবর্জনার পাহাড় পরিষ্কার করতে হয়েছিল। নতুন পাথর এবং কাঠ সংগ্রহ করে প্রস্তুত করতে হয়েছিল। শমরীয়রা কাজটির বিরোধিতা করেছিল এবং এটি বন্ধ করার চেষ্টা করেছিল। কিছু সময়ের জন্য তারা সফল হয়েছিল। ইহুদিদের মধ্যে কিছু হতাশাবাদী নিশ্চিত ছিলেন যে উদ্যোগটি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে। তারা শ্রমিকদের নিরুৎসাহিত করেছিল। আজও একই অবস্থা। অনেক শত্রু রয়েছে—রাজনীতিবিদ, গণমাধ্যম, দার্শনিক, শিক্ষাক্ষেত্রের নেতা, সমাজকর্মী, আধুনিক সমাজচেতনায় জাগ্রত আন্দোলনের প্রচারকরা এবং আদালত। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও মানবতাবাদীরা সক্রিয়ভাবে তাদের মতবাদ প্রচার করছে। ভ্রান্ত ধর্ম ও বিভিন্ন প্রকারের ভ্রান্ত গোষ্ঠী সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। বহু পর্বত আমাদের পথ আটকে রেখেছে। মনে হচ্ছে মন্ডলী গড়ে তোলার কোনও উপায় নেই। কিন্তু এখানে প্রতিশ্রুতিটি দেখুন: "হে বৃহৎ পর্বত, তুমি কে? সরুব্বাবিলের সম্মুখে তুমি সমভূমি হইবে।" পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানো পর্বতমালা ঈশ্বর সরিয়ে দিয়েছেন। যীশু বললেন, "যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ। 23 আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে কেহ এই পর্বতকে বলে, 'উপড়িয়া যাও, আর সমুদ্রে গিয়া পড়,' এবং মনে মনে সন্দেহ না করে, কিন্তু বিশ্বাস করে যে, যাহা বলে, তাহা ঘটিবে, তবে তাহার জন্য তাহাই হইবে"—মার্ক ১১:২২ এবং ২৩। যদি আমাদের বিশ্বাস থাকে, এমনকি একটি ছোট্ট সরিষার দানার মতোও, আমরা প্রতিটি বাধা অতিক্রম করতে পারি। আমরা সমস্যার পর্বত অতিক্রম করতে পারি, এবং আমরা এই পর্বতগুলিকে সমুদ্রে ফেলে দিতে পারি। ঈশ্বর এখানে সরুব্বাবিলকে আশ্বস্ত করছেন যে মন্দিরের কাজ সফল হবে। অবিশ্বাসী লোকেরা বলে যে এটি কখনও সম্পন্ন হবে না, কিন্তু সরুব্বাবিল "প্রীতি, প্রীতি, ইহার প্রতি,' এই হর্ষধ্বনির সহিত সে মস্তকস্বরূপ প্রস্তরখানি বাহির করিয়া আনিবে।" মস্তকস্বরূপ প্রস্তরটি, বা চূড়ান্ত প্রস্তরটি, স্থাপন করা হবে। যখন এটি সম্পন্ন হবে, তখন এটি "আমি যে মহান কাজ করেছি তা দেখো! আমি কি মহান নই?" এর বিষয় হবে না। বরং "প্রীতি, প্রীতি, ইহার প্রতি - সমস্ত গৌরব ঈশ্বরের!" তিনি ছাড়া কিছুই অর্জন করা যেত না। ঈশ্বরের প্রশংসা হোক! এবং অবশ্যই, ঈশ্বরের মন্ডলী নির্মাণের ক্ষেত্রেও এটি এমনই। সমস্ত গৌরব ঈশ্বরের কাছে যেতে হবে। তিনি ছাড়া স্থায়ী মূল্যের কিছুই অর্জন করা যায় না।

এখন ৮ এবং ৯ পদের দিকে ফিরে, নিশ্চিত সাফল্য— "পরে সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, সরুব্বাবিলের হস্ত এই গৃহের ভিত্তিমূল স্থাপন করিয়াছে, আবার তাহারই হস্ত ইহা সমাপ্ত করিবে; তাহাতে তুমি জানিবে যে বাহিনীগণের সদাপ্রভুই তোমাদের নিকটে আমাকে পাঠাইয়াছেন।"

রাজ্যপাল সরুব্বাবিলের হাত দ্বিতীয় মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেছিল এবং ঈশ্বর তাকে এবং লোকেদের উভয়কেই আশ্বস্ত করেছেন যে তার হাতই শেষ পাথরটি স্থাপন করবে। এটি প্রভুর বাক্য, এবং তিনি কখনও মিথ্যা বলেন না। তাঁর বাক্য কখনও ব্যর্থ হবে না, এবং তাঁর

প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত। যখন ইহুদিরা মন্দিরটি সম্পন্ন হতে দেখবে, তখন তাদের স্বীকার করতে হবে যে প্রভুর একজন ভাববাদী তাদের মধ্যে ছিলেন। সংগ্রামরত নির্মাতাদের জন্য এটি কত অসাধারণ উৎসাহের ছিল। আমাদের কাছেও আরও মহান ভাববাদী, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বাক্য আছে—মথি ১৬:১৮: "আর এই পাথরের উপরে আমি আপন মণ্ডলী গাঁথিব, আর পাতালের পুরদ্বার সকল তাহার বিপক্ষে প্রবল হইবে না।" একদিন, একটি নতুন নিয়মের মন্ডলী, একটি নতুন নিয়মের মন্দির, সম্পূর্ণ হবে। যোহন আমাদের ঈশ্বরের মন্ডলীকে তার চূড়ান্ত নিখুঁত অবস্থায় পাওয়ার বিষয়ে যে প্রকাশ পেয়েছিলেন সে সম্পর্কে বলেন। স্বর্গদূত তাকে তা দেখিয়ে বললেন, "আইস, আমি তোমাকে সেই কন্যাকে, মেষশাবকের ভার্যাকে দেখাই। পরে “তিনি আত্মাতে আমাকে এক উচ্চ মহাপর্বতে লইয়া গিয়া” পবিত্র নগরী যিরূশালেমকে দেখাইলেন, সে স্বর্গ হইতে, ঈশ্বরের নিকট হইতে, নামিয়া আসিতেছিল, সে ঈশ্বরের প্রতাপ বিশিষ্ট; তাহার জ্যোতি বহুমূল্য মণির, স্ফটিকবৎ নির্মল সূর্যকান্তমণির তুল্য। তাহার বৃহৎ ও উচ্চ প্রাচীর আছে, দ্বাদশ পুরদ্বার আছে; সেই সকল দ্বারে দ্বাদশ দূত থাকেন, এবং “কয়েকটি নাম সেইগুলির উপরে লিখিত আছে, সেই সকল ইস্রায়েল-সন্তানদের দ্বাদশ বংশের নাম; পূর্বদিকে তিন দ্বার, উত্তরদিকে তিন দ্বার, দক্ষিণদিকে তিন দ্বার ও পশ্চিমদিকে তিন দ্বার”। আর নগরের প্রাচীরের দ্বাদশ ভিত্তিমূল, সেইগুলির উপরে মেষশাবকের দ্বাদশ প্রেরিতের দ্বাদশ নাম আছে"—প্রকাশিত বাক্য ২১, ৯ থেকে ১৪ পদ। এটি ঈশ্বরের মন্ডলী। এটি আত্মিক মন্দির। যোহন বলেন যে তিনি স্বর্গে কোন মন্দির দেখেননি। কারণ এটি সম্পূর্ণ মন্দির। ঈশ্বরের মন্ডলী নির্মাণে সাফল্য নিশ্চিত।

১০ পদ আসি, পাপপূর্ণ হতাশাবাদ— "কারণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের দিনকে কে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছে? সরুব্বাবিলের হস্তে ওলোন দেখিয়া ঐ সপ্তটি ত আনন্দ করিবে; ইহারা সদাপ্রভুর চক্ষু, ইহারা সমস্ত পৃথিবী পর্যটন করে।"

সখরিয়ের দিন ছিল ছোট ছোট জিনিসের দিন, কারণ ইহুদিরা দুর্বল এবং দরিদ্র ছিল। যেহেতু তারা সংখ্যায় কম ছিল এবং প্রতিভাবান ছিল না, কিছু হতাশাবাদী বলেছিলেন যে কিছুই অর্জন করা হবে না। তারা মন্দির নির্মাণের চেষ্টা করে তাদের সময় নষ্ট করছিল। কখনও কখনও আপনি এবং আমি মনে করি যে আমরা ব্যর্থ এবং ঈশ্বরের মন্ডলী গঠনের অসুবিধা দেখে আমরা খুবই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ি। এমনকি মসিহ সম্পর্কেও ভাববাণী করা হয়েছে যে তিনি এমন কথা বলবেন—যা অনেক মণ্ডলীর পালক বা সেবকও বলেছেন, "আমি পণ্ডশ্রম করিয়াছি, শূন্যতার ও অসারতার জন্য আপন শক্তি ব্যয় করিয়াছি”—যিশাইয় ৪৯, ৪ পদ। কিন্তু আমাদের সদাপ্রভু বলেন, "আর এখন সদাপ্রভু বলেন; যিনি আমাকে গর্ভাবধি নির্মাণ করিয়াছেন, যেন আমি তাঁহার দাস হইয়া যাকোবকে তাঁহার কাছে পুনরানয়ন করি, যেন ইস্রায়েল তাঁহার কাছে সংগৃহীত হয়- বাস্তবিক, সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে আমি সম্মানিত, এবং আমার ঈশ্বর আমার বল হইয়াছেন; 6 তিনি বলেন, তুমি যে যাকোবের বংশ সকলকে উঠাইবার জন্য ও ইস্রায়েলের রক্ষিত লোকদিগকে পুনর্বার আনিবার জন্য আমার দাস হও, ইহা লঘু বিষয়; আমি তোমাকে জাতিগণের দীপ্তিস্বরূপ করিব, যেন তুমি পৃথিবীর সীমা পর্যন্ত আমার পরিত্রাণস্বরূপ হও"—যিশাইয় ৪৯, ৫ এবং ৬ পদ। মশীহ যাকোবের বংশগুলিকে পুনরুদ্ধার করবেন এবং এমনকি অইহুদীদেরও মণ্ডলীতে একত্রিত করবেন। পরে, যিশাইয় ঘোষণা করেন, " তিনি আপন প্রাণের শ্রমফল দেখিবেন, তৃপ্ত হইবেন; আমার ধার্মিক দাস আপনার জ্ঞান দিয়া অনেককে ধার্মিক করিবেন, এবং তিনিই তাহাদের অপরাধ সকল বহন করিবেন"”—যিশাইয় ৫৩, ১১ পদ।

আমাদের কখনোই ছোট ছোট বিষয়ের দিনগুলি কে তুচ্ছ ভাবা উচিত নয়। অনেক সময় আমাদের কাছে মনে হতে পারে যে খুব অল্প কিছুই অর্জিত হয়েছে, তবুও আমাদের মনে রাখতে হবে, প্রভুর কাছে এক দিন মানে আমাদের কাছে হাজার বছরের সমান। ঈশ্বর তাঁর উদ্দেশ্যগুলি সম্পন্ন করছেন, এবং সেগুলি ব্যর্থ হবে না। স্বর্গীয় সরুব্বাবিলের হাতে এখনো ওলোন রয়েছে। এবং নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলেছে, এমনকি যদি আমাদের জীবদ্দশায় কেবল একটি বা দুটি পাথর স্থাপন করা হয়। প্রতিটি পাথর ভবনকে আরও বাড়িয়ে তোলে। আমাদের উৎসাহিত করা হচ্ছে, "স্থির হও, নিশ্চল হও, প্রভুর কার্যে সর্বদা উপচিয়া পড়, কেননা তোমরা জান যে, প্রভুতে তোমাদের পরিশ্রম নিষ্ফল নয়" ১ করিন্থীয় ১৫:৫৮। প্রভুর জন্য করা যেকোনো কিছু মূল্যবান।

এরপর আমাদের সাতটি সম্পর্কে বলা হয়েছে, যা "সদাপ্রভুর চক্ষু, ইহারা সমস্ত পৃথিবী পর্যটন করে" হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই সাতটি কী? আবার প্রকাশিত বাক্য পুস্তকটি সহায়ক। ভূমিকায় আমরা এই কথাগুলো পাই, "যিনি আছেন, ও যিনি ছিলেন, ও যিনি আসিতেছেন, তাঁহা হইতে এবং তাঁহার সিংহাসনের সম্মুখবর্তী সপ্ত আত্মা হইতে, এবং যিনি “বিশ্বস্ত সাক্ষী,” মৃতগণের মধ্যে “পপথমজাত” ও “পৃথিবীর রাজাদের কর্তা,” সেই যীশু খ্রীষ্ট হইতে, অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি বর্তুক। যিনি আমাদিগকে প্রেম করেন, ও নিজ রক্তে আমাদের পাপ হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিয়াছেন"—প্রকাশিত বাক্য ১, ৪ থেকে ৫ পদ। এখানে, ত্রিত্বের তিন ব্যক্তিকে উল্লেখ করা হয়েছে, এবং পবিত্র আত্মাকে “তাঁর সিংহাসনের সামনের সপ্ত আত্মা” বলা হয়েছে। ঈশ্বরের আত্মা পৃথিবীতে ঈশ্বরের লোকেদের মুক্তির জন্য কাজ করে, পাপীদের সাথে লড়াই করে, এবং প্রভুর লোকেদের তাদের কাজের জন্য পবিত্র করে এবং সজ্জিত করে। আত্মার সাহায্যে, বহু মহান কাজ সম্পন্ন হয়।

আমরা এখন ১১ থেকে ১৪ পদে আসি, আশীর্বাদের সীমাহীন সরবরাহ— "পরে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, দীপবৃক্ষটির দক্ষিণে ও বামে দুই দিকে স্থিত ঐ দুই জলপাইবৃক্ষের তাৎপর্য কি? দ্বিতীয় বার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, স্বর্ণময় যে দুই নল আপনা হইতে স্বর্ণবর্ণ তৈল নির্গত করে, তৎপার্শ্বে জলপাই ফলের এই যে দুইটি শাখা আছে, ইহার তাৎপর্য কি? তিনি আমাকে উত্তর করিয়া কহিলেন, এই সকল

কি, তাহা কি জান না? আমি কহিলাম, হে আমার প্রভু, জানি না। তখন তিনি কহিলেন, উঁহারা সেই দুই তৈল-কুমার, যাঁহারা সমস্ত ভূমণ্ডলের প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকেন।"

প্রতিদিন সকালে তাঁবুর দীপবৃক্ষে তেল ভরে রাখতে হত। কিন্তু এই দীপবৃক্ষ দুটি জলপাই গাছ থেকে নিয়মিত তেলের সরবরাহ পায়। এই কারণে, এটি ক্রমাগত জ্বলজ্বল করে এবং আলো দেয়। কিন্তু দুটি গাছ কী ছবি চিত্রিত করে? তাদের "দুই অভিষিক্ত ব্যক্তি, যারা সমগ্র পৃথিবীর প্রভুর পাশে দাঁড়িয়ে থাকে" হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। "অভিষিক্ত" শব্দটি পুরাতন নিয়মের হিব্রু ভাষায় মশীহকে, অথবা নতুন নিয়মের গ্রীক ভাষায় খ্রীষ্টকে বোঝায়। তাঁর প্রায়শ্চিত্তের কাজ তাঁর মন্ডলীর জন্য এটি অর্জন করেছিল। পৌল ইফিষীয়দের বলেন, "তিনি উর্ধ্বে উঠিয়া বন্দিগণকে বন্দি করিলেন, মনুষ্যদিগকে নানা বর দান করিলেন"—ইফিষীয় ৪, ৮ পদ। যখন খ্রীষ্ট আরোহণ করেছিলেন, তখন তিনি পবিত্র আত্মা, সহায়ক মন্ডলীর সাথে থাকার জন্য এবং তাকে তাঁর পরিচর্যার জন্য সজ্জিত করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। তেল প্রায়শই আত্মার চিত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কেন কেবল একজনের পরিবর্তে দুজন অভিষিক্ত ব্যক্তি আছেন? সেই সময়ে দুজন অভিষিক্ত ব্যক্তি ছিলেন রাজ্যপাল সরুব্বাবিল—সরুব্বাবিল নিজে এবং মহাযাজক যিহোশূয়। তারা খ্রীষ্টের প্রতীক ছিলেন। আর তাই, এটি খ্রীষ্টের পদগুলিকে বোঝায়। তিনি রাজা এবং যাজক হিসেবে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। তাঁর ভাববাদীর পদও রয়েছে, কিন্তু ভাববাদীদের সাধারণত অভিষিক্ত করা হত না। তাই আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে এখানে আমাদের সামনে আমাদের মহান যাজক এবং রাজা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যিনি আমাদের জন্য পবিত্র আত্মার পরিচর্যা অর্জন করেছেন, যিনি সহায়ক, উৎসাহদাতা, মধ্যস্থকারী এবং ক্ষমতাদাতা। আত্মা আমাদের সাথে ঈশ্বর। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রশংসা হোক, যিনি আমাদের জন্য পরিত্রাণ অর্জন করেছেন এবং যিনি আমাদের জন্য পবিত্র আত্মার পরাক্রমশালী কাজ অর্জন করেছেন। আমেন।

সখরিয়ের দর্শনসমূহ

ভিডিও বক্তৃতার পাঠক্রম

শ্রদ্ধেয় উইলিয়াম ম্যাকলাউড কর্তৃক

বক্তৃতা #৭—সখরিয় ৫:১–৪

ষষ্ঠ দর্শন: উড়ন্ত পুঁথি

আজ আমরা সখরিয়ের দর্শনসমূহ নিয়ে আমাদের ধারাবাহিক শিক্ষার সপ্তম বক্তৃতায় এসেছি। আজ আমরা উড়ন্ত পুঁথিটি নিয়ে আলোচনা করব, যা ষষ্ঠ দর্শন, এবং সখরিয়ের ৫ অধ্যায়ের ১ থেকে ৪ পদের মধ্যে পাওয়া যাবে।

সখরিয়ের প্রথম পাঁচটি দর্শন উৎসাহে পরিপূর্ণ কিন্তু পরের দুটি দর্শন আরও কঠিন। আমাদের সকলের উৎসাহের প্রয়োজন, কিন্তু আমাদের তিরস্কার এবং সংশোধনেরও প্রয়োজন। আজকাল অনেক পালক তাদের মণ্ডলীকে তোষামোদ করে। সবকিছু ঠিক না থাকলেও তারা তাদের বলেন যে সবকিছু ঠিকঠাক আছে। তারা পাপ এবং অনুতাপের কথা উল্লেখ করেন না, যদিও এই বিষয়গুলি বাইবেলের বার্তার একটি বিশাল অংশ। আজকাল মানুষ শুনতে পছন্দ করে যে ঈশ্বর প্রেম, কিন্তু তারা ভুলে যায় যে ঈশ্বরের প্রেম একটি পবিত্র প্রেম। তিনি এমন একটি জগৎ তৈরি করেছিলেন যা নিখুঁত এবং সুখী ছিল, কিন্তু খুব দ্রুত মানুষ পাপ করেছিল এবং ঈশ্বরের সুন্দর জগৎকে নষ্ট করে দিয়েছিল। ঈশ্বর, তাঁর ক্রোধে, আমাদের প্রথম পিতামাতাকে এদন উদ্যান থেকে বের করে দিয়েছিলেন এবং তাদের অনন্তকালীন নরকের হুমকি দিয়েছিলেন যদি তারা মন না ফেরায় এবং তাঁর প্রদত্ত ত্রাণকর্তার উপর আস্থা না রাখে। ঈশ্বর যখন প্রাচীন পৃথিবীকে বন্যার মাধ্যমে ধ্বংস করেছিলেন, কিন্তু পরিত্রাণের জন্য একটি জাহাজ প্রদান করেছিলেন তখনও একই সত্যের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। পরে, ঈশ্বর তাঁর মনোনীত লোকদের মিশর দেশ থেকে, তাদের সেখান থেকে উদ্ধার করেছিলেন, কিন্তু যখন তারা মরুপ্রান্তরে পাপ করেছিল, তখন তিনি তাদের কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন, যার ফলে প্রকৃতপক্ষে মিশর ছেড়ে আসা অনেকের মধ্যে মাত্র দুজন ব্যক্তি প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। বাকিরা মরুপ্রান্তরে মারা গিয়েছিলেন। শতাব্দী ধরে, ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের তাদের পাপ সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য একের পর এক ভাববাদী পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তারা বিশ্বস্ত ভাববাদীদের ঘৃণা করত কারণ তারা অনুতাপ দাবি করত। ঈশ্বর যিশাইয়ের মাধ্যমে অভিযোগ করেছিলেন, “কেননা উহারা বিদ্রোহী জাতি ও মিথ্যাবাদী সন্তান; উহারা সদাপ্রভুর ব্যবস্থা শুনিতে অসম্মত সন্তান। 10 তাহারা দর্শকদিগকে বলে, তোমরা দর্শন করিও না; লক্ষণবেত্তাদিগকে বলে, তোমরা আমাদের জন্য যথার্থ লক্ষণ বলিও না; আমাদিগকে স্নিগ্ধ বাক্য বল, মায়াযুক্ত লক্ষণ বল" —যিশাইয় ৩০, পদ ৯ থেকে ১০। মানুষ কঠিন কথা শুনতে চায় না, কিন্তু সবসময় "মসৃণ কথা", উৎসাহব্যঞ্জক এবং সান্ত্বনাদায়ক শব্দ চায়। তবে বিশ্বস্ত বার্তাবাহক যিহিষ্কেলের মতো ঘোষণা করেন, "তোমরা ফির, আপন আপন কুপথ হইতে ফির; কারণ, হে ইস্রায়েল-কুল, তোমরা কেন মরিবে?" —যিহিষ্কেল ৩৩:১১। তুমি যেমন যাচ্ছ তেমনই চালিয়ে যাও এবং তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। অনুতপ্ত হও এবং তুমি রক্ষা পাবে। ঈশ্বরের দিকে ফিরে যাও, কারণ তাঁর সাথে জীবন আছে।

নতুন নিয়মের শিক্ষা ঠিক পুরাতন নিয়মের মতোই। বাপ্তিস্মদাতা যোহন মশীহের ঘোষণার পথ প্রস্তুত করেছিলেন, "মন ফিরাও, কেননা স্বর্গ-রাজ্য সন্নিকট হইল"- মথি ৩, ২ পদ। যীশু খ্রীষ্ট যখন এলেন তখন তিনি তাঁর প্রচারে একই শব্দ ব্যবহার করেছিলেন: "‘মন ফিরাও, কেননা স্বর্গ-রাজ্য সন্নিকট হইল’- মথি ৪, ১৭ পদ। পিতর, পঞ্চাশত্তমীর দিনে, খ্রীষ্টকে ক্রুশে বিদ্ধ করার মাধ্যমে ইহুদিদের ভয়াবহ পাপের দিকে ইঙ্গিত করে, হাজার হাজার লোককে উৎসাহিত করেছিলেন যারা শুনছিল, "তখন পিতর তাহাদিগকে কহিলেন, মন ফিরাও, এবং তোমরা প্রত্যেক জন তোমাদের পাপমোচনের নিমিত্ত যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজিত হও; তাহা হইলে পবিত্র আত্মারূপ দান প্রাপ্ত হইবে’—প্রেরিত ২:৩৮। পৌল এথেন্সের আরেয়পাগের সভায় গ্রীক, দার্শনিকদের উদ্দেশ্যে সম্বোধন করেছিলেন। এবং সেখানে, তিনি "মসৃণ" শব্দ ব্যবহার করেননি, বরং বিশ্বস্ততার সাথে ঘোষণা করেছিলেন যে "ঈশ্বর...এখন সর্বস্থানের সকল মনুষ্যকে মনপরিবর্তন করিতে আজ্ঞা দিতেছেন; কেননা তিনি একটি দিন স্থির করিয়াছেন, যে দিনে আপনার নিরূপিত ব্যক্তি দ্বারা ন্যায়ে জগৎ সংসারের বিচার করিবেন; এই বিষয়ে

সকলের বিশ্বাস যোগ্য প্রমাণ দিয়াছেন, ফলতঃ মৃতগণের মধ্য হইতে তাঁহাকে উঠাইয়াছেন”—প্রেরিত ১৭:৩০-৩১। আদিপুস্তক থেকে প্রকাশিত বাক্য পর্যন্ত বাইবেলের বার্তা স্পষ্ট - মন ফেরাও! কিন্তু আধুনিক মানুষ এটি শুনতে চায় না, এবং দুঃখের বিষয় হল, অনেক পরিচারক এটি ঘোষণা করতে ভয় পান। এমনকি আজকাল বেশিরভাগ খ্রীষ্টবিশ্বাসী দাবিদাররাও তাদের পাপপূর্ণ জীবনে তিরস্কৃত কথা শুনতে সহ্য করতে পারে না। কিন্তু পাপ একটি ভয়াবহ বাস্তবতা। যদি আমরা মন পরিবর্তন না করি, তাহলে আমরা চিরতরে নরকে ধ্বংস হয়ে যাব। কিন্তু সুসমাচারের সুসংবাদ হল যে ঈশ্বর একজন ত্রাণকর্তা, তাঁর নিজের পুত্র, যিনি পাপীদের উদ্ধার করার জন্য ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, প্রদান করেছেন। যারা মন ফেরাবে এবং ত্রাণকর্তাকে গ্রহণ করবে তারা সকলেই ঈশ্বরের সাথে মিলিত হবে, তাঁর পরিবারে দত্তক নেওয়া হবে, পবিত্র করা হবে এবং স্বর্গে তাঁর গৃহে তাঁর সাথে অনন্তকাল কাটাবে। কেবল পবিত্র লোকেরাই স্বর্গে যাবে। "পবিত্রতার অনুধাবন কর; যাহা ব্যতিরেকে কেহই প্রভুর দর্শন পাইবে না"—ইব্রীয় ১২, ১৪ পদ।

প্রথমে, আমাদের কাছে আছে, <u>একটি উড়ন্ত পুঁথি</u>, ১ এবং ২ পদ— "পরে আমি আবার তাকালাম, আর দেখলাম আমার সামনে একটি উড়ন্ত গুটানো চামড়ার পুঁথি! তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কী দেখছ?” আমি উত্তর দিলাম, “আমি ত্রিশ ফুট লম্বা ও পনেরো ফুট চওড়া একটি উড়ন্ত গুটানো চামড়ার পুঁথি দেখছি।”

প্রাচীনকালে বইগুলি আমাদের আজকের মতো একসাথে বেঁধে আবদ্ধ ছিল না। বরং, সেগুলি একটি পুস্তকের আকারে গুটিয়ে রাখা হত যার প্রতিটি প্রান্তে একটি লাঠি লাগানো থাকত। কখনও কখনও সেগুলি চামড়া দিয়ে তৈরি হত, আবার কখনও কখনও প্যাপিরাসের তৈরি হত। যখন সেগুলি পড়া হত, তখন সেগুলি খোলা হত যাতে কোনও ব্যক্তি সেগুলি পড়তে পারে। এক প্রান্ত খুলে অন্য প্রান্তটি গুটিয়ে পুরো পুস্তকটি পড়া যেত। সাধারণত এই ধরণের পুস্তকগুলি প্রায় ২৫ সেন্টিমিটার বা ১০ ইঞ্চি প্রশস্ত হত। তবে, এই পুস্তকটি বিশাল। এর দৈর্ঘ্য বিশ হাত, অথবা ৩০ ফুট, অথবা ৯.২৫ মিটার। এর প্রস্থ ১০ হাত, অথবা ১৫ ফুট, অথবা ৪.৫ মিটার। এই বিশাল পুস্তকটি একজন মানুষ ধরে রাখতে পারত না, অথবা এটি টেবিলের উপর ছড়িয়ে দেওয়া হয়নি, কিন্তু আসলে এটি বাতাসে উড়ছে। এটি একটি বিমান দ্বারা উড়ানো পতাকার মতো। মজার বিষয় হল, এর মাত্রা তাঁবুর পবিত্র স্থানের মতোই। এটি জোর দিয়ে বলে যে এটি ঈশ্বরের চুক্তিবদ্ধ লোকেদের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ। এছাড়াও এটি শলোমনের বারান্দার মতোই আকারের যেখানে ব্যবস্থা পাঠ করা হয়েছিল। এই পুস্তকে ঈশ্বরের একটি বার্তা লেখা আছে। এটি যিহূদার প্রতি ঈশ্বরের বাক্য। আমাদের জিজ্ঞাসা করতে হবে যে আজ আমাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য কী।

তারপর ৩ পদ, <u>অভিশাপ</u>— "তিনি আমাকে কহিলেন, উহা সমস্ত দেশের উপরে নির্গত অভিশাপ; বস্তুতঃ যে কেহ চুরি করে, সে উহার এক পৃষ্ঠের বিধান অনুসারে উচ্ছিন্ন হইবে, এবং যে কেহ শপথ করে, সে উহার অন্য পৃষ্ঠের বিধান অনুসারে উচ্ছিন্ন হইবে।"

এখানে যিনি কথা বলছেন তিনি হলেন সেই স্বর্গদূত যিনি সখরিয়কে এই দর্শনগুলি দেখাচ্ছিলেন। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে অভিশাপ পৃথিবীর উপর দিয়ে যাচ্ছে। আমরা এমন এক পৃথিবীতে বাস করি যেখানে আমরা ক্রমাগত শুনি, অভিশাপ দেই এবং শপথ করি। কিছু লোক প্রতিটি দ্বিতীয় শব্দকে অভিশাপ না দিয়ে কথা বলতে পারে না। এটি অবশ্যই সম্পূর্ণ ভুল, তবে এটি নতুন কিছু নয়। যীশু তাঁর নিজের সময়ে এর মুখোমুখি হয়েছিলেন। যদিও ইহুদিরা খুব ধর্মীয় সমাজ ছিল, তবুও তাদের ভাষা যা হওয়া উচিত ছিল তার থেকে অনেক দূরে ছিল। পর্বতের উপদেশে, আমাদের প্রভু বলেছিলেন, "কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, কোন দিব্যই করিও না; স্বর্গের দিব্য করিও না, কেননা তাহা ঈশ্বরের সিংহাসন; এবং পৃথিবীর দিব্য করিও না, কেননা তাহা তাঁহার পাদপীঠ; আর যিরূশালেমের দিব্য করিও না, কেননা তাহা মহান রাজার নগরী। আর তোমার মাথার দিব্য করিও না, কেননা একগাছি চুল সাদা কি কাল করিবার সাধ্য তোমার নাই। কিন্তু তোমাদের কথা হাঁ, হাঁ, না, না, হউক; ইহার অতিরিক্ত যাহা, তাহা মন্দ হইতে জন্মে" — মথি ৫:৩৪-৩৭। সমস্ত অভদ্র ভাষা এড়ানো উচিত এবং শপথ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের ভাষা তাকে তার চারপাশের জগত থেকে আলাদা হিসাবে চিহ্নিত করা উচিত। আর মনে রাখবেন যে আমাদের সহকর্মীর অভিশাপ আমাদের কোনও ক্ষতি করতে পারে না, তা যতই ভয়ঙ্কর শোনাক না কেন। ঈশ্বরের অভিশাপ সম্পূর্ণ আলাদা। এগুলি ভয়ঙ্কর কারণ ঈশ্বর শক্তিশালী এবং তিনি যা বলেন তা ঘটে। ঈশ্বর যাকে অভিশাপ দেন তিনি অভিশপ্ত। তাঁর ক্রোধ এবং অভিশাপ যেকোনো মূল্যে এড়িয়ে চলতে হবে। ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করার ব্যাপারে আমাদের অত্যন্ত ভয় পাওয়া উচিত। যেমন বৈৎ-শেমশের লোকেরা বলেছিল, "এই পবিত্র ঈশ্বরের সাক্ষাতে, কে দাঁড়াইতে পারে?" —১ শমূয়েল ৬, ২০ পদ।

এই বিশাল পুঁথিতে ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘনকারীর উপর অভিশাপ রয়েছে। এটি একটি উড়ন্ত পুঁথি, এবং তাই দ্রুত তার শাস্তি প্রদান করে। এটি একটি বাজপাখি বা ঈগলের মতো উড়ে বেড়ায় যা তার শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে শুরু করে। "যেখানে শব থাকে, সেখানে শকুন যুটিবে।" —মথি ২৪:২৮। পাপীর জন্য কত ভয়ঙ্কর! খ্রীষ্ট বিশ্বাসী হিসেবে আমরা খ্রীষ্টের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে পারি এটা কতই না চমৎকার। তিনি আমাদের জন্য ঈশ্বরের ক্রোধ এবং অভিশাপ বহন করেছিলেন, আমাদের জন্য অভিশাপস্বরূপ হয়েছিলেন—গালাতীয় ৩, ১৩ পদ। তিনি আমাদের আশ্রয়স্থল—গীতসংহিতা ৩২, পদ ৭। তিনি একজন ইচ্ছুক ত্রাণকর্তা, তাঁর কাছে আসা সকলকে গ্রহণ করতে এবং উদ্ধার করতে প্রস্তুত। ইহুদিদের তাঁকে প্রত্যাখ্যানের জন্য তিনি শোক প্রকাশ করেছিলেন এবং কেঁদেছিলেন: "হায় যিরূশালেম, যিরূশালেম, তুমি ভাববাদিগণকে বধ করিয়া থাক, ও তোমার নিকটে যাহারা প্রেরিত হয়, তাহাদিগকে পাথর মারিয়া থাক! কুক্কুটী যেমন আপন শাবকদিগকে পক্ষের নিচে একত্র করে, তদ্রূপ আমিও কত বার তোমার সন্তানদিগকে একত্র করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, কিন্তু তোমরা সম্মত হইলে না"—মথি ২৩, ৩৭ পদ। যারা তাঁর কাছে আসে - খ্রীষ্টের কাছে - তারা সকলেই উদ্ধার পায়। তাঁর প্রসারিত ডানার নীচে, তারা সুরক্ষিত।

ইস্রায়েলীয়রা যখন প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশ করে, তখন তাদের দুটি দলে বিভক্ত হওয়ার কথা ছিল। তাদের অর্ধেক গরিষিম পর্বতে দাঁড়িয়ে আশীর্বাদ ঘোষণা করবে। বাকি অর্ধেক এবল পর্বতে দাঁড়িয়ে অভিশাপ ঘোষণা করবে। এই অভিশাপগুলির মধ্যে কিছু লক্ষ্য করুন: "যে ব্যক্তি কোন ক্ষোদিত কিম্বা ছাঁচে ঢালা প্রতিমা, সদাপ্রভুর ঘৃণিত বস্তু, শিল্পকরের হস্ত নির্মিত বস্তু নির্মাণ করিয়া গোপনে স্থাপন করে, সে শাপগ্রস্ত। তখন সমস্ত লোক উত্তর করিয়া বলিবে, আমেন। যে কেহ তাহার পিতাকে কি মাতাকে অবজ্ঞা করে, সে শাপগ্রস্ত। তখন সমস্ত লোক বলিবে, আমেন। যে কেহ আপন প্রতিবাসীর ভূমিচিহ্ন স্থানান্তর করে, সে শাপগ্রস্ত। তখন সমস্ত লোক বলিবে, আমেন। যে কেহ অন্ধকে পথভ্রষ্ট করে, সে শাপগ্রস্ত। তখন সমস্ত লোক বলিবে, আমেন। যে কেহ বিদেশীর, পিতৃহীনের, কি বিধবার বিচারে অন্যায় করে, সে শাপগ্রস্ত। তখন সমস্ত লোক বলিবে, আমেন"—দ্বিতীয় বিবরণ ২৭, পদ ১৫-১৯। আরও অনেক অভিশাপ আছে। পরবর্তী অধ্যায়ে, দ্বিতীয় বিবরণ ২৮, সেখানে মোশি বাধ্যতার উপর ঈশ্বরের আশীর্বাদ ঘোষণা করেছেন, কিন্তু তিনি আরও ঘোষণা করেছেন: "কিন্তু যদি তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর রবে কর্ণপাত না কর, আমি অদ্য তোমাকে তাঁহার যে সমস্ত আজ্ঞা ও বিধি আদেশ করিতেছি, যত্নপূর্বক সেই সকল পালন না কর, তবে এই সমস্ত অভিশাপ তোমার প্রতি বর্তিবে ও তোমাকে আশ্রয় করিবে। তুমি নগরে শাপগ্রস্ত হইবে ও ক্ষেত্রে শাপগ্রস্ত হইবে। তোমার ফসলের ঝুড়ি ও তোমার ময়দার কাঠুয়া শাপগ্রস্ত হইবে। তোমার শরীরের ফল, তোমার ভূমির ফল এবং তোমার গোবৎস ও তোমার মেষীদের শাবক শাপগ্রস্ত হইবে। ভিতরে আসিবার সময়ে তুমি শাপগ্রস্ত হইবে, ও বাহিরে যাইবার সময়ে তুমি শাপগ্রস্ত হইবে। যে পর্যন্ত তোমার সংহার ও হঠাৎ বিনাশ না হয়, সেই পর্যন্ত যে কোন কার্যে তুমি হস্তক্ষেপ কর, সেই কার্যে সদাপ্রভু তোমার উপরে অভিশাপ, উদ্বেগ ও ভৎর্সনা প্রেরণ করিবেন; ইহার কারণ তোমার দুষ্ট কার্য সকল, যদ্দ্বারা তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছ"—দ্বিতীয় বিবরণ ২৮, ১৫-২০ পদ। এবং সেই অধ্যায়ে অভিশাপগুলি অব্যাহত রয়েছে। সেগুলি ভয়াবহ এবং আতঙ্কজনক।

ঈশ্বরের বিধান গুরুতর। তিনি একজন মহান ঈশ্বর। আমাদের কর্তব্য হল তাঁর আনুগত্য করা। আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে "তাঁকে মহিমান্বিত করার জন্য এবং উপভোগ করার জন্য"—ওয়েস্টমিনস্টার সক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর, উত্তর #১। তিনি একজন প্রেমময় ঈশ্বর, কিন্তু তিনি একজন পবিত্র এবং ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বরও। তিনি নিজেকে মোশির কাছে প্রকাশ করেছিলেন: "ফলতঃ সদাপ্রভু তাঁহার সম্মুখ দিয়া গমন করতঃ এই ঘোষণা করিলেন, "সদাপ্রভু, সদাপ্রভু, স্নেহশীল ও কৃপাময় ঈশ্বর, ক্রোধে ধীর এবং দয়াতে ও সত্যে মহান; সহস্র সহস্র [পুরুষ] পর্যন্ত দয়ারক্ষক। অপরাধের, অধর্মের ও পাপের ক্ষমাকারী; তথাপি তিনি অবশ্য [পাপের] দণ্ড দেন; পুত্র পৌত্রদের উপরে, তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত, তিনি পিতৃগণের অপরাধের প্রতিফল বর্তান"—যাত্রাপুস্তক ৩৪, ৬-৭ পদ। পাপ অবশ্যই শাস্তি পাবে। ঈশ্বরের নাম এবং চরিত্র এটি দাবি করে। পৌল যখন ব্যবস্থা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছিলেন তখন তিনি এই বিষয়টির উপর জোর দিয়েছিলেন: "বাস্তবিক যাহারা ব্যবস্থার ক্রিয়াবলম্বী, তাহারা সকলে শাপের অধীন, কারণ লেখা আছে, "যে কেহ ব্যবস্থাগ্রন্থে লিখিত সমস্ত কথা পালন করিবার জন্য তাহাতে স্থির না থাকে, সে শাপগ্রস্ত"—গালাতীয় ৩, পদ ১০। এটি কেবল বড় আদেশ নয় যা পালন করতে হবে। সকল আজ্ঞা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করতে হবে, এবং ক্ষুদ্রতম আজ্ঞাগুলির একটিও লঙ্ঘন করলে সেই দোষী ব্যক্তি চিরতরে নরকে যাবে। ঈশ্বর পরিপূর্ণতা চান: "অতএব তোমাদের স্বর্গীয় পিতা যেমন সিদ্ধ, তোমরাও তেমনি সিদ্ধ হও"—মথি ৫:৪৮। আমাদের কেউই সিদ্ধ নই। এই কারণেই আমাদের একজন ত্রাণকর্তার প্রয়োজন।

এবং তারপর ৪ পদ, <u>শাস্তি</u>— "বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন, আমি উহাকে বাহির করিয়া আনিব, উহা চোরের বাটীতে ও আমার নামে মিথ্যা শপথকারীর বাটীতে প্রবেশ করিবে, এবং তাহার বাটীর মধ্যে অবস্থিতি করিয়া কাষ্ঠ ও প্রস্তরসুদ্ধ বাটী বিনাশ করিবে।"

উদাহরণ হিসেবে দুটি আজ্ঞাকে এককভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু সব আদেশই এর অন্তর্ভুক্ত। অষ্টম আজ্ঞায় বলা হয়েছে, "চুরি করিও না"—যাত্রাপুস্তক ২০, ১৫ পদ। এক অর্থে, সমস্ত আজ্ঞা এই আজ্ঞার অধীনেই সংক্ষেপিত করা যেতে পারে। প্রথম আজ্ঞায় বলা হয়েছে যে তাঁর আগে আমাদের অন্য কোনও দেবতা থাকা উচিত নয়। অন্য কোনও দেবতা থাকা মানে একমাত্র প্রকৃত ঈশ্বরের গৌরব চুরি করা। দ্বিতীয় আজ্ঞায় বলা হয়েছে যে আমরা তাঁর মূর্তি দিয়ে বা অন্য কোনও উপায়ে উপাসনা করব না যা তিনি নিজে নির্দেশ করেননি। তাহলে এটি আবার ঈশ্বরের কাছে প্রদত্ত সঠিক উপাসনা থেকে চুরি করা হবে। তৃতীয় আজ্ঞা ঈশ্বরের নাম অনর্থক গ্রহণের বিরুদ্ধে সতর্ক করে, যা আবার ঈশ্বরকে প্রদত্ত সম্মান থেকে চুরি করা হবে। চতুর্থ আজ্ঞায় বলা হয়েছে যে আমরা সাত দিনের মধ্যে একদিন ঈশ্বরকে বিশেষভাবে পবিত্র দিন হিসেবে রাখার জন্য উৎসর্গ করব। তা না করা মানে হবে আমাদের আনন্দের জন্য সময় চুরি করা যা ঈশ্বরকে দেওয়া উচিত। পঞ্চম আজ্ঞা আমাদের পিতামাতাকে সম্মান করার আহ্বান জানায়। তা না করলে তাদের কাছ থেকে প্রাপ্য সম্মান কেড়ে নেওয়া হয়। ষষ্ঠ আজ্ঞা হত্যা এবং অন্য ব্যক্তির জীবন কেড়ে নেওয়ার তিরস্কার করে। সপ্তম আজ্ঞা ব্যভিচার বা অন্য কারো স্ত্রী চুরির নিন্দা করে। নবম আজ্ঞা অন্য ব্যক্তির সত্য চুরি করার নিন্দা করে - মিথ্যা। দশম আজ্ঞা, যা হল "তুমি লোভ করো না", স্পষ্ট করে যে অন্য কারোর যা আছে তা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাও পাপ, কারণ এটি হৃদয়ে চুরি করা, এবং এটি হল চিন্তা যা অন্য যেকোনো চুরির আগে আসে। আদম এবং হবার প্রথম পাপ ছিল ঈশ্বরের বিশেষ গাছ থেকে ফল চুরি করা। চুরি করা একটি অত্যন্ত গুরুতর পাপ।

এখানে উল্লেখিত আর একটি পাপ হল মিথ্যা শপথ করা। এটিও প্রভুর বিরুদ্ধে একটি মহা অপরাধ। মিথ্যা শপথ করার অর্থ হল ঈশ্বরের নাম অনর্থক নেওয়া, এবং তাই তৃতীয় আজ্ঞা লঙ্ঘন করা। এর অর্থ হল মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, অথবা মিথ্যা বলা, যা নবম আজ্ঞার সরাসরি লঙ্ঘন। এইভাবে পাপ করার অর্থ হল ঈশ্বরের প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ আচরণ করা। এটি সর্বশক্তিমান এবং সর্বদর্শী ঈশ্বরকে একটি বিবৃতি সাক্ষী করার

আহ্বান জানায়। এবং, যদি সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হয় তবে ঈশ্বরকে শাস্তি দিতে হবে। এর আলোকে এগিয়ে গিয়ে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হল ঈশ্বরকে পৃথিবীতে কী ঘটছে তা দেখছেন না, বা কী ঘটছে তা নিয়ে চিন্তা করছেন না, অথবা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের শাস্তি দিতে অক্ষম বলে মনে করা। এর আলোতে এগিয়ে গিয়ে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার মানে হল এমন মনে করা যে পৃথিবীতে কী ঘটছে তা ঈশ্বর দেখছেন না, বা কী ঘটছে তা নিয়ে চিন্তা করছেন না, অথবা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের শাস্তি দিতে ঈশ্বরকে অক্ষম বলে মনে করা। এটি আপনার সমস্ত হৃদয়, আত্মা, শক্তি এবং মন দিয়ে ঈশ্বরকে প্রেম করা নয়। প্রকৃতপক্ষে এটি তাকে এবং পৃথিবীর উপর তার শাসনকে ঘৃণা করা। মিথ্যা শপথ করার অর্থ হল আপনার প্রতিবেশীকে প্রেম না করা, বরং তাকে প্রতারণা করার চেষ্টা করা এবং সুতরাং তাকে আঘাত করা। এটি আপনার সমস্ত হৃদয়, আত্মা, শক্তি এবং মন দিয়ে ঈশ্বরকে প্রেম করা নয়। প্রকৃতপক্ষে এটি তাকে এবং পৃথিবীর উপর তার শাসনকে ঘৃণা করা। মিথ্যা শপথ করার অর্থ হল আপনার প্রতিবেশীকে প্রেম না করা, বরং তাকে প্রতারণা করার চেষ্টা করা এবং সুতরাং তাকে আঘাত করা। তৃতীয় আদেশের সাথে একটি বিশেষ গুরুতর সতর্কতা যুক্ত রয়েছে। "যে কেহ তাঁহার নাম অনর্থক লয়, সদাপ্রভু তাহাকে নির্দোষ করিবেন না"—যাত্রাপুস্তক ২০, পদ ৭।

বিশাল পুঁথিটি হুমকি দিচ্ছে। এটি উড়ছে, বাজপাখির মতো তাকিয়ে আছে, পাপীর উপর যেন উড়ছে, ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত। ঈশ্বর পৃথিবীর প্রতিটি ব্যক্তির উপর এবং যা কিছু ঘটছে তার উপর নজর রেখেছেন। পুঁথিটি পাপীর বাড়িতে প্রবেশ করে এবং পাথরের পাশাপাশি কাঠও পুড়িয়ে দেয়। ইহুদিরা যখন তাদের নির্বাসন থেকে ফিরে আসে তখন তারা রাজার কাছ থেকে জেরুশালেমে মন্দির পুনর্নির্মাণের অনুমতি পেয়েছিল। শমরীয়রা কাজটির বিরোধিতা করেছিল এবং কিছু সময়ের জন্য এটি বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল। পরে জানা গেল যে ইহুদিদের কাছে রাজার অনুমতি ছিল, এবং প্রকৃতপক্ষে, দারিয়াবস আদেশ দিয়েছিলেন, "আর যে কোন রাজা কিম্বা প্রজা [আজ্ঞার] অন্যথা করিয়া সেই যিরূশালেমস্থ ঈশ্বরের গৃহের বিনাশ সাধনে হস্তক্ষেপ করিবে, ঈশ্বর যিনি সেই স্থানে আপন নাম স্থাপন করিয়াছেন, তিনি তাহাকে নিপাত করিবেন। আমি দারিয়াবস আজ্ঞা করিলাম ইহা সযত্নে সম্পন্ন হউক"—এটি ইষ্রা ৬, পদ ১২। দারিয়াবসের আদেশের বিরোধিতাকারী যে কেউই ভয়াবহ শাস্তি পাবে। কিন্তু এখানে যে দোষী সাব্যস্ত হবে তার পরিণতি আরও খারাপ হবে। অভিশাপের পুস্তকটি তাদের ঘরে প্রবেশ করবে এবং সেখানেই থাকবে। কেবল ঘরের কাঠই পুড়িয়ে ফেলা হবে না, এমনকি পাথরগুলিও পুড়িয়ে দেওয়া হবে। কর্মিল পর্বতে এলিয় যে বেদির নির্মাণ করেছিলেন তার উপর স্বর্গ থেকে এই ধরণের আগুন নেমে এসেছিল। সবকিছু পুড়ে গেছিলো - পাথর, ধুলো, জল, সবকিছু। ঈশ্বর বিশ্বাসীদের উপর আশীর্বাদের প্রতিশ্রুতি দেন, কিন্তু তিনি পাপকে ঘৃণা করেন এবং অবশ্যই তাকে ভয়াবহ ক্রোধের সাথে শাস্তি দেবেন। তাই আমরা দেখতে পাই যে মহান পুঁথিটিতে ঈশ্বরের বিধান এবং বিধান ভঙ্গকারীদের উপর ঈশ্বরের অভিশাপ লেখা আছে। এটি খ্রীষ্টের বাইরের সকলকে ধ্বংস করবে।

উপসংহারে, আমাদের মনে রাখা উচিত যে ঈশ্বরের ব্যবস্থার তিনটি ব্যবহার রয়েছে। প্রথমত, ঈশ্বরের ব্যবস্থা আমাদের পাপ দেখায়, আমাদের পাপপূর্ণতা এবং বিপদের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে, যাতে আমরা পরিত্রাণের একমাত্র আশা হিসাবে খ্রীষ্টের কাছে ছুটে যাই। পৌল যেমন বলেছিলেন, ব্যবস্থা হল আমাদের শিক্ষক যা আমাদের খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে যায় - গালাতীয় ৩:২৪। এটি প্রতিটি পুরুষ এবং নারীর জন্য বাধ্যতামূলক। কিছুটা হলেও, এটি প্রতিটি বিবেকের উপর লিখিত এবং শেষ দিনে ঈশ্বরের বিচারের ভিত্তি: "প্রত্যেকে আপন আপন কার্যানুসারে বিচারিত হইল" —প্রকাশিত বাক্য ২০, ১৩ পদ । ব্যবস্থার দ্বিতীয় ব্যবহার সমাজের জন্য একটি নিয়ম হিসাবে। এটি প্রতিটি দেশের আইনের ভিত্তি প্রদান করে এবং এইভাবে, মন্দকে দমন করে। ব্যবস্থার তৃতীয় ব্যবহার হল খ্রীষ্টিয় জীবনের জন্য একটি নির্দেশিকা এবং নিয়ম হিসাবে। যীশু বলেছিলেন, "তোমরা যদি আমাকে প্রেম কর, তবে আমার আজ্ঞা সকল পালন করিবে" —যোহন ১৪, পদ ১৫। অনুগ্রহে পরিত্রাণ পেয়ে, আমাদের পায়ের প্রদীপ এবং আমাদের পথের আলো হিসেবে বিধানের প্রয়োজন। আমরা আজ্ঞা পালন করে পরিত্রাণ লাভ করি না, বরং আমরা আজ্ঞা পালন করে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালবাসা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। এখানে ব্যবস্থা হল, পুঁথির মতো সেই যা অবিশ্বাসী পাপীকে নরকে শাস্তি দেবে। আমেন।

সখরিয়ের দর্শনসমূহ

ভিডিও বক্তৃতার পাঠক্রম

শ্রদ্ধেয় উইলিয়াম ম্যাকলাউড কর্তৃক

#৮ — সখরিয় ৫:৫–১১

সপ্তম দর্শন: ঐফাপাত্র

আজ আমরা সখরিয়ের দর্শনেরসমূহের ওপর আমাদের অষ্টম বক্তৃতায় আসি, এবং আজকের পাঠের শিরোনাম হলো “ঐফাপাত্র”। এবং এটি সখরিয়ের ৫ম অধ্যায়, ৫ থেকে ১১ পদের সাথে সম্পর্কিত।

ষষ্ঠ দর্শনে, ভাববাদী একটি উড়ন্ত পুঁথি দেখতে পেলেন যার মধ্যে দুষ্টদের উপর অভিশাপ লেখা ছিল। পাপ অবশ্যই শাস্তি পাবে। এই পুঁথিটি চোর এবং মিথ্যা শপথকারীর ঘরে প্রবেশ করে এবং সবকিছু, এমনকি তাদের বাড়ির পাথরও পুড়িয়ে দেয়। ঈশ্বরের ক্রোধ দুষ্টদের উপর চিরকাল ধরে অনির্বাণ আগুনে জ্বলবে। এই বর্তমান দর্শনটিও অনুরূপ। মানুষ মাঝে মাঝে যেন দণ্ডমুক্তভাবে পাপ করে। তারা যেন তাদের পাপ নিয়ে পার পেয়ে যায়, কিন্তু আমাদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, শেষ পর্যন্ত সমস্ত পাপের শাস্তি হবে। "পাপের বেতন মৃত্যু"—রোমীয় ৬:২৩, এবং ঈশ্বর কখনও বেতন দিতে ব্যর্থ হন না। পাপ গুরুতর। ঈশ্বর এটি ঘৃণা করেন। দুষ্টরা শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে না।

সুতরাং, ঐফাপাত্র, ৫ থেকে ৬ পদ: "পরে যে দূত আমার সহিত আলাপ করিতেছিলেন, তিনি বাহিরে আসিয়া আমাকে কহিলেন, তুমি চক্ষু তুলিয়া দেখ, ঐ কি বাহির হইতেছে? 6 তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ওটি কি? তিনি কহিলেন, ওটি ঐফাপাত্র বাহির হইতেছে; আরও কহিলেন, ওটি সমস্ত দেশে তাহাদের অধর্ম।"

যে স্বর্গদূত তাকে পূর্ববর্তী দর্শনগুলি দেখিয়েছিলেন তিনিই সখরিয়কে একটি নতুন প্রকাশ দেখতে নির্দেশ দেন। ভাববাদী এখনও পূর্ববর্তী দর্শন সম্পর্কে চিন্তা করছেন, কিন্তু এখন আরেকটি দর্শন আছে দেখার জন্য। তিনি একটি ঐফাপাত্র দেখতে পান। একটি ঐফাপাত্র ছিল শস্য বিক্রির জন্য ব্যবহৃত একটি পরিমাপের ঝুড়ি। ইস্রায়েলে উৎপাদিত প্রধান ফসলের মধ্যে ছিল শস্য - গম এবং যব। ব্যবসায়ীরা বিক্রিত ফসলের পরিমাণ পরিমাপ করার জন্য এই ঝুড়িগুলি ব্যবহার করত। মূর্তিপূজা ইস্রায়েলীয়দের কাছে একসময় বড় পাপ ছিল। বারবার তারা প্রভুকে ত্যাগ করে তাদের চারপাশের জাতিগুলির দেবতাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। এমনকি মিশর ছেড়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই, তারা একটি সোনার বাছুর তৈরি করেছিল এবং তার পূজা করেছিল। পরে, মোয়াবের সমভূমিতে, সুন্দরী মিদিয়নীয় এবং মোয়াবি মহিলারা তাদের মূর্তির সম্মানে তাদের পৌত্তলিক উৎসবে আসতে এবং তাদের সাথে ব্যভিচার করতে প্রলুব্ধ হয়েছিল। প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশ করার পর, এবং যিহোশূয় এবং যিহোশূয়ের পরে বেঁচে থাকা প্রাচীনদের মৃত্যুর পর, তারা আবার প্রভুকে ভুলে যায় এবং বাল দেবতার উপাসনা করতে শুরু করে। ঈশ্বর তাদের শত্রুদের হাতে তুলে দেন যারা তাদের উপর অত্যাচার করে। তাদের কষ্টের মধ্যে, তারা প্রভুর দিকে ফিরে আসে যিনি তাদের জন্য একজন উদ্ধারকর্তা তৈরী করেন। আবার তারা পতিত হয়, এবং আবার তাদের সমস্যায়, তারা ঈশ্বর কে ডাকে, এবং তিনি তাদের রক্ষা করেন। বিচারকর্তৃগণের পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে কিভাবে তারা বারবার পিছু হটে এবং প্রতিমা পূজা করে। তাদের শত্রুদের তাদের জয় করতে এবং তাদের উপর অত্যাচার করার অনুমতি দেওয়া হয়।

তাদের দুর্দশার সময়, তারা ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসে এবং তিনি তাদের উদ্ধার করার জন্য একজন বিচারক পাঠান। রাজাবলির সময়েও একই কথা সত্য। অবশেষে ঈশ্বর তাদের ব্যাবিলনীয়দের হাতে তুলে দেন, যারা তাদের বন্দী করে ব্যাবিলনে নিয়ে যায়। সত্তর বছর ধরে তারা তাদের বাড়ি থেকে অনেক দূরে নির্বাসিত জীবন যাপন করে। অবশেষে যখন তারা কনান দেশে ফিরে আসে, তখন তারা অবশেষে এই

ধরণের জঘন্য মূর্তিপূজা থেকে মুক্তি পায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, নতুন পাপের উদ্ভব হয়। পুরাতন মূর্তি পূজা করে না, বরং এখন তাদের পাপ হল অর্থের প্রতি ভালোবাসা, বস্তুবাদ এবং আত্ম-ধার্মিকতা।

যখন তারা প্রথম ব্যাবিলন থেকে ফিরে আসে, তখন তারা প্রভুর বেদী স্থাপন করে এবং মোশি এবং হারণের থেকে তিনি যে বলিদান চেয়েছিলেন তা দিয়ে আবার ঈশ্বরের উপাসনা করতে শুরু করে। তারা মন্দির পুনর্নির্মাণও শুরু করে এবং প্রাথমিকভাবে উৎসাহী ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে, অসুবিধার সাথে লড়াই করে, শত্রুদের বিরোধিতার মুখোমুখি হয়ে, কিন্তু বিশেষ করে তাদের নিজস্ব ঘর তৈরি এবং তাদের নিজস্ব ক্ষেত চাষ করার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে, তারা মন্দির নির্মাণ বন্ধ করে দেয়। নির্মাণ কাজ স্থগিত করে, তারা বিলম্ব করে। তারা বলেছিল, একদিন তারা এটি নির্মাণ করবে, কিন্তু এখন নয়। হগয় তার ভাববাণীতে এটি উল্লেখ করেছেন: "এই লোকেরা বলিতেছে, সময়, সদাপ্রভুর গৃহ নির্মাণের সময়, উপস্থিত হয় নাই। তখন হগয় ভাববাদী দ্বারা সদাপ্রভুর এই বাক্য উপস্থিত হইল; এই কি তোমাদের আপন আপন ছাদ আঁটা গৃহে বাস করিবার সময়? এই গৃহ ত উৎসন্ন রহিয়াছে। এই জন্য এখন বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা আপন আপন পথ আলোচনা কর। তোমরা অনেক বীজ বপন করিয়াও অল্প সঞ্চয় করিতেছ, আহার করিয়াও তৃপ্ত হইতেছ না, পান করিয়াও আপ্যায়িত হইতেছ না, পরিচ্ছদ পরিয়াও উষ্ণ হইতেছ না, এবং বেতনজীবী লোক ছেঁড়া থলিতে বেতন রাখে। বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা আপন আপন পথ আলোচনা কর" —এটা হল হগয় ১, পদ ২-৭। তারা সুন্দর কাঠের কাজ করা ছাদযুক্ত বাড়িতে বাস করত, যখন ঈশ্বরের ঘর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। তারা ধনী হওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছিল, কিন্তু আসলে তারা সমৃদ্ধ হচ্ছিল না। তারা অর্থ উপার্জন করেছিল, যেন তা নীচের দিকে ছিদ্রযুক্ত একটি থলিতে রাখার জন্য। তাদের অর্থ কেবল অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিলো। তাদের পরিশ্রমের উপর কোন আশীর্বাদ ছিল না। যীশু বলেছিলেন: "কিন্তু তোমরা প্রথমে তাঁহার রাজ্য ও তাঁহার ধার্মিকতার বিষয়ে চেষ্টা কর, তাহা হইলে ঐ সকল দ্রব্যও তোমাদিগকে দেওয়া হইবে"—মথি ৬:৩৩। এতে আমাদের একটি চমৎকার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। কিন্তু যেহেতু তারা প্রথমে তাদের নিজস্ব সম্পদের সন্ধান করছিল, তাই ঈশ্বর তাদের পার্থিব সম্পদে সমৃদ্ধি দিয়ে আশীর্বাদ করতে অস্বীকার করেছিলেন।

সেই সময়ে ইহুদিদের পাপ আজকের জগতের পাপের মতোই ছিল। মানুষের জীবনে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল সম্পদ এবং বস্তুগত জিনিস। বেশিরভাগ মানুষ লোভে পরিপূর্ণ। তাদের লোভে, তারা ভুলে যায় যে তাদের আত্মা আছে এবং তারা তাদের প্রায় সমস্ত সময় এবং শক্তি সম্পদের পিছনে ব্যয় করে। পৌল সতর্ক করেছিলেন, "কেননা ধনাসক্তি সকল মন্দের একটা মূল; তাহাতে রত হওয়াতে কতক লোক বিশ্বাস হইতে বিপথগামী হইয়াছে, এবং অনেক যাতনারূপ কন্টকে আপনারা আপনাদিগকে বিদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু তুমি, হে ঈশ্বরের লোক, এই সকল হইতে পলায়ন কর; এবং ধার্মিকতা, ভক্তি, বিশ্বাস, প্রেম, ধৈর্য, মৃদুভাব, এই সকলের অনুধাবন কর"—এটা হল ১ তীমথিয় ৬, পদ ১০-১১। আজকাল ধর্মঘট খুবই সাধারণ, কারণ লোকেরা আরও বেশি বেতনের দাবি করে। লোকেরা আরও ভালো বেতনের চাকরির জন্য অনেক দূরে চলে যায়, এবং তারা কখনও ভাবে না, "আমি কি একটি ভালো মন্ডলী কাছে থাকব?" অথবা, "এটি কি ঈশ্বরের মণ্ডলীতে সেবা করার আমার সুযোগকে খারাপভাবে প্রভাবিত করবে?" অথবা, "আমাকে আরও বেশি সময় ধরে কাজ করতে হবে তা কি আমার আত্মার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে?" যীশু সতর্ক করেছিলেন, "তোমরা ঈশ্বর এবং ধন উভয়ের দাসত্ব করিতে পার না"—মথি ৬:২৪।

এবার, এক স্ত্রী, ৭ থেকে ৮ পদ— "আর দেখ, এক মণ সীসা উত্থাপিত হইল, আর ঐফার মধ্যে এক স্ত্রী বসিয়া আছে। তিনি কহিলেন, এ দুষ্টতা। পরে তিনি ঐ স্ত্রীকে ঐফার মধ্যে ফেলিয়া দিয়া তাহার মুখে সেই সীসার ঢাকনী দিলেন।"

এরপর সখরিয় ঐফাপাত্রের মাঝখানে বসে থাকা একজন স্ত্রীকে দেখতে পান। ঐফাপাত্রটি তার জন্য খুব ছোট বলে মনে হচ্ছে, এবং সে সেখান থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে বলে মনে হচ্ছে। তাকে দুষ্টতা বলা হয়েছে এবং এটি ইহুদি জনগণের প্রতীক। দুষ্টতা স্পষ্টতই ক্রয়-বিক্রয়ে ব্যবহৃত ঐফা বা পরিমাপের সাথে সম্পর্কিত। আমরা আমোসের মাধ্যমে ঈশ্বরের বাক্যগুলি মনে করি: "অহো, তোমরা যাহারা দরিদ্র লোককে গ্রাস করিতেছ ও দেশের হীন লোকদিগকে লোপ করিতেছ, তোমরা এই বাক্য শুন। তোমরা বলিয়া থাক, ‘অমাবস্যা কখন গত হইবে? আমরা শস্য বিক্রয় করিতে চাই। বিশ্রামদিন কখন গত হইবে? আমরা গমের ব্যবসা করিতে চাই। ঐফা ক্ষুদ্র ও শেকল ভারী করিব, আর ছলনার দাঁড়িপাল্লা দ্বারা ঠকাইব; রৌপ্য দিয়া দীনহীনদিগকে ও এক জোড়া পাদুকা দিয়া দরিদ্রকে ক্রয় করিব, এবং গমের ছাঁট বিক্রয় করিব"—আমোষ ৮, ৪-৬ পদ। বাজারের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত অনেক পাপ রয়েছে। ঈশ্বর সেই লোভ দেখেন যা দরিদ্রদের ওপর অত্যাচার করে। তিনি লক্ষ্য করেন যখন বিক্রির জন্য ঐফা মাপটি ইচ্ছাকৃতভাবে ছোট করে দেওয়া হয়, এবং যখন মূল্য পরিশোধের জন্য শেকেলটি ইচ্ছাকৃতভাবে বাড়িয়ে দেওয়া হয়। তিনি জানেন সেই ব্যবসায়ীদের দুষ্ট হৃদয়ের কথা, যারা পবিত্র দিনের জন্য তাদের কাজ বন্ধ রাখতে অনিচ্ছুক এবং নতুন চাঁদের দিন ও বিশ্রামবার ঈশ্বরকে দেওয়া নিয়ে অস্বস্তি বোধ করে। তারা আকাঙ্ক্ষা করে পবিত্র দিনগুলো যেন দ্রুত শেষ হয়ে যায়, যাতে তারা আবার তাদের লেনদেন ও অর্থ উপার্জনের কাজে ফিরতে পারে। একইভাবে, ঈশ্বর ভাববাদী মীখার মাধ্যমে সতর্ক করেন যে তিনি অবশ্যই প্রতারক ব্যবসায়ীদের শাস্তি দেবেন: দুষ্টের গৃহে কি এখনও দুষ্টতার ভাণ্ডার ও ঘৃণিত হীন ঐফা আছে? দুষ্টতার নিক্তিতে ও ছলনার বাটখারায় আমি কি বিশুদ্ধ হইব? তথাকার ধনবান লোকেরা দৌরাত্ম্যে পরিপূর্ণ, ও তন্নিবাসিগণ মিথ্যা কথা বলিয়াছে, তাহাদের মুখমধ্যে জিহ্বা প্রবঞ্চক। এই জন্য আমিও সাংঘাতিকরূপে তোমাকে প্রহার করিয়াছি, তোমার পাপ প্রযুক্ত তোমাকে ধ্বংস করিয়াছি" -মীখা ৬, ১০-১৩ পদ। তাদের কাছে প্রতারণামূলক ওজনের একটি থলি ছিল যা মানুষকে প্রতারণা এবং লুট করার জন্য ব্যবহৃত হত। অসৎ

ব্যবসায়ীরা ধনী হয়ে উঠছে কিন্তু ঈশ্বর দেখছেন। কিছুই তাঁর কাছ থেকে গোপন নয়। তিনি তাদের আচরণকে ঘৃণিত বলে দেখেন। তিনি তাদের আঘাত করবেন এবং তাদের রোগগ্রস্ত ও নির্জন করে তুলবেন।

আমাদের প্রভু বিচলিত হয়েছিলেন যখন তিনি মন্দিরে অইহুদীদের প্রাঙ্গণ দেখলেন, যা বিদেশিদের প্রার্থনার জন্য নির্ধারিত ছিল, কিন্তু তা দখল করে নিয়েছে মুদ্রা বিনিময়কারী এবং ব্যবসায়ীরা, যারা ভেড়া, গরু এবং পায়রা বিক্রি করছিল। অর্থের বিনিময়ে, তারা যাজকদের কাছ থেকে সেখানে ব্যবসার অনুমতি পেয়েছিল, এবং তারা যে পশু ও পাখি বিক্রি করত, সেগুলিকে উৎসর্গের জন্য অনুমোদিত করা হতো। যাজকদের ঘুষ দেওয়া হতো যাতে তারা এটি অনুমতি দেয়, এবং এর মাধ্যমে তারা অর্থ উপার্জন করত, আর ব্যবসায়ীরাও তাদের লাভ অর্জন করত। কিন্তু শাস্ত্রে বলা হয়েছে, "যীশু ঈশ্বরের ধর্মধামে প্রবেশ করিলেন.....সেই সকলকে বাহির করিয়া দিলেন, এবং পোদ্দারদের মেজ ও যাহারা কপোত বিক্রয় করিতেছিল, তাহাদের আসন সকল উল্টাইয়া ফেলিলেন, আর তাহাদিগকে কহিলেন, লেখা আছে, "আমার গৃহ প্রার্থনা-গৃহ বলিয়া আখ্যাত হইবে," কিন্তু তোমরা ইহা "দস্যুগণের গহ্বর" করিয়া তুলিতেছ" —মথি ২১, পদ ১২-১৩। অবশ্যই, ব্যবসায়ী হওয়াতে বা ধনী হওয়াতে কোনো পাপ নেই। কিন্তু দুঃখজনকভাবে, অর্থের প্রতি ভালোবাসা এই ইহুদিদের অনেককে অসততার পথে নিয়ে গিয়েছিল। তারা সহজেই অল্প কিছু অতিরিক্ত "লাভ" করার জন্য নানা রকম যুক্তি খুঁজে নিতে পারত, মানুষকে প্রতারণা করার উপায় বের করত। দুই-একবার প্রতারণা করার পর বিবেক কঠিন হয়ে যায় এবং আর দোষারোপ করে না। অপরাধ ও পাপে মৃত বিশ্বাসে অপরিবর্তীত , একজন ব্যক্তি সহজেই চুরির পথে অবনতি যেতে পারে। এমনকি নবজন্মপ্রাপ্ত খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের শয়তানের প্রলোভনের বিরুদ্ধে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। পুরাতন নিয়মের সময়ে ঈশ্বরের মন্ডলীর যে করুণ চিত্র আমরা এখানে দেখতে পাই, তা কতই না দুঃখজনক। তাকে উপস্থাপন করা হয়েছে এক স্ত্রীর দ্বারা,যার নাম "দুষ্টতা," যিনি একটি ঐফাপাত্রে বসে আছেন।

৭ থেকে ৮ পদ, <u>সিসার ভার</u> — "আর দেখ, এক মণ সীসা উত্থাপিত হইল, আর ঐফার মধ্যে এক স্ত্রী বসিয়া আছে। ৪ তিনি কহিলেন, এ দুষ্টতা। পরে তিনি ঐ স্ত্রীকে ঐফার মধ্যে ফেলিয়া দিয়া তাহার মুখে সেই সীসার ঢাকনী দিলেন।"

মনে হয় যেন সেই নারী ঝুড়ি থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে। তিনি ঢাকনাটি ঠেলে উঠিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু তাঁর উপর একটি বিশাল সিসার ভার চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা তাঁকে নিচে পিষে ফেলছে। পৃথিবী ও শয়তান স্বাধীনতা ও আনন্দের প্রতিশ্রুতি দেয়। তারা বলে, যদি অনেক অর্থ থাকে, তাহলে সত্যিই সুখী হবেন। শুধুমাত্র ধনী হওয়ার জন্য মানুষ খুব কঠোর পরিশ্রম করে, দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করে, এবং কখনও কখনও কঠিন ও অস্বস্তিকর কাজেও নিযুক্ত হয়। কিছু মানুষ মূর্খতার সঙ্গে তাদের কঠোর পরিশ্রমে উপার্জিত অর্থ লটারি তে বিনিয়োগ করে, আকস্মিক ধন লাভের আশায়। তারা ভাবে, যদি জিতে যায়, তাহলে তাদের সমস্ত সমস্যার অবসান হবে—তারা আনন্দে জীবন উপভোগ করতে সক্ষম হবে। কিন্তু বিষয়টি সে রকমভাবে ঘটে না। কিন্তু বিষয়টি সে রকমভাবে ঘটে না। অর্থ, শয়তানের মতোই, এক নিষ্ঠুর প্রভু। আপনার যত বেশি অর্থ থাকে, তত বেশি উদ্বেগ নিয়ে আসে। খ্রীষ্টই একমাত্র যিনি আনন্দ, শান্তি এবং স্থায়ী সুখ প্রদান করেন। তিনিই আমাদের মুক্ত করেন: "অতএব যে যিহূদীরা তাঁহাকে বিশ্বাস করিল, তাহাদিগকে যীশু কহিলেন, তোমরা যদি আমার বাক্যে স্থির থাক, তাহা হইলে সত্যই তোমরা আমার শিষ্য; আর তোমরা সেই সত্য জানিবে, এবং সেই সত্য তোমাদিগকে স্বাধীন করিবে" —যোহন ৮, ৩১-৩২ পদ।

<u>বহন করে নিয়ে যাওয়া হলো</u>, ৯ থেকে ১১ পদ — "তখন আমি চক্ষু তুলিয়া দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, দুই স্ত্রী বাহির হইয়া আসিল; তাহাদের পক্ষপুটে বায়ু ছিল; আর হাড়গিলার পক্ষের ন্যায় তাহাদের পক্ষ ছিল, তাহারা পৃথিবীর ও আকাশের মধ্যপথে সেই ঐফা উঠাইয়া লইয়া গেল। তখন, যে দূত আমার সহিত আলাপ করিতেছিলেন, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, উহারা ঐফা কোথায় লইয়া যাইতেছে? তিনি আমাকে কহিলেন, ইহারা শিনিয়র দেশে উহার জন্য এক গৃহ নির্মাণ করিবে; তাহা প্রস্তুত হইলে তথায় উহাকে আপন স্থানে স্থাপন করা যাইবে।"

তখন দুই স্ত্রী উপস্থিত হলেন, যাদের ডানা ছিল সারস পাখির মতো, এবং তাদের ডানায় বাতাস ছিল। সারস পাখির একটি পরিযায়ী পাখি, যার ডানা শক্তিশালী এবং যা অনেক দূর পর্যন্ত উড়ে যেতে সক্ষম। এই নারীরা এসে সেই ঝুড়িটি তুলে নেয়, যার ভিতরে দুষ্ট নারীটি ছিল, এবং তা বহন করে বহু দূরে, শিনার দেশের দিকে নিয়ে যায়। শিনার প্রথমবার দেখা যায় আদিপুস্তক ১১ অধ্যায়ে, যেখানে স্বর্গ পর্যন্ত পৌঁছাবে এমন বাবিলের একটি উঁচু মিনার নির্মাণের প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। সেটি ছিল ঈশ্বরের বিরুদ্ধে মানুষের দৃঢ় বিদ্রোহ। সেখানেই ছিল ব্যাবিলনের অবস্থান। ইহুদিরা সদ্য ফিরে এসেছে ব্যাবিলন থেকে সত্তর বছরের নির্বাসন শেষে। তাই এটি একটি নতুন নির্বাসনের কথা বলে। চারশো বছর পরে, ঈশ্বর তাদের কাছে যে মশীহকে পাঠিয়েছিলেন তাকে প্রত্যাখ্যান এবং ক্রুশবিদ্ধ করার মাধ্যমে ইহুদিদের পাপ এক নতুন চরম সীমায় পৌঁছেছিল। যখন পিলাত যীশুকে মুক্ত করার চেষ্টা করলেন, যাঁকে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগে নির্দোষ জানতেন, তখন ইহুদিরা বলেছিল, "তার রক্ত আমাদের এবং আমাদের সন্তানদের উপর বর্তুক।" রোমান ঈগলরা এসেছিল, এক ভয়ঙ্কর সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল, এবং বহু মানুষ অবরোধ, দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধে মারা গিয়েছিল। যেসব ইহুদি বেঁচে ছিল, তাদের একটি নতুন নির্বাসনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যা ২০০০ বছর ধরে চলেছে। এখন মাত্রই তারা আবার নিজেদের দেশে ফিরে আসছে।

ঐফা নিজস্ব ভিত্তির উপর স্থাপন করা হয়েছিল। এটি খ্রীষ্ট বা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না, বরং তাদের নিজেদের ধার্মিকতার উপর। ইহুদিরা তাদের আত্মধার্মিকতা ও অহংকারের জন্য কুখ্যাত। তারা মনে করে যে কারণ তারা ইহুদি এবং তাদের প্রথাগুলি পালন করে, সেই

কারণে তারা ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করে। কিন্তু ঈশ্বর-নিযুক্ত মশীহকে প্রত্যাখ্যান করে তারা ঈশ্বরের দণ্ডের অধীনে রয়েছে। তবুও নিশ্চিতভাবেই তাদের নিজস্ব দেশে তাদের প্রত্যাবর্তনে, আমরা দেখতে পাই বহু বছরের পর ঈশ্বরের দয়া তাদের প্রতি পৌঁছেছে। পুরাতন নিয়মের সময়ে তারা ছিল ঈশ্বরের মনোনীত জাতি, এবং ঈশ্বরের দান ও আহ্বান অনুতাপহীন। "আবার উহারা যদি আপনাদের অবিশ্বাসে না থাকে, তবে উহাদিগকেও লাগান যাইবে, কারণ ঈশ্বর উহাদিগকে আবার লাগাইতে সমর্থ আছেন বস্তুতঃ যেটি স্বভাবতঃ বন্য জলপাইবৃক্ষ, তোমাকে তাহা হইতে কাটিয়া লইয়া যখন স্বভাবের বিপরীতে উত্তম জলপাইবৃক্ষে লাগান গিয়াছে, তখন প্রকৃত শাখা যে উহারা, উহাদিগকে নিজ জলপাইবৃক্ষে লাগান যাইবে, ইহা কত অধিক নিশ্চয়। কারণ, ভ্রাতৃগণ, তোমরা যেন নিজেদের জ্ঞানে বুদ্ধিমান না হও, এই জন্য আমি ইচ্ছা করি না যে, তোমরা এই নিগূঢ়তত্ত্ব অজ্ঞাত থাক যে, কতক পরিমাণে ইস্রায়েলের কঠিনতা ঘটিয়াছে, যে পর্যন্ত পরজাতীয়দের পূর্ণ সংখ্যা প্রবেশ না করে; আর এই প্রকারে সমস্ত ইস্রায়েল পরিত্রাণ পাইবে; যেমন লিখিত আছে,"সিয়োন হইতে মুক্তিদাতা আসিবেন; তিনি যাকোব হইতে ভক্তিহীনতা দূর করিবেন" —এটা রোমীয় ১১, পদ ২৩-২৬।

সুতরাং, এখানে আবারও আমাদের পাপের জন্য অনুতপ্ত হওয়ার এবং প্রভুর কাছে ফিরে আসার আহ্বান জানানো হচ্ছে। আমাদেরকে অর্থের প্রতি ভালোবাসার বিরুদ্ধে সতর্ক করা হয়েছে এবং পার্থিব জিনিসের চেয়ে স্বর্গীয় ও অনন্তকালীন জিনিসের উপর আমাদের হৃদয় স্থাপন করার আহ্বান জানানো হয়েছে। যদি আমরা এই পৃথিবী, এর সম্পদ এবং আনন্দকে ভালোবাসতে থাকি, তাহলে ঈশ্বরের ক্রোধ আমাদের উপর নেমে আসবে। আমেন।

সখরিয়ের দর্শনসমূহ

ভিডিও বক্তৃতার পাঠক্রম

শ্রদ্ধেয় উইলিয়াম ম্যাকলাউড কর্তৃক

বক্তৃতা #৯ — সখরিয় ৬:১-৮

অষ্টম দর্শন: ঈশ্বর রাজত্ব করেন

এখন আমরা আমাদের সখরিয়ার দর্শনসমূহ নিয়ে ধারাবাহিক বক্তৃতার নবম পাঠে আসি। এটি অষ্টম দর্শন নিয়ে আলোচনা করে, সেই দর্শন যা এই সত্যটি তুলে ধরে যে "ঈশ্বর রাজত্ব করেন।" এটি পাওয়া যায় সখরিয়, অধ্যায় ৬, ১ থেকে ৮ পদে।

আজকের দিনে মন্ডলী খুব দুর্বল বলে মনে হয়। বিশাল শক্তিসমূহ এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। শয়তান সর্বদা খুব ব্যস্ত থাকে। সে ঈশ্বরকে এবং যা কিছু ঈশ্বরের, তা ঘৃণা করে। সে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য, ঈশ্বরের মন্ডলীকে ক্ষতি করার জন্য তার যথাসাধ্য চেষ্টা করে এবং সে ঈশ্বরের মহিমাকে ক্ষুন্ন করতে চায়। সে ঈশ্বরের মন্ডলীর বড় প্রতিপক্ষ। শয়তানের জীবনের প্রধান আকাঙ্ক্ষা হল ঈশ্বরের লোকেদের বিপথে পরিচালিত করা, এবং এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সে তার সমস্ত অনুসারী এবং সমস্ত সম্পদ ব্যবহার করে। সে অত্যন্ত বুদ্ধিমান। সে অসাধারণ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। মানুষের পতনের সময় থেকে সে তার কারিগরি শিখছে। মানুষকে প্রলুব্ধ করার ক্ষেত্রে কী কাজ করতে পারে, সে তা জানে, এবং মনে হয় সে কখনো কিছুই ভুলে না। তার আদেশে রয়েছে হাজার হাজার দুষ্ট আত্মা, এবং লক্ষ লক্ষ দুষ্ট মানুষ যারা তার দাস। এছাড়াও, প্রত্যেক নবজন্মপ্রাপ্ত খ্রীষ্টবিশ্বাসীর ভিতরে রয়েছে শরীর। এটি দুর্নীতির অবশিষ্টাংশ, যাকে কখনও কখনও পতিত মানব প্রকৃতি বলা হয়। এটিহল অন্তরে বসবাসকারী পাপ, যাকে পৌল বর্ণনা এইভাবে করেছেন: "কিন্তু আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অন্য প্রকার এক ব্যবস্থা দেখিতে পাইতেছি; তাহা আমার মনের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, এবং পাপের যে ব্যবস্থা আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আছে, আমাকে তাহার বন্দি দাস করে" - রোমীয় ৭:২৩। শয়তানের আমাদের মনে প্রবেশাধিকার রয়েছে এবং সে আমাদের আকাঙ্ক্ষার উপর খেলতে পারে এবং আমাদের কামনা-বাসনাকে উত্তেজিত করতে পারে। তাকে প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের ঈশ্বরের সমগ্র যুদ্ধসজ্জার প্রয়োজন। আজ মন্ডলী দুর্বল কারণ খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা তাদের পরিবারের যত্ন নিতে এবং তাদের কর্মক্ষেত্রে অবাধে পাওয়া অনেক আনন্দ উপভোগ করতে এত ব্যস্ত যে তাদের নিজের আত্মার জন্য তাদের কাছে সময় নেই। তাদের আত্মার স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়ার পরিবর্তে, তারা ভুলে যাচ্ছে যে তারা একটি যুদ্ধে রয়েছে এবং তাদের শক্তিশালী শত্রু রয়েছে যারা তাদের ধ্বংস করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পৌল অন্যত্র সতর্ক করেছিলেন, "কেননা রক্তমাংসের সহিত নয়, কিন্তু আধিপত্য সকলের সহিত, কর্তৃত্ব সকলের সহিত, এই অন্ধকারের জগৎপতিদের সহিত, স্বর্গীয় স্থানে দুষ্টতার আত্মাগণের সহিত আমাদের মল্লযুদ্ধ হইতেছে" —ইফিষীয় ৬, পদ ১২। খ্রীষ্ট আমাদেরকে সুসমাচার প্রচারের মাধ্যমে রাজ্য বিস্তারের জন্য পাঠিয়েছেন, এবং এভাবে জগৎকে তাঁর অধীনে নিয়ে আসছেন। আমাদের উদ্বেগ হল নরক থেকে পুরুষ ও নারীদের রক্ষা করা, কিন্তু শয়তান আমাদের বিরোধিতা করতে ব্যস্ত।

কিছু কাল আগেই, প্রায় সকলেই এমন একজন স্রষ্টাকে বিশ্বাস করত যিনি পৃথিবী এবং এর উপর মানুষ সৃষ্টি করেছেন। এর অর্থ ছিল যে মানুষ সাধারণত ঈশ্বরকে বিচারক হিসেবে বিশ্বাস করত, যার সামনে তাদের সকলকে একদিন দাঁড়াতে হবে এবং তাদের জীবনের জন্য হিসাব দিতে হবে। এই বিচারের ভিত্তিতে, পরবর্তী জীবনে স্বর্গ বা নরক ছিল। কিন্তু আজ অনেকেই তথাকথিত "বিগ ব্যাং"-এ বিশ্বাস করে যা পৃথিবী গঠন করেছিল, এবং বিশ্বাস করে যে বিবর্তন মানুষকে সৃষ্টি করেছিল। অদ্ভুত মনে হয় যে কিছু থেকে একটি বিস্ফোরণ ঘটে, যা একটি মহাবিশ্বকে অস্তিত্বে নিয়ে আসে। তদুপরি, যখন কেউ জীবনের সহজতম রূপের আশ্চর্যজনক জটিলতা লক্ষ্য করে, তখন বিস্ময়কর লাগে

যে বিজ্ঞানীরা জীবিত জীবের স্বতঃস্ফূর্ত উৎপত্তিতে বিশ্বাস করেন, এবং তারপর এটিতেও বিশ্বাস করেন যে ছোট ছোট ধাপের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত মানুষ এই একক-কোষী প্রাণী থেকে বিকশিত হয়েছে। আসলে, এই প্রক্রিয়ায়, দেহের অঙ্গ তৈরি করতে অনেক বিশাল এবং অসম্ভব পদক্ষেপ নেয়ার প্রয়োজন ছিল, যেমন চোখ, কান, গরম রক্তবিশিষ্ট একটি হৃদয় (ঠান্ডা রক্তবিশিষ্ট প্রাণীদের বিপরীতে), এবং যৌন অঙ্গের সৃষ্টি, এমন সব প্রাণীতে যারা শুরুতে অযৌনভাবে প্রজনন করত।

তবুও অনেকে এতে বিশ্বাস করতে সন্তুষ্ট, কারণ একমাত্র বিকল্প হল সেই সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরে বিশ্বাস করা, যাঁর কাছে তারা দায়বদ্ধ। বিবর্তন তাদের ঈশ্বরের থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করে এবং তাদের বিবেককে শান্ত করে, সেই বিবেক যা তাদের সতর্ক করে দেয় যে একদিন তাদের বিচার করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল এবং গণমাধ্যম একত্র হয়ে ঘোষণা করে যে ঈশ্বর নেই। বিবর্তনকে একটি সত্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়, এবং যারা এতে বিশ্বাস করে না তাদের উপহাস করে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়। এটি সুসমাচারের প্রচারের বিরুদ্ধে একটি বিশাল প্রতিরোধ সৃষ্টি করে। দুঃখজনকভাবে, অনেক মন্ডলীও বিবর্তনকে গ্রহণ করে, বাইবেলের শিক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করে, এবং এইভাবে সুসমাচারের দাবিকে দুর্বল করতে সাহায্য করে।

ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তাধারা, যার মধ্যে ঈশ্বরের জন্য কোনো স্থান নেই, তা আমাদের সমাজকে অধিকার করে নিয়েছে। মানুষকে বারবার বলা হয় যে তাদের ধর্মকে নিজেদের মধ্যে ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও অনুশীলনের বিষয় হিসেবে রাখতে হবে। উত্তর-আধুনিকতাবাদ শেখায় যে একজন মানুষের ধর্ম যেমন, অন্যজনের ধর্মও তেমনই ভালো। রাজা চার্লস নিজেকে সব ধর্মের রক্ষক হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন, যার মধ্যে মানবতাবাদীদের বিশ্বাসও যুক্ত। তাই আজ অনেকের চোখে ধর্মের ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠ সত্য বলে কিছু নেই।

আজকের পৃথিবীতে আরেকটি শক্তিশালী প্রভাব হলো যৌন বিপ্লব। ১৯৬০-এর দশকের পপ সংস্কৃতি বিয়ের ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়। গর্ভনিরোধক এবং গর্ভপাত নারীদের একাধিক সঙ্গীর সাথে স্বাধীনভাবে যৌন কার্যকলাপে জড়িত থাকার অনুমতি দেয়, যার ফলে সন্তান জন্ম নেওয়ার কোনও সমস্যা থাকে না। বাইবেল শেখায় যে যৌন সম্পর্ক শুধুমাত্র বিবাহের মধ্যেই পালনযোগ্য, এবং বিবাহ শুধুমাত্র একজন পুরুষ ও একজন নারীর মধ্যে হওয়া উচিত, এবং তা আজীবনের জন্য হওয়া উচিত। ঈশ্বর-নিয়ন্ত্রিত পরিবারকে অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। বিবাহপূর্ব যৌন সম্পর্ক আদর্শ হয়ে উঠেছে। অনেকেই কখনও বিয়ে করেন না এবং এমনকি যখন তারা বিয়ে করেন, তখনও বিবাহবিচ্ছেদ খুবই সাধারণ। ইন্টারনেট ব্যাপকভাবে পর্নোগ্রাফিকে প্রচার করে এবং অনেকেই এটি দেখার মধ্যে কোনও দোষ দেখে না। সমকামী সম্পর্ক গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। আমাদের সমাজ শিশু-কিশোরীদের যৌনতা ছাড়া অন্য কোনও যৌন কার্যকলাপে কোনও পাপ দেখতে পারে না, এবং কেউ ভাবছে যে এটি গ্রহণযোগ্য হতে কতদিন সময় লাগবে। বাইবেলের যৌন নীতির পক্ষে অবস্থান নেওয়া খ্রীষ্টবিশ্বাসীদেড় পুরানো ধাঁচের চিন্তা ধারার এবং প্রকৃতপক্ষে ঘৃণ্য বলে উপহাস করা হয়। যদি তারা তাদের প্রতিবেশীদের অনৈতিক পছন্দকে সমর্থন না করে তবে তাদের নির্যাতিত করা হয়।

দুঃখজনকভাবে, অনেক মন্ডলী, বিশেষ করে বড় এবং মূলধারার মন্ডলীগুলি, তাদের ভূমিকা শুধু সমাজে যা গ্রহণযোগ্য, তা প্রতিফলিত করাই মনে করে। তারা উনিশ শতকে উচ্চতর সমালোচনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। যেটি শিখিয়েছিলো যে বাইবেলে বহু ভুল রয়েছে, এবং তাই একে পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায় না। মানব যুক্তিকে মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করা হয়, ঈশ্বরীয় প্রকাশকে নয়। এই উদারপন্থীদের কাছে অলৌকিক ঘটনা বা ভাববাণী বলে কিছু নেই। বাইবেলকে শুধুই ঈশ্বর ও ধর্ম নিয়ে মানুষের ভাবনার একটি সংকলন হিসেবে গণ্য করা হয়। আসলে, বাইবেলকে বহু বইয়ের মধ্যে একটি হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। একে কোনো বিশেষ কর্তৃত্বসম্পন্ন বই হিসেবে ধরা হয় না। এর সব বক্তব্যই মানব যুক্তির মাধ্যমে প্রশ্নবিদ্ধ করা যায়। মন্ডলী সাধারণভাবে সামাজিক কাজ এবং বামপন্থী রাজনীতির কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। এর ভাববাদীসুলভ কণ্ঠস্বর হারিয়ে গেছে।

আজকের দিনে আছে এক বিশাল আত্মিক উদাসীনতা। জনসংখ্যার কেবলমাত্র এক ক্ষুদ্র অংশ মন্ডলীতে যায়। যখন খ্রীষ্টেবিশ্বাসীরা রাস্তায় প্রচার করে, বা তাদের প্রতিবেশীদের সঙ্গে তাদের আত্মা, এবং তাদের মন ফিরিয়ে আনা ও সুসমাচারে বিশ্বাস করার প্রয়োজন নিয়ে কথা বলতে চায়, তখন তারা হয় উদাসীনতা দ্বারা, অথবা শত্রুতার দ্বারা প্রতিউত্তর পায়। অল্প কয়েকজনই ইচ্ছুক শুনতে যে সুসমাচারভিত্তিক মন্ডলী কী বলতে চায়, এবং উদারপন্থী মন্ডলীর আসলে কোনো সুসমাচারের বার্তাই নেই। এই পরিস্থিতিতে, সখরিয় ৬ অধ্যায়ে যে ভাববাণী আমরা এখানে পাই, তা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং দুর্দান্ত উৎসাহ প্রদান করে।

সুতরাং, প্রথমত, <u>চারটি রথ</u>, পদ ১ থেকে ৩— “ পরে আমি পুনর্বার চক্ষু তুলিয়া দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, দুই পর্বতের মধ্য হইতে চারি রথ বাহির হইল; সেই দুই পর্বত পিত্তলের পর্বত। প্রথম রথে রক্তবর্ণ অশ্বগণ, দ্বিতীয় রথে কৃষ্ণবর্ণ অশ্বগণ, তৃতীয় রথে শ্বেতবর্ণ অশ্বগণ ও চতুর্থ রথে বিন্দুচিত্রিত বলবান অশ্বগণ ছিল।"

এই অষ্টম দর্শনটি প্রথম দর্শনের অনুরূপ যেখানে অশ্বারোহীরা বেরিয়ে পৃথিবী পর্যবেক্ষণ করে। সেখানে রথগুলি ঈশ্বরের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করছে। উভয় দর্শনই এই ধারণা প্রকাশ করে যে ঈশ্বর রাজত্ব করেন। তিনি হলেন সার্বভৌম যিনি নিয়ন্ত্রণে আছেন এবং যিনি পুরুষ ও নারীদের কার্যকলাপে শাসন করেন। তাঁর ইচ্ছা এবং পরিকল্পনা ছাড়া কিছুই ঘটে না। আমাদের প্রথম দর্শন এবং এই অষ্টম দর্শনের মধ্যবর্তী দর্শনগুলি ঈশ্বরের সাথে ইস্রায়েলের নিজস্ব সম্পর্কের সাথে সম্পর্কিত। এটি লক্ষ্য করা আকর্ষণীয় যে রথগুলি বেরিয়ে যায় পিতলের পর্বতের মধ্য দিয়ে। তারা প্রভুর উপস্থিতি থেকে বাইরে যায়। প্রভু তাঁর মন্দিরে বাস করেন। সলোমনের মন্দিরের প্রবেশপথে ছিল দুটি বিশাল পিতলের

স্তম্ভ, একটির নাম যাখীন এবং অন্যটি বোয়স। এই স্তম্ভগুলি এখন পর্বতে পরিণত হয়েছে। এটি শক্তি, স্থায়িত্ব এবং সুরক্ষার কথা বলে। ঈশ্বর তাঁর পবিত্র স্থানে বাস করেন এবং সেখান থেকে রথগুলি বেরিয়ে আসে; সেখান থেকেই তিনি জাতিগুলির উপর শাসন করেন। মানুষ ও দুষ্ট আত্মারা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে লিপ্ত, কিন্তু তারা পিতলের মহান পর্বতের উপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না। শয়তানের জ্বলন্ত তীরগুলো নিষ্ফলভাবে পড়ে যায়। যীশু বলেছিলেন, "আমি আপন মণ্ডলী গাঁথিব, আর পাতালের পুরদ্বার সকল তাহার বিপক্ষে প্রবল হইবে না।" মানুষের ঈশ্বরহীন দর্শন, তার মানবতাবাদ, তার অনৈতিকতা, তার ধর্মনিরপেক্ষতা, তার সাংস্কৃতিক মার্কসবাদ এবং তার ধর্মনিন্দা ঈশ্বরের উপর কোন প্রভাব ফেলে না। গীতসংহিতা ২ এর কথা ভাবুন: "জাতিগণ কেন কলহ করে? লোকবৃন্দ কেন অনর্থক বিষয় লইয়া ধ্যান করে?পৃথিবীর রাজগণ দণ্ডায়মান হয়, নায়কগণ একসঙ্গে মন্ত্রণা করে, সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে এবং তাঁহার অভিষিক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে; [বলে,] ‘আইস, আমরা উহাদের বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলি, আপনাদের হইতে উহাদের রজ্জু খুলিয়া ফেলি।’ যিনি স্বর্গে উপবিষ্ট, তিনি হাস্য করিবেন; প্রভু তাহাদিগকে বিদ্রূপ করিবেন। তখন তিনি ক্রোধে তাহাদের কাছে কথা কহিবেন, কোপে তাহাদিগকে বিহ্বল করিবেন” —গীতসংহিতা ২, পদ ১-৫ পদ। এই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের এই দর্শনটি আমাদের চোখের সামনে রাখা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বর নিয়ন্ত্রণে আছেন। তিনি আতঙ্কে নন। তিনি বসে থাকেন, তিনি লক্ষ্য করেন, এবং হাসেন যখন ক্ষুদ্র মানুষ ও দুষ্ট আত্মারা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করে। যখন তাঁর সময় আসবে, এবং তিনি উপযুক্ত মনে করবেন, তখন তিনি ক্রোধে কথা বলবেন এবং তাঁর জ্বলন্ত ক্রোধ তাদের উপর ঢেলে দেবেন। তাঁর শত্রুরা তাঁর পাদপীঠ এবং তাঁর লোকেদের পাদপীঠ হয়ে উঠবে। রোমীয় ১৬ অধ্যায় ২০ পদটি স্মরণ করুন: "আর শান্তির ঈশ্বর ত্বরায় শয়তানকে তোমাদের পদতলে দলিত করিবেন।" আমরা বিজয়ী পক্ষের সদস্য। মানুষেরা ভয় পাবেন না, যাদের নিশ্বাস তার নাকে রয়েছে— যিশাইয় অধ্যায় ২, পদ ২২; অথবা রোমীয় ৮:৩৭, "কিন্তু যিনি আমাদিগকে প্রেম করিয়াছেন, তাঁহারই দ্বারা আমরা এই সকল বিষয়ে বিজয়ী অপেক্ষাও অধিক বিজয়ী হই।"

প্রাচীন কালে রথ ছিল আজকের ট্যাঙ্কের মতো। এগুলো যুদ্ধের শক্তিশালী প্রতীক। এখানে চারটি রথ আছে। এটি পৃথিবীর চারটি কোণের কথা বলে। ঈশ্বরের শাসন সর্বজনীন। পৃথিবীর কোন অংশই তাঁর নিয়ন্ত্রণ থেকে বাদ নয়। গীতরচকের ভাষায়, "ঈশ্বরের রথ অযুত অযুত ও লক্ষ লক্ষ, প্রভু সেই সকলের মধ্যবর্তী; যেমন সীনয়ে, তাঁহার পবিত্র স্থানে" —গীতসংহিতা ৬৮, পদ ১৭। ঈশ্বর রাজত্ব করেন, এবং কেউ তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে না। তাঁর সেনাবাহিনী বিশাল। তাঁর উদ্দেশ্য অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।

ঘোড়াগুলির রঙও প্রতীকী। লাল ঘোড়া যুদ্ধ এবং রক্তপাতের কথা বলে। বাস্তবে, প্রত্যেকটি যুদ্ধে ঈশ্বর জড়িত। কেবল সুযোগ, ভাগ্য, অথবা মানুষের সিদ্ধান্তেই যুদ্ধ ঘটে না। আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, এটি এমন মনে হয় যেন ক্ষমতালোভী ব্যক্তিরা অন্যান্য দেশ আক্রমণ করছে এবং তাদের উপর রাজত্ব করতে চাইছে। আমরা আজকের রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি পুতিন বা অতীতে হিটলারের মতো ক্ষমতাশালী মানুষদের দেখি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর নিয়ন্ত্রণে আছেন। ঈশ্বর যুদ্ধ পাঠান। পুতিন হলেন তাঁর একজন দাস। অবশ্যই, এর অর্থ এই নয় যে ইউক্রেনে পুতিনের নিষ্ঠুর যুদ্ধ কোনভাবে ন্যায়সঙ্গত। দিন শেষে, পুতিনকে ঈশ্বরের কাছে জবাব দিতে হবে তাঁর সমস্ত হত্যাকাণ্ড ও কষ্টের জন্য যা তিনি ঘটিয়েছেন। কিন্তু ইউক্রেনের মধ্য দিয়ে যে লাল ঘোড়াগুলো অগ্রসর হয়েছে, সেগুলো ছিল ঈশ্বরের ঘোড়া। আমরা হয়তো পারমাণবিক যুদ্ধ শুরু হওয়া নিয়ে উদ্বিগ্ন হতে পারি, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া কেউ পারমাণবিক বোতাম চাপতে পারে না। এটি জেনে কতই না স্বস্তি লাগে যে যুদ্ধের রথগুলো ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণে থাকে।

কালো ঘোড়াগুলি শোক ও মৃত্যুকে প্রকাশ করে। এই জগতে মৃত্যু সর্বজনীন। আমাদের সবার জন্যই “জন্মের সময় ও মরণের সময়" আছে— উপদেশক ৩:২। আমাদের জীবন ঈশ্বরের হাতে, এবং তিনি আমাদের জন্ম এবং মৃত্যুর সঠিক মুহূর্ত নির্ধারণ করেছেন। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নেওয়া আমাদের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ। শীঘ্রই এটি আমাদের সকলের কাছে আসবে। "আর যেমন মনুষ্যের নিমিত্ত একবার মৃত্যু, তৎপরে বিচার নিরূপিত আছে"—ইব্রীয় ৯:২৭। আমরা আমাদের জীবন ঈশ্বরের সামনে যাপন করি, এবং একদিন, তাঁর নির্ধারিত সময়ে, আমাদের আত্মা ও দেহ আলাদা হয়ে যাবে। যদি আমরা দুষ্ট হই, তবে আমরা চোখ খুলব নরকে, আর যদি ধার্মিক হই, তবে চোখ খুলব স্বর্গে। প্রতিটি মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর পুরুষ ও নারীকে আহ্বান করেন যেন তারা তাঁর সামনে তাদের জবাবদিহি করে।

সাদা ঘোড়াগুলি বিজয়ের কথা বলে। ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে কিছুই ব্যর্থ করতে পারে না। তিনি তাঁর উদ্দেশ্যসমূহকে তাদের পরিণতি পর্যন্ত সম্পন্ন করেন। ঈশ্বর অবশেষে নিয়ে আসবেন আকাশমণ্ডল এবং নতুন পৃথিবী, যেখানে ধার্মিকতা বাস করবে। শেষ রথে থাকা ঘোড়াগুলোর রঙ অনুবাদ করা আরও কঠিন। এখানে "গ্রিসলড" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যরা এটিকে "পাইবাল্ড" হিসেবে অনুবাদ করেছেন। মনে হয় এটি বিভিন্ন রঙের মিশ্রণ নির্দেশ করে। "বে ঘোড়া" শব্দটিকে কেউ কেউ শক্তিশালী ঘোড়া হিসেবে অনুবাদ করেছেন। এই দর্শনের মাধ্যমে যে মৌলিক সত্যটি প্রকাশিত হয়েছে তা হলো—ঈশ্বর জাতিগুলোর ওপর রাজত্ব করেন এবং ঘোড়াগুলির বিভিন্ন রঙ পৃথিবীতে বিরাজমান বিভিন্ন অবস্থাকে প্রকাশ করে। যারা মন্দির নির্মাণ করছে, তারা নানা রকম প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে, কিন্তু ঈশ্বর তাদের সেগুলি কাটিয়ে উঠতে সক্ষম করবেন।

পদ ৪ থেকে ৮ – প্রেরিত চার আত্মা— "তখন, যে দূত আমার সহিত আলাপ করিতেছিলেন, আমি তাঁহাকে কহিলাম, হে আমার প্রভু, এই সকল কি? সেই দূত উত্তর করিয়া আমাকে কহিলেন, ইঁহারা স্বর্গের চারি বায়ু, সমস্ত পৃথিবীর প্রভুর সাক্ষাতে দাঁড়াইয়া থাকিবার পরে বাহির হইয়া আসিতেছেন। যে রথে কৃষ্ণবর্ণ অশ্বগণ আছে, তাহা উত্তর দেশে যাইতেছে; ও শ্বেতবর্ণ অশ্বগণ তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে

চলিল, এবং বিন্দুচিত্রিত অশ্বগণ দক্ষিণ দেশে চলিল। আর বলবান অশ্বগণ চলিল, এবং পৃথিবীতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিল; তাহাতে তিনি কহিলেন, চলিয়া যাও, পৃথিবীতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ কর; তাহাতে তাহারা পৃথিবীতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিল। তখন তিনি আমাকে ডাকিয়া কহিলেন, দেখ, যাহারা উত্তর দেশে যাইতেছে, তাহারা উত্তর দেশে আমার আত্মাকে সুস্থির করিয়াছে।"

ভাববাদী স্বর্গদূতের কাছে ব্যাখ্যা চাইলেন। হিব্রু ভাষায় 'আত্মা' এবং 'বায়ু' শব্দটি একই। এই চারটি রথ হল ঈশ্বরের চারটি আত্মা, ঈশ্বরের চারজন বার্তাবাহক, অথবা ঈশ্বরের চারটি বায়ু। তারা তাঁর আদেশে এগিয়ে যায়। তারা কেবল ইস্রায়েলের ওপরই বিচরণ করে না, বরং সমগ্র পৃথিবীর ওপর বিচরণ করে। তারা মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও নাস্তিকদের দেশসমূহের মধ্য দিয়েও যায়। কেউই তাদের দৃষ্টি এড়াতে পারে না। ঈশ্বর সমগ্র পৃথিবীর ওপর, এবং বাস্তবে সমগ্র মহাবিশ্বের ওপর, স্বর্গ ও নরকের ওপরও রাজত্ব করেন। কালো ঘোড়াগুলি উত্তর দেশের দিকে এগিয়ে যায়। তাদের পরেই সাদা ঘোড়াগুলি এগিয়ে যায়, যা সম্পূর্ণ বিজয় নিশ্চিত করে। এই দিক থেকেই অতীতে ইস্রায়েলের বড় শত্রুরা এসেছিল—অশুর, বাবিল, এবং পারস্য। কালো ঘোড়াগুলি ঈশ্বরের লোকেদের শত্রুদের জন্য মৃত্যু নির্দেশ করে। বাবিল ছিল এক মহান শহর, কিন্তু সময় এলে তা ধ্বংস হয়ে যায়। এটি ছিল এক অহঙ্কারী শহর, এবং যদি তারা ইহুদি ভাববাণীর কথা শুনত, তবে তারা নিশ্চয়ই তা নিয়ে উপহাস করত। একজন ব্যাখ্যাকারক, টি. ভি. মুর, যেমনটি বলেছেন, "এখন ইউফ্রেটিস নদীর আখের ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে বাতাস শোঁ শোঁ করে বয়ে যায়, যেখানে এক সময় বাবিল তার গর্বে আসীন ছিল; আর একাকীত্ব, জনশূন্যতা এবং মৃত্যু সেখানে অবস্থান করছে, প্রহরী সাক্ষীস্বরূপ এই সত্যের যে, তাঁর বাক্য নিষ্ফল হয়ে তাঁর কাছে ফিরে যায় না, যে তার আত্মা উত্তরের দেশে শান্ত হয়েছে।" বাবিল ধ্বংস হয়েছিল সম্পূর্ণভাবে, এবং আজও এটি ধ্বংসস্তূপ হয়ে রয়েছে। প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন বাবিল পুনর্নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিলেন, কিন্তু তিনিও ধ্বংস হয়ে যান। 'গ্রিসলড' ঘোড়াগুলি গিয়েছিল দক্ষিণ দেশে, অর্থাৎ, মিশরে—আরেকটি প্রাচীন শত্রু। একটির পর একটি ধ্বংসের তরঙ্গ ভেসে গিয়েছিল সেই এককালের মহাশক্তিধর দেশে—পিরামিড, স্ফিংস, আর মন্দিরের দেশটিতে—যা এখন তার পূর্বের মহিমার কেবল একটি ছায়ামাত্র।

শক্তিশালী ঘোড়াগুলি বেরিয়ে পড়েছিল সারা পৃথিবী পাহারা দেওয়ার জন্য—আবারও, ঈশ্বরের দ্বারা প্রেরিত এবং তাঁর ইচ্ছা সম্পন্ন করার জন্য। ঈশ্বর জাতিগুলির উপর রাজত্ব করেন। তিনি এক জাতিকে উত্থাপন করেন এবং অন্যটিকে নিক্ষেপ করেন। যারা উত্তরের দেশে গিয়েছিল তারা উত্তরে ঈশ্বরের আত্মাকে শান্ত করেছিল। যারা উত্তর দেশে গিয়েছিল, তারা ঈশ্বরের আত্মাকে উত্তর দেশে শান্ত করেছে। কলদীয়রা ঈশ্বরের লোকদের শাস্তি দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল, কিন্তু যখন তারা তাদের কাজ সম্পন্ন করেছিল—যে কাজ ঈশ্বর তাদের নিয়োগ করেছিলেন—তখন এই ঈশ্বরের লোকেদের শত্রুরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ঈশ্বর তাঁর মন্ডলীকে ভালোবাসেন এবং তাদের সব শত্রুকে শাস্তি দেবেন। সেই সময় থেকে আরও অনেক সাম্রাজ্য এসেছে এবং চলে গেছে—পারস্য, গ্রীস, রোম, এবং আরও আধুনিক কিছু সাম্রাজ্য। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর মন্ডলীর প্রতি যত্নবান। প্রতিটি যুগে তিনি তাঁর জনগণের খেয়াল রাখেন, এবং তাদের সব শত্রুদের তিনি তাঁদের পায়ের নিচে ধুলোর মতো করে দেবেন। কিন্তু ঈশ্বর এবং তাঁর লোকেদের সমস্ত শত্রুদের চূড়ান্ত ধ্বংস খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের জন্য অপেক্ষা করছে, যখন তিনি ফিরে আসবেন, "এবং যাহারা ঈশ্বরকে জানে না ও যাহারা আমাদের প্রভু যীশুর সুসমাচারের আজ্ঞাবহ হয় না, তাহাদিগকে সমুচিত দণ্ড দিবেন। তাহারা প্রভুর মুখ হইতে ও তাঁহার শক্তির প্রতাপ হইতে অনন্তকালস্থায়ী বিনাশরূপ দণ্ড ভোগ করিবে, ইহা সেই দিন ঘটিবে, যে দিন তিনি আপন পবিত্রগণে গৌরবান্বিত হইবার, এবং যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে, তাহাদের সকলেতে চমৎকারের পাত্র হইবার জন্য আগমন করিবেন; আমরা তোমাদের কাছে যে সাক্ষ্য দিয়াছি, তাহা ত বিশ্বাসে গৃহীত হইয়াছে।" - অর্থাৎ ২ থিষলনীকীয় ১ অধ্যায়, ৮-১০ পদ। আমেন।

সখরিয়ের দর্শনসমূহ

ভিডিও বক্তৃতার পাঠক্রম

শ্রদ্ধেয় উইলিয়াম ম্যাকলাউড কর্তৃক

বক্তৃতা #১০ — সখরিয় ৬:৯-১৫

দর্শনগুলির চূড়ান্ত মুহূর্তঃ যিহোশূয়ের রাজ্যাভিষেক

এখন আমরা সখরিয়ের দর্শনসমূহ নিয়ে এই ধারাবাহিক পাঠের শেষ বক্তৃতায় পৌঁছেছি। এই বক্তৃতার শিরোনাম, "দর্শনগুলির চূড়ান্ত মুহূর্ত," এবং এটি যিহোশূয়াকে মুকুট পরানোর বিষয়ে বলে, ৬ অধ্যায় এবং ৯ থেকে ১৬ পদগুলিতে পাওয়া যাবে।

অষ্টম দর্শনে, আমরা দেখেছিলাম কিভাবে ঈশ্বর পৃথিবীর উপর সক্রিয়ভাবে রাজত্ব করেন, এবং প্রভুর জনগণের শত্রুরা ধ্বংস হবে। কিছুজন সখরিয় ৬:৯–১৫ এই নতুন অংশকে নবম দর্শন হিসেবে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এটি প্রকৃতপক্ষে কোনও দর্শন নয়। বরং এটি এক মহিমাময় সত্যের প্রতীকী নাট্যরূপ। ঈশ্বর ভবিষ্যদ্বক্তাকে আদেশ করেন একটি প্রতীকী কাজ সম্পাদন করতে, যা দর্শনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত, সেগুলোর উপর ভিত্তি করে নির্মিত, এবং তবুও প্রভুর জনগণের বিশ্বাসকে আগত মশীহের উপর কেন্দ্রীভূত করে। পুরাতন নিয়মের সময়ের পুরুষ এবং নারীরা বিশ্বাসের দ্বারা আগত মশীহের দিকে চেয়ে উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, যেমনভাবে আমরাও বিশ্বাসের দ্বারা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এবং কালভেরি ক্রুশে তাঁর সম্পন্ন কর্মের দিকে চেয়ে উদ্ধারপ্রাপ্ত হই। ঈশ্বর পুরুষ ও নারীদের সঙ্গে তাঁর অনুগ্রহের চুক্তি করেন, অনন্ত জীবনের প্রতিশ্রুতি দেন, কিন্তু একটিমাত্র শর্ত বা প্রয়োজনীয়তা আছে, আর সেটি হল—বিশ্বাস। অবশ্যই আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বিশ্বাস "ঈশ্বরের দান"— ইফিষীয় ২, পদ ৮।

সুতরাং প্রথমত, পদ ৯ থেকে ১১, মুকুট তৈরি করুন - "পরে সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, তুমি নির্বাসিত লোকদের নিকট হইতে, অর্থাৎ হিল্দয়, টোবিয় ও যিদায়ের নিকট হইতে [রৌপ্য ও স্বর্ণ] গ্রহণ কর; সেই দিন যাও, সফনিয়ের পুত্র যোশিয়ের বাটীতে গমন কর, বাবিল হইতে তাহারা তথায় আসিয়াছে; তুমি রৌপ্য ও স্বর্ণ গ্রহণ করিয়া মুকুট নির্মাণ কর, এবং যিহোষাদকের পুত্র যিহোশূয় মহাযাজকের মস্তকে দেও।

এখানে ঈশ্বর ভাববাদীর সঙ্গে কথা বলেন। কয়েকজন পুরুষ বাবিল থেকে এসেছিলেন, যারা রৌপ্য ও সোনা এনেছিলেন—একটি সংগ্রহ, যা জেরুশালেমে মন্দির নির্মাণে সহায়তার জন্য সংগৃহীত হয়েছিল। সখরিয়কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সেই গৃহে যেতে, যেখানে ঐ লোকেরা বাস করছিলেন, এবং কিছু রৌপ্য ও সোনা নিতে এবং "মুকুট তৈরি করো, সেটা যিহোষাদকের ছেলে যিহোশূয় মহাযাজকের মাথায় পরিয়ে দাও"- ১১ পদ। কিছু লোক "মুকুটসমূহ" শব্দটির বহুবচনকে একাধিক বৃত্ত বা রিং দ্বারা গঠিত একটি মুকুট হিসেবে দেখে থাকেন। তবে একে তীব্রতার বহুবচন হিসেবে দেখা অধিক যথাযথ। তাঁকে একটি মহিমান্বিত, এক মহৎ, মহিমান্বিত মুকুট তৈরি করতে বলা হয়েছিল—মুকুটের কোনো সাধারণ প্রতীক নয়। এটি যে একটি প্রকৃত মুকুট ছিল, তা জোর দিয়ে বলা হয়েছে, কারণ এখানে ব্যবহৃত ক্রিয়া একবচন। এটি ছিল একটি মুকুট। এরপর তাঁকে এই মুকুটটি প্রশাসক সরুব্বাবিলের মাথায় নয়—যেমনটি আপনি প্রত্যাশা করেছিলেন—বরং মহাযাজক যিহোশূয়ার মাথায় রাখতে হয়েছিল।

এটি অত্যন্ত বিস্ময়কর। এর আগে কখনও কোনো মহাযাজক ইস্রায়েলে রাজত্ব করেননি। একইভাবে, কোনো রাজাকেও যাজক হিসেবে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। যখন রাজা উষিয় যখন নিজের মর্যাদায় মুগ্ধ হয়ে ধূপ জ্বালাবার জন্য মন্দিরে প্রবেশ করেছিলেন, তখন তিনি কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন—২ বংশাবলি ২৬:১৯। ঈশ্বর তাঁকে শাস্তি দিয়েছিলেন। কিন্তু এখানে আমরা দেখছি এক যাজককে রাজা হিসেবে অভিষিক্ত করা হচ্ছে। এটি স্পষ্টতই এমন একজনের ভবিষ্যদ্বাণী, যিনি একসঙ্গে যাজক এবং রাজা হবেন। আদিপুস্তকে আমাদের

বলা হয়েছে যে মল্কীষেদক এমন একজন ছিলেন যেমন "শালেমের রাজা.....তিনি ছিলেন পরাৎপর ঈশ্বরের যাজক" ছিলেন—আদিপুস্তক ১৪, পদ ১৮। গীতরচক একজনের আগমনের ভাববাণী করেছিলেন যিনি একজন রাজা হবেন: "সদাপ্রভু সিয়োন হইতে তোমার পরাক্রমদণ্ড প্রেরণ করিবেন, তুমি আপন শত্রুদের মধ্যে কর্তৃত্ব করিও। তোমার বিক্রম-দিনে তোমার প্রজাগণ স্বেচ্ছায় দত্ত উপহার হইবে; পবিত্র শোভায়, উষার গর্ভ হইতে, তোমার যুবকেরা তোমার কাছে শিশিরতুল্য। সদাপ্রভু শপথ করিলেন, অনুশোচনা করিবেন না, তুমি অনন্তকালীন যাজক, মল্কীষেদকের রীতি অনুসারে" —গীতসংহিতা ১১০, এবং ২ এবং ৪ পদ। ইব্রীয়দের কাছে লেখা পত্রটি ব্যাখ্যা করে যে কীভাবে এই মল্কীষেদক ঈশ্বরের পুত্রের মতো ছিলেন এবং তাই মশীহের এক প্রতিমূর্তি ছিলেন: "সেই যে মল্কীষেদক, যিনি শালেমের রাজা ও পরাৎপর ঈশ্বরের যাজক ছিলেন, অব্রাহাম যখন রাজাদের সংহার হইতে ফিরিয়া আইসেন, তিনি তখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, ও তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন, এবং অব্রাহাম তাঁহাকে সমস্তের দশমাংশ দিলেন। প্রথমে তাঁহার নামের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিলে তিনি 'ধার্মিকতার রাজা', পরে 'শালেমের রাজা', অর্থাৎ শান্তিরাজ; তাঁহার পিতা নাই, মাতা নাই, পূর্বপুরুষাবলি নাই, আয়ুর আদি কি জীবনের অন্ত নাই; কিন্তু তিনি ঈশ্বরের পুত্রের সদৃশীকৃত; তিনি নিত্যই যাজক থাকেন"এটি ইব্রীয় ৭, এবং ১-৩ পদ। যিহোশূয়কে মুকুট পরানো হয় একটি প্রতীকী বা রূপক চরিত্র হিসেবে। তিনি সেই খ্রীষ্টকে প্রতিনিধিত্ব করেন যিনি আসছেন।

যিহোশূয়কে মুকুট পরানো হয় একটি প্রতীকী বা রূপক চরিত্র হিসেবে। তিনি সেই খ্রীষ্টকে প্রতিনিধিত্ব করেন যিনি আসছেন। "কারণ যাহারা পবিত্রীকৃত হয়, তাহাদিগকে তিনি একই নৈবেদ্য দ্বারা চিরকালের জন্য সিদ্ধ করিয়াছেন"- ইব্রীয় ১০:১৪। এই মহান যাজকীয় কার্য্যের পর, তিনি তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হন। চল্লিশ দিন পরে, আমাদের বলা হয়েছে তিনি স্বর্গে আরোহণ করেন এবং রাজা হিসেবে অভিষিক্ত হন, যেমন হিব্রিদের প্রতি পত্রে বলা হয়েছে।চল্লিশ দিন পরে, আমাদের বলা হয়েছে তিনি স্বর্গে আরোহণ করেন এবং রাজা হিসেবে অভিষিক্ত হন, যেমন ইব্রীয়দের প্রতি পত্রে বলা হয়েছে: "ইনি তাঁহার প্রতাপের প্রভা ও তত্ত্বের মুদ্রাঙ্ক, এবং আপন পরাক্রমের বাক্যে ধারণকর্তা হইয়া পাপ ধৌত করিয়া উর্ধ্বলোকে মহিমার দক্ষিণে উপবিষ্ট হইলেন। কিন্তু পুত্রের বিষয়ে তিনি বলেন, "হে ঈশ্বর, তোমার সিংহাসন অনন্তকালস্থায়ী; আর সারল্যের শাসনদণ্ডই তাঁহার রাজ্যের শাসনদণ্ড" —ইব্রীয় ১, ৩ এবং ৮ পদ। পৌল তাঁর অবমাননার পর তাঁর মহিমা বর্ণনা করেছেন: "ঈশ্বরের স্বরূপবিশিষ্ট থাকিতে তিনি ঈশ্বরের সহিত সমান থাকা ধরিয়া লইবার বিষয় জ্ঞান করিলেন না, কিন্তু আপনাকে শূন্য করিলেন, দাসের রূপ ধারণ করিলেন, মনুষ্যদের সাদৃশ্যে জন্মিলেন; এবং আকার প্রকারে মনুষ্যবৎ প্রত্যক্ষ হইয়া আপনাকে অবনত করিলেন; মৃত্যু পর্যন্ত, এমন কি, ক্রুশীয় মৃত্যু পর্যন্ত আজ্ঞাবহ হইলেন। এই কারণ ঈশ্বর তাঁহাকে অতিশয় উচ্চপদান্বিতও করিলেন, এবং তাঁহাকে সেই নাম দান করিলেন, যাহা সমুদয় নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; যেন যীশুর নামে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল-নিবাসীদের "সমুদয় জানু পাতিত হয়, এবং সমুদয় জিহ্বা যেন স্বীকার করে" যে, যীশু খ্রীষ্টই প্রভু, এইরূপে পিতা ঈশ্বর যেন মহিমান্বিত হন" এই চমৎকার অংশটি ফিলিপীয় অধ্যায় ২, ৬-১১ পদের মধ্যে রয়েছে।

সখরিয় ইস্রায়েলের ইতিহাসের এক গভীর পতনের সময়ে ভবিষ্যদ্বাণী করছেন। ইহুদিরা মাত্রই বাবিলের সত্তর বছরের নির্বাসন থেকে ফিরে এসেছে। তারা পুনরায় ঈশ্রায়েলের দেশে বসতি স্থাপনের চেষ্টা করছিল। তারা আবার মন্দির নির্মাণ করছিল, কিন্তু তাদের সম্পদের পরিমাণ ছিল কম। তবুও এখানে সখরিয় তাদের বলছেন যে, সামনে একটি মহান ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে। মহাযাজকের মাথায় একটি দুর্দান্ত মুকুট পরানো হয়েছে। যিহোশূয়ের দ্বারা যিনি প্রতিফলিত হচ্ছেন, সেই যাজক হবেন একজন মহান রাজা—প্রকৃতপক্ষে, রাজাদের রাজা। আসন্ন মশীহ "তিনি এক সমুদ্র অবধি অপর সমুদ্র পর্যন্ত, ঐ নদী অবধি পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত কর্তৃত্ব করিবেন। তাঁহার সম্মুখে মরুনিবাসীরা নত হইবে, তাঁহার শত্রুগণ ধুলা চাটিবে। তর্শীশ ও দ্বীপগণের রাজগণ নৈবেদ্য আনিবেন; শিবা ও সবার রাজগণ উপহার দিবেন। হাঁ, সমুদয় রাজা তাঁহার কাছে প্রণিপাত করিবেন; সমুদয় জাতি তাঁহার দাস হইবে" —গীতসংহিতা ৭২, ৮-১১ পদ। অধিকন্তু, তাঁর রাজ্য অনন্তকাল স্থায়ী হবে। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে, "তোমার রাজ্য সর্বযুগের রাজ্য, তোমার কর্তৃত্ব পুরুষে পুরুষে চিরস্থায়ী"— গীতসংহিতা ১৪৫, ১৩ পদ। দানিয়েল এর একটি দর্শন পেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আমি রাত্রিকালীন দর্শনে দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, আকাশের মেঘ সহকারে মনুষ্য-পুত্রের ন্যায় এক পুরুষ আসিলেন, তিনি সেই অনেক দিনের বৃদ্ধের নিকটে উপস্থিত হইলেন, তাঁহার সম্মুখে আনীত হইলেন। আর তাঁহাকে কর্তৃত্ব, মহিমা ও রাজত্ব দত্ত হইল; লোকবৃন্দ, জাতি ও ভাষাবাদীকে তাঁহার সেবা করিতে হইবে; তাঁহার কর্তৃত্ব অনন্তকালীন কর্তৃত্ব, তাহা লোপ পাইবে না, এবং তাঁহার রাজ্য বিনষ্ট হইবে না"—দানিয়েল ৭, ১৩-১৪ পদ।

যিহোশূয়, সরুব্বাবিল এবং ঈশ্বরের সমস্ত লোকেদের জন্য এটি কতই না উৎসাহজনক ছিল, যখন তারা মন্দির নির্মাণের জন্য সংগ্রাম করছিল! এবং আমাদের জন্য কতই না উৎসাহজনক, যখন আমরা ঈশ্বরের মন্ডলী গঠনের চেষ্টা করছি, যদিও আমাদের সামনে অনেক ধূর্ত ও শক্তিশালী শত্রু রয়েছে! তবুও আমরা বিজয়ী পক্ষের! মানবপুত্র যিনি আমাদের ত্রাণকর্তা, যিনি তাঁর যাজকের কাজের মাধ্যমে আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন, তিনিই চিরকাল রাজত্ব করবেন এবং তাঁর রাজ্য কখনও ধ্বংস হবে না, এবং আমরা তাঁর সিংহাসনে তাঁর সাথে বসব এবং তাঁর সাথে রাজত্ব করব—প্রকাশিত বাক্য ৩:২১।

তারপর ১২ এবং ১৩ পদ, শাখা তাঁর মন্দির নির্মাণ করবে— "আর তাহাকে বল, বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, সেই পুরুষ, যাঁহার নাম 'পল্লব,' তিনি আপন স্থানে পল্লবের ন্যায় বৃদ্ধি পাইবেন, এবং সদাপ্রভুর মন্দির গাঁথিবেন; হাঁ, তিনিই সদাপ্রভুর মন্দির

গাঁথিবেন, তিনিই প্রভা ধারণ করিবেন, আপন সিংহাসনে বসিয়া কর্তৃত্ব করিবেন, এবং আপন সিংহাসনের উপরে উপবিষ্ট যাজক হইবেন, তাহাতে এই দুইয়ের মধ্যে শান্তির মন্ত্রণা থাকিবে।"

সখরিয়কে ঈশ্বরের এই কথাগুলো দিয়ে যিহোশূয়কে সম্বোধন করতে বলা হয়েছে: "দেখ, সেই পুরুষ, যাঁহার নাম 'পল্লব,' তিনি আপন স্থানে পল্লবের ন্যায় বৃদ্ধি পাইবেন, এবং সদাপ্রভুর মন্দির গাঁথিবেন"— ১২ পদ। "শাখা" নামটি স্পষ্টভাবে সেই ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত করে, যার কথা সখরিয় ৩ অধ্যায়ে আগেই বলা হয়েছে। তিনি দাউদের শাখা এবং তিনি হবেন প্রকৃতই ফলবান শাখা। "তিনি আপন বংশ দেখিবেন"— যিশাইয় ৫৩, পদ ১০। তাঁর বংশধররা আকাশের তারাগুলির মতো এবং সমুদ্রের তীরের বালুকণার মতো সংখ্যায় অগণিত হবে। তিনি একজন মানুষ এবং প্রকৃতই একজন মানুষ। "তিনি আপন স্থানে বৃদ্ধি পাইবেন" তিনি শাখা বিস্তার করবেন। এখানে "শাখা" শব্দটির উপর একটি শব্দরঙ্গ আছে। তিনি হঠাৎ করে স্বর্গ থেকে তাঁর পরিত্রাণের কাজ সম্পাদন করার জন্য আবির্ভূত হবেন না। তিনি দাউদের মূল থেকে বেড়ে উঠবেন। যিশাইয় তাঁর সম্পর্কে ভাববাণী করেন: "আর যিশয়ের গুঁড়ি হইতে এক পল্লব নির্গত হইবেন, ও তাহার মূল হইতে উৎপন্ন এক চারা ফল প্রদান করিবেন। আর সদাপ্রভুর আত্মা প্রজ্ঞার ও বিবেচনার আত্মা, মন্ত্রণার ও পরাক্রমের আত্মা, জ্ঞানের ও সদাপ্রভু-ভয়ের আত্মা তাঁহাতে অধিষ্ঠান করিবেন; আর তিনি সদাপ্রভু-ভয়ে আমোদিত হইবেন। তিনি চক্ষুর দৃষ্টি অনুসারে বিচার করিবেন না, কর্ণের শ্রবণানুসারে নিষপত্তি করিবেন না; কিন্তু ধর্মশীলতায় দীনহীনদের বিচার করিবেন, সরলতায় পৃথিবীস্থ নম্রদের জন্য নিষপত্তি করিবেন; তিনি আপন মুখস্থিত দণ্ড দ্বারা পৃথিবীকে আঘাত করিবেন, আপন ওষ্ঠাধরের নিশ্বাস দ্বারা দুষ্টকে বধ করিবেন। আর ধর্মশীলতা তাঁহার কটিদেশের পটুকা ও বিশ্বস্ততা তাঁহার কক্ষের পটুকা হইবে"—যিশাইয় ১১— ১-৫ পদ ।

বেথলেহেমে দায়ূদের বংশে জন্মগ্রহণকারী, তিনি ইস্রায়েলে বড় হবেন—দায়ূদের মহান পুত্র, যিনি একইসাথে দায়ূদের প্রভুও হবেন। তিনি কোনো বিদেশি হবেন না, বরং ইস্রায়েলেরই একজন হবেন। ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা অভিষিক্ত হবেন তিনি, যাতে তিনি তাঁর কাজ সম্পাদন করতে পারেন। তিনি দরিদ্র ও অভাবীদের প্রতি করুণা ও দয়া প্রদর্শন করবেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর ক্রোধে শত্রুদের ধ্বংস করবেন। তাঁর ধার্মিকতায়, তিনি দীনহীন ধার্মিক বলে গণ্য করবেন। এবং সেই পাপীরা, যারা তাঁর উপর বিশ্বাস করবে, তাঁর দ্বারাই ধার্মিক বলে গণ্য হবে। কিন্তু তিনি বিচার করবেন এবং দণ্ড দেবেন সেই গর্বিত ফারিসীদের, যারা নিজেদের ধার্মিকতার উপর ভরসা করত। তাঁর মহৎ কাজ হবে প্রভুর মন্দির নির্মাণ করা। এখন সরুব্বাবিল সেই মন্দিরের প্রতিস্থাপন নির্মাণ করছেন, যা শলোমন নির্মাণ করেছিলেন, কিন্তু যে মন্দির "শাখা" নির্মাণ করবেন তা হবে এক মহিমান্বিত আত্মিক মন্দির—যা সম্পূর্ণ ভিন্ন এক শ্রেণির হবে।

যীশু ইহুদিদের বললেন, "যীশু উত্তর করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা এই মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেল, আমি তিন দিনের মধ্যে ইহা উঠাইব।তখন যিহূদীরা কহিল, এই মন্দির নির্মাণ করিতে ছেচল্লিশ বৎসর লাগিয়াছে; তুমি কি তিন দিনের মধ্যে ইহা উঠাইবে? কিন্তু তিনি আপন দেহরূপ মন্দিরের বিষয় বলিতেছিলেন"—যোহন ২:১৯-২১।

ইহুদীরা তাঁদের মন্দির নিয়ে অত্যন্ত গর্বিত ছিল। অবশ্যই সেই মন্দির প্রাথমিকভাবে জেরুব্বাবেল দ্বারা নির্মিত হয়েছিল, কিন্তু পরে ৪৬ বছরের এক দীর্ঘ সময় ধরে হেরোদ দ্বারা তা ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত ও সুদৃশ্য করা হয়েছিল। যীশু যা বলেছিলেন তাতে তারা হতবাক হয়ে গিয়েছিল। অবশ্যই প্রভুর মন্দির ধ্বংস হবে না! যাইহোক, যীশু তাদের মন্দির ধ্বংস করবেন না বরং তারা নিজেরাই করবে। যীশু মশীহকে প্রত্যাখ্যান করার মাধ্যমে তারাই মন্দিরকে ধ্বংস করেছিল। যীশুর মৃত্যুর পর, মন্দিরের সেই 'সর্ব গুরুত্বপূর্ণ পর্দাটি'—যা পবিত্র স্থানকে মহাপবিত্র স্থান থেকে পৃথক করত, যেখানে ঈশ্বর বাস করতেন—তা ছিঁড়ে গিয়েছিল। এই ঘটনাই মন্দির ধ্বংস করে দিয়েছিল। এবং ৭০ খ্রিস্টাব্দে সালে মন্দিরের ধ্বংস সম্পূর্ণ হয়। ইহুদিরা রোমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল, তখন রোমীয়রা এসে শহরটিকে ধ্বংস করে দেয় এবং মন্দির আগুনে পুড়িয়ে ফেলে। এবং প্রকৃতপক্ষে যেভাবে যীশু ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, এক পাথরের ওপর আরেক পাথর পর্যন্ত অবশিষ্ট রাখেনি।

যীশু কীভাবে তিন দিনের মধ্যে একটি নতুন মন্দির নির্মাণ করতে পারেন? যীশু তাঁর দেহের মন্দিরের কথা বলছিলেন। আর তখন যোহন বলেন, "অতএব যখন তিনি মৃতগণের মধ্যে হইতে উঠিলেন, তখন তাঁহার শিষ্যদের মনে পড়িল যে, তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন; আর তাঁহারা শাস্ত্রে এবং যীশুর কথিত বাক্যে বিশ্বাস করিলেন"—যোহন ২:২২। ইহুদিরা তাকে হত্যা করেছিল, কিন্তু তিনি তৃতীয় দিনে আবার জীবিত হয়েছিলেন। কিন্তু এখন একটি নতুন মন্দির নির্মিত হচ্ছে। খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা হলেন খ্রীষ্টের দেহ: "তোমরা খ্রীষ্টের দেহ, এবং এক একজন এক একটি অঙ্গ"—১ করিন্থীয় ১২:২৭। যীশু বলেছিলেন, " আমি আপন মণ্ডলী গাঁথিব, আর পাতালের পুরদ্বার সকল তাহার বিপক্ষে প্রবল হইবে না"—মথি ১৬:১৮।

সরুব্বাবিল এবং যিহোশূয় মন্দির নির্মাণে সংগ্রাম করছিলেন, কিন্তু এখানে একটি উৎসাহ রয়েছে। মন্দির অবশ্যই নির্মিত হবে, তবে এর চেয়েও উত্তম কথা হলো, একদিন আরও মহিমান্বিত একটি মন্দির নির্মিত হবে। সেটি জীবন্ত পাথর দ্বারা নির্মিত হবে। পিতর বলেছিলেন, "জীবন্ত প্রস্তরের ন্যায় আত্মিক গৃহস্বরূপে গাঁথিয়া তোলা যাইতেছ"—১ পিতর ২, পদ ৫। পৌল ইফিষীয় খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন যে তারা ছিলেন, "তোমাদিগকে প্রেরিত ও ভাববাদিগণের ভিত্তিমূলের উপরে গাঁথিয়া তোলা হইয়াছে; তাহার প্রধান কোণস্থ প্রস্তর স্বয়ং খ্রীষ্ট যীশু। তাঁহাতেই প্রত্যেক গাঁথনি সুসংলগ্ন হইয়া প্রভুতে পবিত্র মন্দির হইবার জন্য বৃদ্ধি পাইতেছে; তাঁহাতে আত্মাতে ঈশ্বরের আবাস হইবার

নিমিত্ত তোমাদিগকেও একসঙ্গে গাঁথিয়া তোলা হইতেছে"—ইফিষীয় ১:২০-২২। এই মন্দির, এই আত্মিক মন্দির স্থায়ী হবে। স্বর্গে কোনো মন্দির থাকবে না, কারণ সমস্তটাই মন্দির—প্রকাশিত বাক্য ২১, ২২ পদ। ঈশ্বর চিরকাল তাঁর লোকেদের মধ্যে বাস করবেন।

যিনি মন্দির নির্মাণ করবেন, তাঁর সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে, "তিনিই প্রভা ধারণ করিবেন" - পদ ১৩। ইহুদিরা খ্রীষ্টকে তাদের কল্পনার চেয়েও চরম অপমানের শিকার করেছিল—তাঁকে উপহাস করেছিল, আঘাত করেছিল, থুতু ফেলেছিল, ক্রুশবিদ্ধ করেছিল, কবর দিয়েছিল। কিন্তু তিনি মহিমান্বিত হবেন। ঈশ্বর তাঁকে আবার জীবিত করবেন। তিনি "সিংহাসনে বসিয়া কর্তৃত্ব করিবেন, এবং আপন সিংহাসনের উপরে উপবিষ্ট যাজক হইবেন"- পদ ১৩। তিনি স্বর্গে আরোহণ করলেন। গীতরচক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন: "সদাপ্রভু আমার প্রভুকে বলেন, তুমি আমার দক্ষিণে বস, যাবৎ আমি তোমার শত্রুগণকে তোমার পাদপীঠ না করি"- গীতসংহিতা ১১০, পদ ১। পৌল লিখেছেন, "কেননা যাবৎ তিনি "সমস্ত শত্রুকে তাঁহার পদতলে না রাখিবেন," তাঁহাকে রাজত্ব করিতেই হইবে। শেষ শত্রু যে মৃত্যু, সেও বিলুপ্ত হইবে"—১ করিন্থীয় ১৫:২৫-২৬। এটি লক্ষণীয় যে সখরিয় ভাববাণী করেন, "আপন সিংহাসনের উপরে উপবিষ্ট যাজক হইবেন।" যাজক হবেন রাজাও। যিহোশূয়া প্রথমে একজন যাজক ছিলেন, তারপর প্রতীকীভাবে রাজা হয়ে ওঠেন। আমাদের প্রভু যীশু তাঁর যাজকীয় বলি সম্পন্ন করেছিলেন, তারপরই হলো তাঁর মহিমাময় উত্তোলন ও রাজ্যাভিষেক।

এবং এখন, উভয়ের মধ্যে শান্তির মন্ত্রণা থাকবে: আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ বাক্যটি লক্ষ্য করি: "তাহাতে এই দুইয়ের মধ্যে শান্তির মন্ত্রণা থাকিবে"- পদ ১৩। কিছু ব্যাখ্যাকারীরা এটি তাৎক্ষণিক প্রেক্ষাপট থেকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেন যে, শান্তির পরামর্শ যাজক ও ভাববাদীর মধ্যে, এবং এই দুইয়ের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব থাকবে না। তবে এখানে স্পষ্টভাবে পুরোহিত এবং রাজা একই ব্যক্তি, সুতরাং তাঁদের মধ্যে কোনো রকম চুক্তির কথা বলা কিছুটা অদ্ভুত। বরং একজনকে পুরোহিতের অভিষেকের ঘটনাটি থেকে এক ধাপ পেছনে ফিরে যেতে হবে, এবং এটিকে এমনভাবে দেখতে হবে যেন এটি সেই সম্পর্ককে বর্ণনা করছে যা অভিষেকদানকারী ও পুরোহিত-রাজার মধ্যে রয়েছে। পুরনো ব্যাখ্যাকারীদের মতো, এটিকে উদ্ধারের চুক্তির প্রতি ইঙ্গিত হিসেবে দেখা সবচেয়ে ভালো, যা পিতা ও পুত্রের মধ্যে অনন্তকালে সংঘটিত হয়েছিল। পিতা পুত্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি কি মনোনীতদের উদ্ধারের জন্য মানুষ হবেন? এবং পুত্র উত্তরে বলেছিলেন, তিনি হবেন। জগতে এসে তিনি বলেছিলেন: "দেখ, আমি আসিয়াছি; গ্রন্থখানিতে আমার বিষয় লিখিত আছে, হে আমার ঈশ্বর, তোমার অভীষ্ট সাধনে আমি প্রীত, আর তোমার ব্যবস্থা আমার অন্তরে আছে"—গীতসংহিতা ৪০, পদ ৭-৮। তাঁর মহাযাজকের প্রার্থনায়, তিনি বলা শুরু করেছিলেন, "পিতঃ, সময় উপস্থিত হইল; তোমার পুত্রকে মহিমান্বিত কর, যেন পুত্র তোমাকে মহিমান্বিত করেন; যেমন তুমি তাঁহাকে মর্ত্যমাত্রের উপরে কর্তৃত্ব দিয়াছ, যেন, তুমি যে সমস্ত তাঁহাকে দিয়াছ, তিনি তাহাদিগকে অনন্ত জীবন দেন" —যোহন ১৭, পদ ১-২। অনন্তকাল ধরে, পিতা তাঁকে একজন মনোনীত ব্যক্তি হিসেবে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তিনি তাঁদের উদ্ধার করতে এসেছিলেন, তাঁর জীবন উৎসর্গ করতে এসেছিলেন, উত্তম মেষপালক হিসেবে—সকলের জন্য নয়, বরং তাঁর মেষদের জন্য - যোহন ১০, পদ ১১, এবং পদ ১৪।

তিনি গলগথার ভয়াবহতার সম্মুখীন হচ্ছিলেন, যা তিনি দুঃখভোগ করেছিলেন তার মাধ্যমে আজ্ঞাপালন শিখছিলেন—যেমন ইব্রীয় ৫:৮ পদে বলা হয়েছে—তাঁর লোকদের উদ্ধারের সঙ্গে জড়িত পূর্ণ যন্ত্রণা অনুভব করছিলেন। তিনি মৃত্যু পর্যন্ত আজ্ঞাবহ ছিলেন, যা কিছু অনন্ত চুক্তিতে সম্মত হয়েছিল, তা সম্পূর্ণরূপে কার্যকর করলেন। শান্তির পরামর্শ বা পরিত্রাণের চুক্তি ছিল তাঁদের উভয়ের মধ্যে। এই অনন্ত চুক্তিই ঈশ্বরের করুণা-চুক্তির ভিত্তি, যা তিনি মনোনীতদের ও তাঁদের সন্তানদের সঙ্গে করেন।

এবং ১৪ পদ, কাজের পুরস্কার— "পরন্তু হেলেমের, টোবিয়ের ও যিদায়ের নিমিত্ত, এবং সফনিয়ের পুত্রের সৌজন্যের নিমিত্ত, এই মুকুট স্মরণার্থে সদাপ্রভুর মন্দিরে থাকিবে।"

এই চারজন ব্যক্তির কার্যকলাপ প্রশংসিত হয়েছে। তারা বাবিল দেশে একটি সংগ্রহ তৈরি করেছিল এবং তা জেরুশালেম নিয়ে এসেছিল মন্দির নির্মাণে সাহায্য করার জন্য। এই রৌপ্য ও সোনার কিছু অংশ দিয়ে একটি মুকুট তৈরি করা হয়। প্রাথমিকভাবে ও প্রতীকগতভাবে, এই মুকুট যিহোশূয় মহাযাজকের মস্তকে স্থাপন করা হয়েছিল। সখরিয় এই প্রতীকমূলক কাজটি সম্পন্ন করার পরে—অর্থাৎ মহাযাজককে মুকুট পরানোর পরে—এখন সেই মুকুটটি তুলে নিয়ে নবনির্মিত মন্দিরে স্থাপন করতে বলা হয়েছে। এবং সেটিকে সেখানে একটি স্মারক হিসেবে রাখা হবে। এটি ঐ চারজন ব্যক্তির কাজের একটি স্মারক হবে। প্রভুতে কোনও পরিশ্রমই বৃথা যায় না—১ করিন্থীয় ১৫:৫৮। যীশু আসলে শিক্ষা দিয়েছিলেন, "বাস্তবিক যে কেহ তোমাদিগকে খ্রীষ্টের লোক বলিয়া এক বাটি জল পান করিতে দেয়, আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, সে কোন মতে আপন পুরস্কার হইতে বঞ্চিত হইবে না"—মার্ক ৯:৪১। কিন্তু এটি বিশেষভাবে তাদের জন্য একটি স্মরণবাহী নিদর্শন হবে, যারা তখন সেই কাজে সরাসরি যুক্ত ছিল, এবং ভবিষ্যতের ইস্রায়েল জাতির জন্যও—যেন তারা মনে রাখে সেই আগত মশীহ কে, যিনি হবেন মহান যাজক এবং মহান রাজা। প্রতিশ্রুত যাজক-রাজা অবশ্যই আসবেন।

এরপর ১৫ পদ, আশীর্বাদপূর্ণ দিনসমূহ আগত— "আর দূরস্থ লোকেরা আসিয়া সদাপ্রভুর মন্দির নির্মাণে সাহায্য করিবে; আর তোমরা জানিবে যে, বাহিনীগণের সদাপ্রভুই তোমাদের কাছে আমাকে পাঠাইয়াছেন। তোমরা যদি যত্নপূর্বক আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর বাক্যে মনোযোগ কর, তবে ইহা সিদ্ধ হইবে।"

যেমন সোনার ও রূপার মুদ্রা বাবিল থেকে আনা হয়েছিল মুকুট তৈরির জন্য, তেমনি দূরদেশ থেকে লোকেরা আসবে যারা প্রভুর শেষ, সর্বশ্রেষ্ঠ ও আত্মিক মন্দির নির্মাণ করবে। শমরীয়দের দ্বিতীয় মন্দির নির্মাণে যোগদানের অনুমতি ছিল না, কিন্তু অইহুদীরা অনন্ত মন্দির নির্মাণে

অংশ নেবে। এই পদটি সেই দিনের অপেক্ষায় রয়েছে যখন, ‘‘আর জাতিগণ তোমার দীপ্তির কাছে আগমন করিবে, রাজগণ তোমার অরুণোদয়ের আলোর কাছে আসিবে....তোমার পুত্রগণ দূর হইতে আসিবে, তোমার কন্যাগণ কক্ষে করিয়া আনীত হইবে। তখন তুমি তাহা দেখিয়া দীপ্যমানা হইবে, তোমার হৃদয় স্পন্দন করিবে ও বিকশিত হইবে; কেননা সমুদ্রের দ্রব্যরাশি তোমার দিকে ফিরান যাইবে, জাতিগণের ঐশ্বর্য তোমার কাছে আসিবে।’’—যিশাইয় ৬০:৩–৫। তর্শীশের জাহাজগুলি "দূর হইতে তোমার সন্তানদিগকে আনিবে, তাহাদের রৌপ্য ও সুবর্ণের সহিত আনিবে, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামের জন্য,"— ৯ পদ। এবং আরও, "আর বিজাতি-সন্তানেরা তোমার প্রাচীর গাঁথিবে, তাহাদের রাজগণ তোমার পরিচর্যা করিবে’’—পদ ১০, একই অধ্যায়ে "আর তুমি জাতিগণের দুগ্ধ পান করিবে, এবং রাজগণের স্তন চুষিবে; আর জানিবে যে, আমি সদাপ্রভুই তোমার ত্রাণকর্তা, তোমার মুক্তিদাতা, যাকোবের এক বীর"—পদ ১৬।

মন্ডলীর সত্যিই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে। জগৎ মন্ডলীর দিকে তাকিয়ে তাকে তাচ্ছিল্য করে। কখনও কখনও আমরা নিজেরাই, অবিশ্বাসের মধ্যে, ঈশ্বরের লোকেদের দুর্বলতার উপর মনোযোগ দিই। কিন্তু সেই মহান আত্মিক ও অনন্ত মন্দির অবশ্যই নির্মিত হবে। সেই মন্দির গঠিত হবে অসংখ্য মানুষের দ্বারা, যারা জীবন্ত প্রস্তর। যোহন লিখেছেন, "ইহার পরে আমি দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, প্রত্যেক জাতির ও বংশের ও প্রজাবৃন্দের ও ভাষার বিস্তর লোক, তাহা গণনা করিতে সমর্থ কেহ ছিল না; তাহারা সিংহাসনের সম্মুখে ও মেষ শাবকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে; তাহারা শুক্লবস্ত্র পরিহিত, ও তাহাদের হস্তে খর্জুর-পত্র; এবং তাহারা উচ্চ রবে চিৎকার করিয়া কহিতেছে, ‘পরিত্রাণ আমাদের ঈশ্বরের, যিনি সিংহাসনে বসিয়া আছেন, এবং মেষশাবকের দান"—প্রকাশিত বাক্য ৭, ৯-১০ পদ।

আমাদের আশাবাদী হতে হবে। খ্রীষ্ট কেবলমাত্র মানবজাতির কোনো ক্ষুদ্রাংশকে উদ্ধার করার জন্য আসেননি। আমাদের বলা হয়েছে যে, "কেননা ঈশ্বর জগতের বিচার করিতে পুত্রকে জগতে প্রেরণ করেন নাই, কিন্তু জগৎ যেন তাঁহার দ্বারা পরিত্রাণ পায়" —যোহন ৩:১৭। শেষপর্যন্ত এত অসংখ্য মানুষ উদ্ধার পাবে যে, প্রকৃত অর্থেই বলা যায়, জগৎ উদ্ধার পাবে। ঈশ্বরের মন্ডলীর একটি মহৎ ভবিষ্যৎ আছে—এই জীবনে এবং অনন্ত জীবনে। ঈশ্বর তাঁর মন্ডলীর জন্য এখনো যা কিছু মহৎ কাজ করবেন, তার জন্য প্রত্যাশা নিয়ে চেয়ে থাকুন। স্মরণ করুন আধুনিক মিশনের জনক উইলিয়াম কেরির সেই কথাগুলো, যিনি ভারতে এক অসাধারণ কাজ করেছিলেন: ‘‘ঈশ্বরের কাছে মহৎ কিছু প্রত্যাশা করুন, এবং ঈশ্বরের জন্য মহৎ কিছু করার চেষ্টা করুন।’’ আসুন, আমরা সৎ কাজ করতে ক্লান্ত না হই। প্রভুর জন্য পরিশ্রম করতে থাকি। আশাবাদী হই, এবং আমরা আগামী দিনে মহৎ কিছু দেখতে পাব। আমেন।